NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ আজ হাসপাতালের সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বৈঠকে বসবেন মুখ্যসচিব

ভুয়ো নাগরিক তৈরির কারখানা চলছে: শমীক ২

কলকাতা ২৫ অক্টোবর ২০২৫ ৭ কার্তিক ১৪৩২ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ১৩৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 25.10.2025, Vol.19, Issue No. 133, 8 Pages, Price 3.00

বাইক-বাসের সংঘর্ষে ঝলসে মৃত ২৫

বৃহস্পতিবার ভোররাতে কুর্নুলের রাস্তায় জ্বলছে বাস।

ভস্মীভূত কঙ্কালসার বাসের ভিতর থেকে বের করে আনা হচ্ছে পুড়ে যাওয়া যাত্রীর দেহ।

অমরাবতী, ২৪ অক্টোবর: দীপাবলির পরই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা অন্ধ্রে। লাক্সারি বাসে আগুন লেগে মৃত্যু অন্তত ২৫ জনের। আহত বহু। অনেকেই গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি। অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুলে এই ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার রাতে হায়দরাবাদ থেকে একটি যাত্রীবোঝাই লাক্সারি বাস বেঙ্গালুরুর দিকে রওনা দিয়েছিল। ভোররাতে কুর্নুল জেলার চিন্নেতকুর গ্রামের কাছে বেঙ্গালুরু-হায়দরাবাদ হাইওয়েতে একটি মোটরবাইকের সঙ্গে ধাক্কা লাগে বাসটির। তাতে বাসটিতেই আগুন ধরে যায়। নিমেষে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে গোটা বাস। বিস্ফোরণের শব্দও শোনা যায়। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে বাসটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বেশিরভাগ যাত্রী দরজা ভেঙে বেরিয়ে আসারও সময় পাননি। ফলে আগুনে ঝলসে মৃত্যু হয় একের পর এক অসহায় যাত্রীর।

পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার সময় চালক ও খালাসি-সহ বাসটিতে অন্তত ৪০-৪২ জন যাত্রী ছিলেন। এদের মধ্যে ২৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন বলে একাধিক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে খবর। ১৫ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যেও বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'কুর্নুলের দুর্ঘটনায় আমি স্তম্ভিত। মৃতদের পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা। আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।' রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও ওই দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, 'ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনার খবর শুনে মর্মাহত। যারা তাদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন তাদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা। সরকার আহত এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সম্ভাব্য সবরকমভাবে পাশে থাকবে।'

বার বার ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করার ইতিহাস রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের দুর্ঘটনার কবলে পড়া বাসটির। তবে বাসটির অন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কাগজপত্র বৈধই ছিল। রোড ট্যাক্স থেকে শুরু করে ফিটনেস সার্টিফিকেট, ওই বাসের সবই নিয়ম মেনে করা হয়েছিল। বাসটির রোড ট্যাক্স থেকে শুরু ফিটনেস সার্টিফিকেট, সবই নিয়মানুযায়ী যাচাই করা ছিল। তবে সব বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও বার বার ট্রাফিক আইন ভাঙার দীর্ঘ রেকর্ড রয়েছে। শুধুমাত্র তেলঙ্গানাতেই ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ১৬টি চালান কাটা হয়। সেই সব চালানের মোট অনাদায় অর্থ ২৩ হাজার টাকা। বাসটির কাছে বৈধ 'ট্যুরিস্ট পারমিট' ছিল। ২০৩০ সালের এপ্রিল পর্যন্ত তার বৈধতা রয়েছে।

আর্থিক সাহায্যেরও ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

নীতীশের নেতৃত্বেই জয়ডঙ্কা মোদীর

পাটনা, ২৪ অক্টোবর: বিহারের বিধানসভা ভোটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নজরে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর (ওবিসি) ভোট। শুক্রবার সমস্তিপুরে প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কর্পূরী ঠাকুরের গ্রাম থেকে দ্বিতীয় দফার প্রচার কর্মসূচি শুরু করেন তিনি। মোদীর সঙ্গে ছিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তথা জেডিইউ প্রধান নীতীশ কুমার এবং কর্পূরীর পুত্র তথা বিহারের জেডিইউ মন্ত্রী রামনাথ ঠাকুর।

কর্পূরীর জন্মস্থানে শ্রদ্ধা নিবেদনের পরে সমস্তিপুরেরই দুধপুরায় জনসভা করেন মোদী। এর পরে বেগুসরাইয়ে বিজেপির প্রচার কর্মসূচিতে যোগ দিতে যান। বিধানসভা ভোট ঘোষণার আগে বিহারে ধারাবাহিক ভাবে সরকারি এবং দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছেন মোদী। কিন্তু শুক্রবার থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিধানসভা ভোটের প্রচার শুরু করলেন তিনি। ঘটনাচক্রে, বৃহস্পতিবার বিরোধী জোট 'মহাগঠবন্ধনে'র বৈঠকে লালু-পুত্র তেজস্বীকে 'মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী' ঘোষণা করে হয়েছিল। বিহারে এনডিএ মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে আনুষ্ঠানিক ভাবে নীতীশের নাম ঘোষণা না-করার খোঁচাও দিয়েছিলেন তেজস্বী। কিন্তু মোদী শুক্রবার কার্যত সেই বিতর্কে জল ঢেলে দিয়ে বলেন, 'নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে বিধানসভা ভোটে জয়ের নতুন নজির গড়বে এনডিএ।'

প্রসঙ্গত, ১৯৭০-৭১ এবং ১৭৭৭-৭৯, দু'দফায় বিহারে কংগ্রেস বিরোধী জোটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর নেতা কর্পূরী। ১৯৭৮ সালে জনতা পার্টির সরকারের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তিনিই প্রথম বিহারে অনগ্রসর শ্রেণির (ওবিসি) জন্য সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। গত বছর লোকসভা ভোটের আগে কর্পূরীকে মরণোত্তর ভারতরত্ন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে মোদী বুঝিয়ে দিয়েছিলেন অনগ্রসর ভোটব্যাঙ্কই এ বার তাঁর লক্ষ্য। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির জাতগণনার প্রতিশ্রুতির জবাবে মোদী বার বার নিজের 'ওবিসি পরিচয়' তুলে ধরেছেন। এ বারের বিধানসভা ভোটেও সেটি তাঁর অন্যতম প্রচারকৌশল হতে চলেছে। এর পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী শুক্রবার লালু-রাবড়ির জমানায় 'দুর্নীতি এবং জঙ্গলরাজে'র অভিযোগও তুলেছেন। সম্প্রতি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় দিল্লির আদালতে লালু, তাঁর স্ত্রী তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী এবং লালু-পুত্র তেজস্বী যাদবের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়েছে। সেই প্রসঙ্গ তুলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ওই নেতারা জামিন পেয়েছেন বলে এখনও বাইরে রয়েছেন।' সেই সঙ্গে আরজেডির প্রতীকচিহ্নকে কটাক্ষ করে তাঁর মন্তব্য, 'এখন অনেক আধুনিক সরঞ্জাম এসে গিয়েছে। লণ্ঠনের আর প্রয়োজন হয় না।'

মাঝের কয়েক বছর বাদ দিলে প্রায় দু'দশক ধরে বিহারে ক্ষমতা ধরে রেখেছে এনডিএ। জোট বদলে বারে বারে নীতীশই মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। মোদী শুক্রবার বিহারে 'জঙ্গলরাজের অবসান' এবং উন্নয়নের জন্য নীতীশকে কৃতিত্ব দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, এ বারের মেয়াদেও তাঁকেই পাটনার কুর্সিতে চাইছে বিজেপি।

শুক্রবার সমস্তিপুরের সভায় এক মঞ্চে মোদী-নীতীশ।

বিএলওদের স্বস্তিতে পদক্ষেপ কমিশনের

পরিযায়ীদের বিশেষ সুবিধা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় বড় স্বস্তি দিল নির্বাচন কমিশন। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) শুরু হলে এবার আর নিজ রাজ্যে ফিরে এসে নাম তুলতে হবে না পরিযায়ী শ্রমিকদের। নিজেদের কর্মস্থল রাজ্য থেকেই অনলাইনে নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন তাঁরা।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এসআইআর প্রক্রিয়া চালু হলে ভিন্ন রাজ্যে কর্মরত পরিযায়ী শ্রমিকরা অনলাইনে এনুমেরেশন ফর্ম পূরণ করতে পারবেন বা জমা দিতে পারবেন। এর জন্য সেই রাজ্যগুলিতেই স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হবে। রাজ্য সিইও দপ্তর সূত্রে খবর, প্রথমবারের মতো এই বিশেষ অনলাইন ব্যবস্থাপনা চালু করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। পরিযায়ী শ্রমিকদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে রবিবারও খোলা থাকবে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর।

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর: পশ্চিমবঙ্গে এখনও বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা শুরুর ঘোষণা করেনি জাতীয় নির্বাচন কমিশন। তার আগে রাজনৈতিক চাপানউতোর বেড়েছে। আবার শাসকদলের একাধিক নেতাকে বুথ লেভেল অফিসারদের হুঁশিয়ারি দিতেও শোনা গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিএলওদের স্বস্তি দিতে কড়া পদক্ষেপ করছে নির্বাচন কমিশন। বিএলওদের অন্য কাজ করতে হবে না। এই শর্ত প্রযোজ্য থাকবে শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও। এই মর্মে নোটিস জারি করতে চলেছে কমিশন।

অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে ইতিমধ্যেই জেলাশাসকদের সতর্ক করা হয়েছে এবং মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখার নির্দেশ জারি হয়েছে। কমিশন সূত্রে খবর, এই প্রক্রিয়া চালুর প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই প্রায় সম্পূর্ণ।

সব জেলার নির্বাচন দপ্তরে খুলছে হেল্পডেস্ক। সেখানে নাগরিকরা তাঁদের নাম, ঠিকানা অথবা অন্যান্য ভোটার তথ্য যাচাই বা সংশোধনের আবেদন করতে পারবেন। ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই হবে সর্বদলীয় বৈঠক, যাতে এসআইআর প্রক্রিয়া নির্বিঘ্ন হয়। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের পাশাপাশি প্রতিটি জেলা প্রশাসনও নিজস্ব স্তরে বৈঠক করবে।

ইতিমধ্যে অনেক বিএলও-ই কাজ না করতে চেয়ে আবেদন করেছেন। সেখানে তাঁরা জানিয়েছেন, একসঙ্গে দুটো কাজ কী করে সম্ভব। আবার একাধিক তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে বিএলওদের হুঁশিয়ারি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। বিএলওদের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁরা। বিএলওদের গতিবিধির উপর নজর রাখতে বলছেন। এমনকি, নাম বাদ গেলে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যও কর্মীদের বার্তা দিয়েছেন একাধিক তৃণমূল নেতা।

এই আবহে বিএলওদের স্বস্তি দিয়ে একাধিক পদক্ষেপ করছে কমিশন। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এসআইআর শুরু হলে যাবতীয় ক্ষমতায় থাকবে কমিশনের হাতে। ফলে এসআইআরের সঙ্গে যুক্ত কোনও কর্মী-আধিকারিককে বদলি করা যাবে না। এসআইআর চলাকালীন অন্য কোনও কাজ বিএলওদের করতে হবে না। শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে। খুব শীঘ্রই এই মর্মে নোটিস জারি হবে বলে কমিশন সূত্রে খবর।

এসআইআর ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বুথ লেভেল অফিসাররা (বিএলও) শুরু করবেন ঘরে ঘরে তথ্য যাচাইয়ের কাজ। তাঁদের সাত দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়ার নির্দেশ ইতিমধ্যেই গিয়েছে।

হোটেলের বক্স খাটে যুবকের দেহ পার্ক স্ট্রিটে

নিজস্ব প্রতিবেদন: হোটেলের রুমে বক্স খাটের ভিতর থেকে উদ্ধার যুবকের দেহ। রফি আহমেদ কিদওয়াই রোডের একটি হোটেল থেকে শুক্রবার তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। মৃত যুবকের নাম রাহুল লাল। প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে, মৃত যুবক কলকাতার কলিন স্ট্রিট এলাকার বাসিন্দা। এদিকে ওই যুবকের সঙ্গে থাকা আর ২জনের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পার্কস্ট্রিট থানার পুলিশ। ওই যুবককে খুন করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে পুলিশের ধারনা। বেঁধেছিল। তদন্তকারীদের ধারনা, ওই যুবককে খুন করা হয়েছে। এদিকে দেহে পচন ধরতে শুরু করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পার্কস্ট্রিট থানার পুলিশ। হোটেল কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়। পাশাপাশি খতিয়ে দেখা হচ্ছে সিসিটিভি ফুটেজও। ওই তিন যুবক কখন এসেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছিলেন কি না, সেইসব খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এই ঘটনায় যুবকের সঙ্গী এক ব্যক্তির ভূমিকা নিয়েই সন্দিহান পুলিশ। কারণ ওড়িশার বাসিন্দা ওই ব্যক্তি হোটেলে নিজের পরিচয়পত্র

এই হোটেলের ঘরের বক্স খাটের ভিতরেই উদ্ধার হয়েছে যুবকের দেহ।

সূত্রে খবর, বুধবার (২২ অক্টোবর) বিকেলে নাগাদ তিন যুবক রফি আহমেদ কিদওয়াই রোডের এই হোটেলে ঘর ভাড়া নেন। কিছুক্ষণ পর একজন বেরিয়ে যান। তিনি আবার রাত ১১টা ২০ মিনিট নাগাদ হোটেলে ফেরেন। এরপর দ্বিতীয় যুবকের সঙ্গে বেরিয়ে যান। বৃহস্পতিবার ওই রুমটি খোলা হয়নি। এরপর শুক্রবার সকালে একজন অতিথি ওই রুম ভাড়া নেন। তিনি রুমে ঢুকেই পচা গন্ধ পান। হোটেলের কর্মীদের ডাকেন। হোটেলের কর্মীরা তল্লাশি চালিয়ে বক্স খাটের মধ্যে যুবকের দেহ দেখতে পান। খবর পেয়েই আসে পার্কস্ট্রিট থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত যুবকের মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। মৃত যুবকের মুখে, নাকে রক্ত জমাট দিলেও নিজের সঙ্গী মৃত এই যুবকের কোনও পরিচয়পত্র হোটেলে দেননি বলে খবর। পাশাপাশি ঘরে তাঁরা মদ্যপান করেছিলেন বলেও তথ্য পেয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, বয়ান লাল নামে হোটেলের রুম বুক করা হয়েছিল। আধার কার্ড দেওয়া হয়েছিল। তার ভিত্তিতে বয়ান লালের সঙ্গে পুলিশ যোগাযোগ করে। তিনি জীবিত রয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তাঁর আধার কার্ড কীভাবে ওই যুবকদের কাছে গেল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এদিকে তদন্তে নেমে পার্ক স্ট্রিটের কলিং লেনের একটি ঠিকানাও পায় পুলিশ। যদিও সেই ঠিকানায় গিয়ে কাউকে পাওয়া যায়নি বলেই জানানো হয়েছে পার্ক স্ট্রিট থানার তরফে।

হাতের তালুতে সুইসাইড নোট

■ লাগাতার ধর্ষণ করেছেন পুলিশ আধিকারিক! তার জেরে আত্মঘাতী হলেন এক মহিলা চিকিৎসক। মৃত্যুর আগে নিজের হাতের তালুতেই সুইসাইড নোট লেখেন ওই তরুণী। উল্লেখ্য, মাসচারেক আগেই তিন পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে স্থানীয় ডিএসপিকে চিঠি লিখেছিলেন তিনি। গত বৃহস্পতিবার তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের পর থেকে হইচই মহারাষ্ট্রের সাতারায়। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতর। সাতারার ফলটনের উপ-জেলা হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার হিসাবে কর্মরত ছিলেন ওই মহিলা চিকিৎসক। এই ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করেছে জাতীয় মহিলা কমিশন। শুক্রবার ওই অভিযোগের গুরুত্ব অনুধাবন করে মহারাষ্ট্রের ডিজিকে চিঠি দিয়েছেন কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহাতকর। তাঁর নির্দেশ, আগামী ৫ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে পুলিশকে। সব দিক দিয়ে অভিযোগ খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দিতে হবে।

কৃত্রিম বৃষ্টি

■ বাজির দৌরাত্ম্যে দীপাবলির পর ফের লাগামছাড়া হয়েছে দিল্লির দূষণ। গত কয়েকদিনে ৪৫০ পেরিয়ে গিয়েছে দূষণের মাত্রা। যা অত্যন্ত ভয়াবহ। গুরুতর এই পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রথমবার দিল্লিতে কৃত্রিম বৃষ্টি নামানোর সিদ্ধান্ত নিল দিল্লির বিজেপি সরকার। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা ঘোষণা করেছেন কৃত্রিমভাবে 'ক্লাউড সিডিং' বা মেঘ জমিয়ে আগামী ২৯ অক্টোবর দিল্লিতে বৃষ্টি নামানো হবে।

রাজধানীতে ধৃত দুই আইএস জঙ্গি

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর: দিল্লিতে আবার জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেট (আইএস)-এর নাশকতার ছক প্রকাশ্যে এল। শুক্রবার সকালে দিল্লি পুলিশের স্পেশ্যাল সেল দুই সন্দেহভাজন আইএস জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছে। তারা দিল্লির স্পর্শকাতর এলাকায় হামলার ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল বলে পুলিশের দাবি। ধৃতদের কাছ থেকে বিস্ফোরক এবং তা ব্যবহারের আধুনিক বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে পুলিশ। দিল্লি পুলিশের স্পেশ্যাল সেল এবং গোয়েন্দা বিভাগগুলির যৌথ অপারেশনে গ্রেপ্তার হয়েছে দুই জঙ্গি। অ্যাডিশনাল কমিশনার প্রমোদ কুশওয়াহা এবং এসিপি ললিত মোহন নেগির নেতৃত্বে এই অপারেশন হয়েছে। এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, গ্রেপ্তার হওয়া দুই জঙ্গি আদতে ভোপালের বাসিন্দা। দু'জনেরই নাম আদনান। দিল্লির সাদিক নগরে ঘাঁটি গেড়ে তারা আইইডি বিস্ফোরণের ছক কষছিল। প্রয়োজনে আত্মঘাতী হামলারও পরিকল্পনা ছিল তাদের। দিল্লি পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, 'ধৃতদের জেরা করে এবং উদ্ধার করা নথিপত্র দেখে মনে করা হচ্ছে, কোনও বড় ধরনের হামলা চালাতেই তারা এসেছিল।' ওই পুলিশকর্তার দাবি, নাশকতার ষড়যন্ত্রে আরও কয়েক জন আইএস জঙ্গি জড়িত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

পাককে জলে জব্দ করতে চায় তালিবানও

কাবুল, ২৪ অক্টোবর: ভারতের পথে হেঁটেই এ বার পাকিস্তানকে 'জলে জব্দ' করতে চাইছে আফগানিস্তানের তালিবান সরকার। পাকিস্তানের নদীর জলের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে চায় আফগানিস্তান। সেই কারণে আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তানের দিকে বয়ে যাওয়া কুনার নদীর উপর বাঁধ তুলতে চায় সে দেশের তালিবান সরকার। ইতিমধ্যেই আফগানিস্তানের জল এবং শক্তি মন্ত্রককে সর্বোচ্চ তালিবান নেতা হিবাতুল্লা আখুন্দজাদা 'যত দ্রুত সম্ভব' নদীবাঁধ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন। গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পর পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি স্থগিত করে দিয়েছিল ভারত। সাম্প্রতিক পাক-আফগান সংঘাতের আবহে কাবুলের এই পদক্ষেপকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

চলতি মাসের শুরুতেই সীমান্ত সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান। আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে পাকিস্তানের বিমান হামলা এবং তার পরবর্তী সময়ে তালিবান সরকারের জবাব সীমান্তকে উত্তপ্ত করে তুলেছিল। বর্তমানে দুই দেশের মধ্যে সংঘর্ষবিরতি নিয়ে সমঝোতা হয়েছে। তবে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এখনও তলানিতে। অন্য দিকে, পহেলগাঁও কাণ্ডের পর ১৯৬০ সালে বিশ্বব্যাঙ্কের হস্তক্ষেপে স্বাক্ষরিত সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি স্থগিত রেখেছে ভারত। পাকিস্তানের হুমকি-হুঁশিয়ারির পরেও এই চুক্তি পুনর্বহাল করেনি ভারত। এ বার ভারতের পথে হেঁটে পাকিস্তানে নদীর জলের প্রবাহ রুখতে চাইছে আফগানিস্তানও।

এই কুনার নদীর উপরই বাঁধ নির্মাণ করবে তালিবান।

আফগানিস্তানের সহকারী তথ্যমন্ত্রী মুহাজের ফারাহি সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে জানিয়েছেন, তালিবান সরকারের শীর্ষমহল থেকে বাঁধ নির্মাণের কাজ দ্রুত শুরু করতে বলা হয়েছে। এই কাজের জন্য বিদেশি সংস্থাগুলির মুখাপেক্ষী না-থেকে আফগান সংস্থাগুলিকে বরাত দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। আফগান সাংবাদিক সামির কথায়, 'ভারতের পর আফগানিস্তানও পাকিস্তানে জলের জোগান নিয়ন্ত্রণ করতে চায়।' নয়াদিল্লির সঙ্গে তালিবান সরকারের সম্পর্ক যখন ক্রমশ উন্নত হচ্ছে, সেই সময় কাবুলের এই পদক্ষেপকে ইঙ্গিতপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

নদী বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, কাবুল নদীতে জলের জোগান দিয়ে থাকে এই কুনার নদীই। এই জল কেবল পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশেই নয়, পঞ্জাব প্রদেশেও কৃষি এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হয়। লন্ডনে কর্মরত আফগান সাংবাদিক সামি ইউসুফজাই এই প্রসঙ্গে সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'কাবুল এবং কুনার নদী পাকিস্তানে জলের অন্যতম উৎস।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

AFFIDAVIT

I, **RUCHIKA BAID** W/O Bhupesh Baid & D/O Ujwalkumar Parasmal Pagariya (Father) and Sapna Pagariya (Mother) residing at 12D, Judges Court Road, P.O. - Alipore, Kolkata-700027 do hereby declare vide affidavit no. 24743 filed in the Court of Ld. 1st Class Judicial Magistrate, Kolkata dated 24.10.2025 that my correct name is RUCHIKA BAID which is recorded in my Aadhar and PAN Cards but my name has been recorded as Ruchika U Pagariya in my CBSE Certificate and Ruchika Ujwal Pagariya in my CA and B. Com certificate. My father's name has been recorded as Ujwal Parasmal Pagariya and my mother's name has been recorded as Sapna Ujwal Pagariya in my CBSE certificate. Their correct names ar Ujwalkumar Parasmal Pagariya and Sapna Pagariya. RUCHIKA BAID D/O Ujwalkumar Parasmal Pagariya & Sapna Pagariya and RUCHIKA U PAGARIYA D/O Ujwal Parasmal Pagariya and Sapna Ujwal Pagariya is the same and one identical person.

নাম-পদবী

আমি রও সোনারা মন্ডল ২৪/১০/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টের এফিডেভিটে Raosonara Mondal, Raosonara Bibi ও Roushornara Bibi সকলে একই ব্যক্তি। আমার আসল নাম Raosonara Mondal.

INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Bhakta Raj Saha,** S/o- Lt. Manu Saha of Saratpally, Basudevpur Road, P.O.- Shyamnagar, P.S. Jagaddal, Dist-(N) 24 PGNS. Who has been missing since 25/9/25 and suffering from mental illness. at about 7am hrs, from Residence under Jagaddal P.S., Description of missing person is Age-69 yrs, Complexion- Shyamla, Height-5 feet 3 inch, Wearing- Half shirt, Colour-light cream, Language – Bengali. Please contact Phone No: Arati Saha- **9681417163** or Prabir Saha – **8013854039** or O/C, Jagadal P.S.- **033-25812980** (North) 24 Parganas.
A reward will be given for any information leading to the where abouts of the missing person.

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে, আমার মক্কেল কুমারী বীনা দত্ত বক্সী, পিতা – শ্রী মদন মোহন দত্তবক্সী,সাকিম – মানপুর, পোষ্ট – জয়ন্তপুর, থানা ও এ, ডি, এস, আর অফিস চন্দ্রকোনা, জেলা – পশ্চিম মেদিনীপুর।গত ইংরাজি ১৬/০১/২০২৫ তারিখে চন্দ্রকোনার A.D.S.R – II, অফিসের ১৩৬/২০২৫ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ৩) শ্রী মদন গোপাল দাস, পিতা–স্বর্গীয় হরিপদ দাস, সাকিম–মানপুর, হাল সাকিম–17/1/3 Circular 2nd Bye Lane, Shibpur, Howrah উক্ত ৩নং বিক্রেতার পক্ষে District Sub - Registrar office of the D.S.R – I, Howrah অফিসের ০৫০১০৪৫৮৮/২০২৪ নং রেজিস্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার শ্রীমতী মোনালিসা যোশী, স্বামী–শ্রী কমল কুমার যোশী, সাকিম–মানপুর, হাল সাকিম–17/1/3 Circular 2nd Bye Lane, Shibpur, Howrah, ৪) শ্রী জয় দাস, পিতা–স্বর্গীয় হরিপদ দাস, সাকিম–মানপুর, হাল সাকিম–কেদারনাথ মুখার্জী লেন, আসানসোল, বর্ধমান, উক্ত ৪নং বিক্রেতার পক্ষে Additional District Sub – Registrar of Asansol, অফিসের ৫৪৫/২০১০ নং রেজিস্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার শ্রী অভিজিৎ দাস, পিতা–শ্রী মদন গোপাল দাস, সাকিম–মানপুর, হাল সাকিম–কেদারনাথ মুখার্জ্জী লেন, আসানসোল, বর্ধমান,৭) শ্রীমতী জ্যোৎস্না চৌধুরী, স্বামী–শ্রী শিশির চৌধুরী, সাকিম–মানপুর, হাল সাকিম–Sunview Park, Mohisila Colony, Asansole (South), District – Burdwan, ৮) শ্রী বিশ্বনাথ সিনহা, পিতা–স্বর্গীয় চন্ডীচরন সিনহা, সাকিম–মানপুর, হাল সাকিম–41K.N Mukherjee Lane, Asansole, District – Burdwan, ৯) শ্রী ইন্দ্রনাথ সিনহা, পিতা–স্বর্গীয় চন্ডীচরন সিনহা, সাকিম–মানপুর, হাল সাকিম–41K.N Mukherjee Lane, Asansole, District – Burdwan, উক্ত ৭নং, ৮নং ও ৯নং বিক্রেতাগনের পক্ষে Additional District Sub – Registrar of Asansol, অফিসের ৬০২/২০১০ নং রেজিস্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিলমূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার শ্রী অরুনাংশু সিনহা, পিতা–স্বর্গীয় চন্ডীচরন সিনহা, সাকিম–মানপুর, হালসাকিম–B/5/10 Borachak, Sitapur, Asansole, District – Burdwan, ১৩) শ্রী কৌস্তব দাস, পিতা–স্বর্গীয় সুবব্রত দাস, সাকিম–মানপুর, হাল সাকিম–৩৬ কেদারনাথ মুখার্জ্জী লেন,আসানসোল, বর্ধমান, উক্ত ১৩ নংবিক্রেতার পক্ষে Additional District Sub – Registrar of Asansol, অফিসের ২৩০৫০৯০৯৭/২০২৪ নং রেজিস্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিলমূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার শ্রীমত্যা বকুলদাস, স্বামী–স্বর্গীয় সুব্রত দাস, এর দ্বারা দলিল মূলে জেলা – পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা – চন্দ্রকোনা, রামগঞ্জ মৌজায় জে.এল. নং –১০৭,হাল ৫৬৬, ৫৬৭, ৫৭০, ৫৭১, ৫৭২, ৫৭৮ নং, খতিয়ানভুক্ত সাবেক ও হাল ৩৪১নং দাগে সর্ব্বমোট ০২.০৫৭ শতক পরিমান জমিন ক্রয় করিয়াছেন । উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে চন্দ্রকোনা B.L & L.R.O– II, অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেল তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নামপত্তন করাইবেন। Krishnendu Bikash Dutta
Advocate,Ghatal Civil and Criminal Court
Ghatal, Paschim Medinipur

হারানো বিজ্ঞপ্তি

আমি, শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী, পিতা- ৺লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্তী, নিবাস-৪২/ ৮০, কে.সি. সেন রোড, মেন, পোস্ট- মোড়পুকুর, থানা- রিষড়া, সি.এস. দাগ নং ২৫৭৫, খতিয়ান নং ৩২৬৪, জে.এল. নং ২৭, মৌজা-রিষড়া, জেলা-হুগলী, রিষড়া পৌরসভার ১৬ নং ওয়ার্ড অন্তর্গত। উপরি উল্লিখিত ঠিকানার আমাদের বাড়ির একটি দলিল হারিয়ে গেছে রিষড়া বাজার থেকে আমাদের বাসস্থানের মধ্যে, যার **দলিল নং ৬৫৭৬ সাল ১৩.০৭.২০২৫, পরিমান- ৫ কাঠা, ১৮ বর্গফুট**। এই দলিল সম্পর্কে গত **২৭.০৯.২০২৫ তারিখে** রিষড়া থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি দায়ের করা হয়েছে যার **জি.ডি.ই নং-১৫৭১**। উক্ত দলিলটি কোনও ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক রাখা হয়নি। যদি কেউ উক্ত দলিলটি পেয়ে থাকেন, তাহলে অনুগ্রহ করে তা ফেরত দিন অথবা আমাদের জানান অথবা যদি কোন দাবি থাকে, তাহলে এই তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে দাবি দায়ের করতে পারেন, অন্যথায় এই ধরনের কোনও দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না।
অমিতাভ চক্রবর্তী
দলিল মালিক
মোবাইল-৭৯৮০১৮৭৮৯৯

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলী ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট কোর্ট, চুঁচুড়া
এ্যাক্ট - ৩৯ কেস নং ০১/২০২৫
দরখাস্তকারীগণ:- ১। শ্রীমতী পম্পা সরকার, স্বামী-৺দীননন্দন সরকার, **২। শ্রী সৃঞ্জয় সরকার (নাবালক),** পিতা-৺দীননন্দন সরকার **৩। শ্রীমতী সুশীলা সরকার,** স্বামী- ৺যাদব সরকার।
এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো হইতেছে যে, আমি **শ্রীমতী পম্পা সরকার** এবং আমার নাবালক পুত্র **সৃঞ্জয় সরকার** এবং আমার শাশুড়ি মাতা সুশীলা সরকার, সর্ব সাকিম – কপিডাঙ্গা পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী। উপরোক্ত দরখাস্তকারীগণ মৃত দীননন্দন সরকারের একমাত্র উত্তরাধিকারী থাকায় উক্ত মৃত দীননন্দন সরকার- প্রপাইটার অফ মেসার্স সীতারাম কনস্ট্রাকশন, চুঁচুড়া, কপিডাঙ্গা, হুগলী - ৭১২১০১ নামে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, এ্যাট দি অফিস অফ দি একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, বিষ্ণুপুর ডিভিসান পাবলিক ওয়ার্কস ডাইরেক্টরেট (পি.ডব্লিউ.ডি. ক্যামপাস, গোপালগঞ্জ), পো: এ্যান্ড থানা বিষ্ণুপুর, ডিস্ট্রিক্ট বাঁকুড়া, পিন নং ৭২২১২২, উক্ত অফিসে আউট স্ট্যান্ডিং এ্যামাউন্ট অফ রুপিস- **২১,১৮,০৫৯৲ (একুশ লক্ষ আঠারো হাজার ঊনষাট) টাকা** গচ্ছিত আছে এবং অফিস অফ দি একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পি.ডব্লিউ.ডি. হুগলী ডিভিসান (পি.ডব্লিউ.ডি.) চকবাজার, পো: এ্যান্ড ডিস্ট্রিকট হুগলী, পিন নং ৭১২১০৩ অফিসে আউটস্ট্যান্ডিং এ্যামাউন্ট অফ রুপিস-**১২,৭৮,৬৫০৲ + ২৫,৫৭২৲=টোটাল এ্যামাউন্ট ১৩,০৪,১৭২৲ টাকা (তেরো লক্ষ চার হাজার একশো বাহাত্তর টাকা)** গচ্ছিত আছে। উক্ত গচ্ছিত টাকা পাইবার নিমিত্তার্থে সাকসেশন সার্টিফিকেট পাইবার জন্য মৃত দীননন্দন সরকারের স্ত্রী- **পম্পা সরকার,** নাবালক পুত্র **সৃঞ্জয় সরকার** ও মৃত দীননন্দন সরকারের মাতা **সুশীলা সরকার** এই এ্যাক্ট ৩৯ কেস নম্বর ০১/২০২৫ মোকর্দ্দমাটি রুজু করিয়াছেন।
এই সম্পর্কে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে অত্র আদালতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে তিরিশ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবুর লিখিত আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় একতরফা মতে শুনানী হইবে এবং যথাবিহিত আদেশ হইবে। মোকর্দ্দমার আগামী তারিখ ধার্য্য হইয়াছে -
দরখাস্তকারীর পক্ষে
সন্ধ্যা শীল (এ্যাডভোকেট)
জিলা হুগলী জজ কোর্ট, চুঁচুড়া
আদালতের আদেশ অনুসারে
পার্থসারথি পাল (সেরেস্তাদার বাবু)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট কোর্ট,চুঁচুড়া।১৯/৮/২৫

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

আ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ **৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬০০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৯৮১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৩৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৫ অক্টোবর, ৭ই কার্তিক। শনি বার। শুক্ল পক্ষের চতুর্থী তিথি, অনুরাধা নক্ষত্র। জন্মে বৃশ্চিক রাশি, অষ্টত্তরী শনি এর মহাদশা, বিংশোত্তরী শনি র মহাদশা, মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : প্রেমিক কে বিশ্বাস করে সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ। আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : নতুন উদ্যমে আবার, জমি জমা কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সামান্য আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক- লেখক মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো। তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতি র সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনী স্ত্রত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বৃদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

(শুভ কর্ম বিবাহ, কবিশেখর কালিদাস রায় র তিরভাব দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আজ হাসপাতালের সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বৈঠকে বসবেন মুখ্যসচিব

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রাজ্যের সব হাসপাতালের সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বৈঠকে বসতে চলেছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। আগামীকাল শনিবার নবান্নে এই বৈঠকে থাকবেন স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম, সহ স্বাস্থ্য অধিকর্তা, সব সিএমওএইচ, সব হাসপাতালের সুপার, পুলিশের শীর্ষ কর্তারা, সব জেলাশাসক ও পুলিশ সুপাররা। ডিজি রাজীব কুমার, কলকাতা পুলিশের কমিশনার মনোজ ভার্মা ও সুরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত সব দপ্তরের সচিবরাও থাকবেন এই বৈঠকে। আরজি করের ঘটনার পর হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা আমূল বদলে ফেলা হয়েছে। তারপরেও সম্প্রতি হাসপাতালে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব, জুনিয়র

ডাক্তারদের ওপর হামলা,সহ বেশ কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই এই বৈঠক বলে মনে করা হচ্ছে। মেডিক্যাল কলেজ থেকে মহকুমা স্তরের হাসপাতাল পর্যন্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হবে। কোথায় কী কী ধরনের খামতি রয়েছে তা যাচাই করে দেখা হবে। সব বড় হাসপাতালেই সিসিটিভি বসানো হয়েছে। হাসপাতাল হস্টেল চত্বরে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। যথেষ্ট সংখ্যক নিরাপত্তারক্ষী থাকা সত্ত্বেও কেন এই অপ্রীতিকর ঘটনাগুলি ঘটছে, তার প্রাথমিক রিপোর্টও চেয়েছেন মুখ্যসচিব। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের তরফে এই রিপোর্ট দেওয়া হবে। আরজি করের ঘটনার পরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার কথা ঘোষণা করেছিলেন।

ভুয়ো নাগরিক তৈরির কারখানা চলছে: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উত্তর দিনাজপুরে দেরিতে জন্মনিবন্ধনের সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় রাজনৈতিক তরঙ্গ উঠেছে। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তর থেকে প্রকাশিত মেমো নম্বর অনুযায়ী, ২০২৪ সালে জেলায় মোট ১২,৩৯৩টি দেরিতে জন্মনিবন্ধন হয়েছে। চলতি বছরের অগস্ট মাস পর্যন্ত সেই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে সূত্রের খবর। এই পরিসংখ্যান সামনে আসতেই বিজেপি অভিযোগ তুলেছে, সীমান্তবর্তী এই জেলায় দেরিতে জন্মনিবন্ধনের আড়ালে চলছে ভুয়ো নাগরিকত্ব তৈরির চক্র। রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, উত্তর দিনাজপুরসহ সীমান্তবর্তী এলাকায় দেরিতে জন্মনিবন্ধন বৃদ্ধি কোনো সাধারণ ঘটনা নয়। এটা সেই নথি, যার আড়ালে তৈরি হচ্ছে ভুয়ো নাগরিকত্বের জাল। তিনি আরও অভিযোগ করেন, তৃণমূল সরকারের নীরবতা আজ বড় প্রশ্ন তোলে; কারা করছে এই নিবন্ধন? কেন কোনো তদন্ত হচ্ছে না? বিজেপি নেতা ও প্রাক্তন সাংসদ ড. কিরীটি সোমাইয়া তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে এই নথি সংগ্রহ করে প্রকাশ্যে এনেছেন। তাঁর দাবি, এই সংখ্যা প্রমাণ করে তৃণমূল আমলে সীমান্ত অঞ্চলে বেআইনি নাগরিকত্ব প্রদান ও অনুপ্রবেশ বাড়ছে। বিজেপির বক্তব্য, দেশের বাস্তব নাগরিকদের অধিকার রক্ষার একমাত্র পথ সিএএ প্রয়োগ। তাঁদের দাবি, তৃণমূলের ছত্রছায়ায় অনুপ্রবেশ, কারচুপি আর ভুয়ো নাগরিকের রমরমায় বাংলার নিরাপত্তা বিপন্ন। এই ইস্যুতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

শুভেন্দু-সুনীল সাক্ষাৎ ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বছর ঘুরলেই বঙ্গে হাইভোল্টেজ বিধানসভা নির্বাচন। অনেক আগে থেকেই ঘর গোছাতে শুরু করে দিয়েছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবং পদ্ম শিবির। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে একে অপরকে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে নারাজ। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার রাতে নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের গারুলিয়ার আজাদ হিন্দ ময়দানে ছট পুজোর সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচি ফিরছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু অধিকারীর গাড়ি দেখে হাত নাড়ান প্রাক্তন বিধায়ক তথা তৃণমূল নেতা সুনীল সিং। তাঁর বাড়ির সামনেই কনভয় থামান শুভেন্দু অধিকারী। প্রাক্তন বিধায়ক সুনীল সিং শুভেন্দু অধিকারীর কাছে গিয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন। গাড়িতে বসেই শুভেন্দু অধিকারী সুনীল সিংয়ের হাতে একটি পদ্ম ফুল তুলে দেন। শুভেন্দু অধিকারী এবং সুনীল সিংয়ের এই ঝটিকা সাক্ষাৎ ঘিরে এখন রাজনৈতিক মহলে জোর

জল্পনা শুরু হয়েছে। তাহলে কি সুনীল সিং ফের দলবদল করতে চলেছেন, তা নিয়েই জোর চর্চা চলছে। যদিও সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শুক্রবার প্রাক্তন বিধায়ক সুনীল সিং বলেন, বিধায়ক থাকাকালীন বিধানসভায় শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে তাঁর প্রায়ই দেখা হত এবং কথাও হত। সুতরাং উনি তাঁর পূর্ব পরিচিত। সুনীলের দাবি, বাড়ির সামনে দিয়ে উনি যাচ্ছিলেন। তখন তাঁকে দেখে শুভেন্দু অধিকারী কনভয় দাঁড়িয়ে পড়েন। উনি বয়সে তাঁর চেয়ে বড়। তাই ওনার পায়ে হাত দিয়ে তিনি প্রণাম করেছেন। সুনীলের কথায়, এটা শুধুমাত্র সৌজন্য সাক্ষাৎ। ওনার সঙ্গে রাজনৈতিক কোনও আলোচনা হয়নি। ফের কি পদ্ম শিবিরে ফিরছেন, সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের কোনও উত্তর তিনি দেননি। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন নোয়াপাড়ার প্রাক্তন বিধায়ক সুনীল সিং। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নোয়াপাড়া কেন্দ্রে তিনি তৃণমূল প্রার্থীর কাছে পরাস্ত হন। ২০২২ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি ফের তিনি ঘাসফুলে যোগ দেন। যদিও শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসে একেবারেই কোণঠাসা নোয়াপাড়ার এই প্রাক্তন বিধায়ক।

মেট্রোর জন্মদিনে ভরসার বার্তা, ছটের পর শুরু কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা মেট্রোর ৪১ বছর পূর্তির অনুষ্ঠান এবার হয়ে উঠল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতিতে ভরা। ধর্মতলায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার শুভ্রাংশু শেখর মিশ্র জানালেন, ব্লু লাইন থেকে অরেঞ্জ লাইন; প্রতিটিতেই বড় অগ্রগতি আসছে।

সবচেয়ে পুরনো রুট, ব্লু লাইনে দীর্ঘদিন ধরে নানা প্রযুক্তিগত জট এবং অবকাঠামোগত বাধা তৈরি হয়েছিল। কবি সুভাষ ও শহিদ ক্ষুদিরাম স্টেশনের মাঝের অংশে অসমাপ্ত কাজ ছট পুজোর পর ফের শুরু হবে।

মেট্রো কর্তৃপক্ষ এখন সিবিটিসি প্রযুক্তি চালুর প্রস্তুতি নিচ্ছে; এটি প্রয়োগ হলে সংকেত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পুরোপুরি আধুনিক হবে। তিন থেকে চার বছরের মধ্যেই যাত্রীদের আরও নির্ভরযোগ্য পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্য স্থির হয়েছে।

বিমানবন্দর পর্যন্ত সংযোগ স্থাপনকারী অরেঞ্জ লাইন প্রকল্পও এবার আবার গতি পাচ্ছে। চিংড়িহাটা অঞ্চলে স্থগিত থাকা নির্মাণ নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে শুরু হবে বলে জানানো হয়েছে। রাজ্যের সঙ্গে আলোচনার পর দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। মেট্রো আশা করছে, ২০২৬ সালের শেষ নাগাদ বিমানবন্দর পর্যন্ত ট্রেন চলাচল শুরু করা সম্ভব হবে। কলকাতা মেট্রো ইতিমধ্যেই মোট ৫৭ কিলোমিটারের সম্প্রসারণ প্রকল্পে অনুমতি পেয়েছে। এর মধ্যে ২০২৬ সালের মধ্যেই প্রায় ২৯ কিলোমিটারের কাজ শেষ করে ১৯ কিলোমিটার অংশ সাধারণের জন্য খুলে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদে ২০২৯ সালের মধ্যে জোকা-ধর্মতলা পার্পল লাইন ও মাইকেল নগর, বিমানবন্দর অংশ সংযোগের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। শুক্রবারের এই অনুষ্ঠানে ছিলেন মেট্রো রেলের পিসিওএম সাত্যকি নাথ ও চলচ্চিত্র পরিচালক অশোক বিশ্বনাথন। তথ্য সাহায্যে ছিলেন শুভ্রজিৎ চক্রবর্তী।

হাজার-হাজার ভক্ত সমাগমে রাজবেশে বিদায় নিলেন নৈহাটির বড়মা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভক্তদের মন ভারাক্রান্ত। হাজার হাজার ভক্ত সমাগমে বিদায় নিলেন নৈহাটির ঐতিহ্যবাহী বড়মা। বড়মা মন্দির সন্নিহিত ফেরিঘাট সংলগ্ন গঙ্গার ঘাটে শুক্রবার মাকে বিসর্জন দেওয়া হয়। তবে বিসর্জনের আগে রীতি মেনেই সোনা-রুপার অলংকার খুলে মাকে ফুলের অলংকারে সাজানো হয়। এই বিশেষ সাজটি 'রাজবেশ' নামে পরিচিত। মায়ের এই ফুলের সাজ দেখতে হাজার হাজার ভক্ত ভিড় জমান নৈহাটিতে। এদিন বিকেলে হাজার হাজার ভক্ত সমাগমের উপস্থিতিতে চিরাচরিত রীতি মেনেই বিদায় জানানো হয় বড়মাকে। তবে অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে ফেরিঘাট সংলগ্ন গঙ্গার ঘাটে প্রশাসনের কড়া নজরদারি ছিল। গঙ্গার বক্ষে এদিন হাজির ছিলেন ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার মুরলীধর শর্মা-সহ কমিশনারেটের অন্যান্য আধিকারিকরা।

হাওড়ার শিবপুরে নৃসিংহ বালাজি মন্দিরে সনাতন সৈনিক পরিষদ আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, অর্জুন সিং, তাপস রায় ও অন্যান্য নেতা। উপস্থিত ছিলেন উমেশ রায়, কুন্দন সিং, ওম প্রকাশ সিং, ভোলা প্রসাদ সোনকাররাও।

হাওড়ায় জল জমা রোধে নয়া উদ্যোগ, নাজিরগঞ্জে গড়ে উঠছে ১০০ কোটির পাম্পিং স্টেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বর্ষা নামলেই হাঁটু কিংবা কোমর সমান জল; এই ছবিই যেন হাওড়ার চেনা বাস্তব। বছরের পর বছর শহরবাসীকে পোহাতে হয় জলজটের দুর্ভোগ। এবার সেই দীর্ঘদিনের সমস্যা কাটাতেই নাজিরগঞ্জে তৈরি হচ্ছে অত্যাধুনিক সেন্ট্রাল পাম্পিং স্টেশন। প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় প্রায় ১০০ কোটি টাকা। পুর প্রশাসনের লক্ষ্য, আগামী বর্ষার আগেই পাম্পিং স্টেশনটি চালু করা।

শহরের নিকাশি ব্যবস্থাকে আধুনিক ও টেকসই করে তুলতেই এই উদ্যোগ। হাওড়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল; প্রায় ৫০টি ওয়ার্ডের জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনবে এই প্রকল্প। শহরের সব নিকাশিনালা শেষ পর্যন্ত নাজিরগঞ্জ খালের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গঙ্গায় মেশে। তাই সেখানেই একটি কেন্দ্রীয় পাম্পিং স্টেশন নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যাতে লকগেট বন্ধ থাকলেও পাম্পের সাহায্যে জল সরাসরি গঙ্গায় ফেলা যায়।

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, টেন্ডার প্রক্রিয়া ও কাজের সময়সূচি এখন প্রায় প্রস্তুত। অচিরেই জমি সমতল করা, পাইপলাইন বসানো এবং মূল যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ শুরু হবে। এক আধিকারিক জানান, এই স্টেশন চালু হলে পুরনো ছোট ছোট পাম্পিং স্টেশনগুলির উপর থেকে চাপ অনেকটাই কমবে। জল নিষ্কাশন আরও দ্রুত ও সমন্বিতভাবে হবে।

রবীন্দ্র সরোবরের পথে সুভাষ সরোবর, প্রথমবার বৃক্ষসুমারি শুরু করছে কেএমডিএ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবীন্দ্র সরোবরের জীববৈচিত্র্যের পরিসংখ্যান ইতিমধ্যেই রয়েছে। এবার সেই একই পথে হাঁটতে চলেছে পূর্ব কলকাতার বেলেঘাটা অঞ্চলের সুভাষ সরোবর। কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (কেএমডিএ) এই প্রথমবার সুভাষ সরোবরে বৃক্ষসুমারি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রায় ৯৮ একর বিস্তৃত এই অঞ্চলে একটি ৪০ একরের বিশাল জলাশয় এবং সংলগ্ন জলাভূমি রয়েছে। কেএমডিএ-র এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, রবীন্দ্র সরোবরের উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের একটি আনুমানিক হিসাব আমাদের কাছে থাকলেও সুভাষ সরোবরের ক্ষেত্রে এমন কোনো সমীক্ষা এর আগে হয়নি। তাই আমরা বেলেঘাটার এই জলাশয়টিতে গাছের গণনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য শীঘ্রই

পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদের সঙ্গে একটি বৈঠক করা হবে।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নামে নামাঙ্কিত এই কৃত্রিম হ্রদটি প্রাতঃভ্রমণকারী, দৌড়বিদ এবং প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। এলাকাটি সবুজে ঘেরা এবং এখানে নানা প্রজাতির উদ্ভিদের সমাহার দেখা যায়। শুধু তাই নয়, এই চত্বরে একটি ক্রিকেট একাডেমি, একটি সুইমিং পুল এবং কেএমডিএ-র প্রশাসনিক ভবনও রয়েছে, যেটির বর্তমানে সংস্কারের কাজ চলছে। অ্যাংলার্স সোসাইটির তত্ত্বাবধানে এই সরোবরে মাছ ধরার ব্যবস্থা রয়েছে, তবে একটি নির্দিষ্ট ফি'র বিনিময়ে। শর্ত একটাই; মাছ ধরার পর সেটিকে পুনরায় জলেই ছেড়ে দিতে হয়।

তুলনামূলকভাবে, পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদের সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় রবীন্দ্র সরোবরে ৭,৯০০টি গাছ গণনা করা হয়েছিল। সেখানকার জলজ ও অর্ধ-জলজ উদ্ভিদের মধ্যে ২৫টি পরিবারের অন্তর্গত মোট ৩৫টি প্রজাতি পাওয়া গেছে। এছাড়া স্থলভাগের উদ্ভিদের মধ্যে ৩৯৩ প্রজাতির গুপ্তবীজী, ৩ প্রজাতির ব্যক্তবীজী এবং ২ প্রজাতির টেরিডোফাইট উদ্ভিদ রয়েছে। কেএমডিএ আশা করছে, সুভাষ সরোবরের সমীক্ষাতেও এইরকমই সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যের সন্ধান মিলবে।

উল্লেখ্য, রবীন্দ্র সরোবর এবং সুভাষ সরোবর; উভয় জলাশয়ই জাতীয় পরিবেশ আদালতের কড়া নজরে রয়েছে। পরিবেশের অবক্ষয় রোধ করতে এই দুটি স্থানেই ছট পুজো পালনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে পরিবেশ আদালত। যদিও ২০১৮ সালে, সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই হাজার হাজার পুণ্যার্থী উভয় হ্রদেই ছট পুজোর রীতিনীতি পালন করেছিলেন, যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল।

ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণ, রিপোর্ট সংগ্রহের কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মধ্যপ্রদেশের কাফ সিরাপ কাণ্ড থেকে শিক্ষা নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তর রাজ্যের সমস্ত সরকারি স্টোরের ওষুধের মেয়াদ ও গুণগত মান যাচাইয়ের নির্দেশ দিয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম সব মেডিক্যাল কলেজের সুপার তথা উপাধ্যক্ষ এবং সব জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সাত দিনের মধ্যে এই কাজ শেষ করে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সচিবের নির্দেশ অনুযায়ী ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে ওষুধের 'এক্সপায়ারি ডেট' ও মাননিয়ন্ত্রণের রিপোর্ট সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে।

রাজ্যে বর্তমানে জেলা ও স্বাস্থ্য জেলা মিলিয়ে ২৭টি ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ স্টোর (ডিআরএস) রয়েছে, যেখান থেকে জেলা হাসপাতাল, গ্রামীণ হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে ওষুধ পাঠানো হয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৫ অক্টোবর ২০২৫, ৭ কার্তিক ১৪৩১ শনিবার

মহুয়ার ঘৃণ্য মন্তব্যে বিতর্ক

■ বিদেশি এক হিংসাত্মক সমালোচক ভারতের দীপাবলির উৎসবকে 'ব্রেইন ডেড', 'শিথোল' এবং 'আবর্জনা'-এর সঙ্গে তুলনা করে কটূক্তি করেছেন। এই মন্তব্যের প্রতি সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ মহুয়া মৈত্রা। মহুয়ার মন্তব্যে রাজ্য বিজেপির পক্ষ থেকে কড়া প্রতিক্রিয়া জানান হয়। তাদের অভিযোগ, মহুয়া মৈত্র ও তৃণমূল সাংসদেরা কাশ্মীরকে 'আজাদ কাশ্মীর' বলে উপস্থাপন করেন এবং সন্ত্রাসীদের মধ্যে 'পর্যটক' খুঁজে বের করার মতো বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গের শাসন কালে হিন্দু উৎসবের সময় নারী ও শিশুদের ওপর সহিংসতা ঘটানো হচ্ছে। দীপাবলির সময়ে পটকা ফাটানো এবং কালী পুজোর কারণে বহু কালী মন্দিরে আক্রমণ হয়েছে। মহুয়া মৈত্র অতীতে দেবী কালীকে 'মাংস ও মদ্যের দেবী' বলে উল্লেখ করেছিলেন। বিজেপি বলছে, এ ধরনের মন্তব্য শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে না, বরং দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে হেয় করে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, বিদেশি ঘৃণ্য মন্তব্যের সঙ্গে সরকারি এমপির সমর্থন প্রকাশ পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মঞ্চে বিতর্ক বাড়াচ্ছে এবং এই ইস্যু নির্বাচনী প্রক্রিয়াতেও প্রভাব ফেলতে পারে।

রাজ্যটা মগের মুলুক: সুকান্ত

■ রাজ্যে সাম্প্রতিক সময়ে পুজোয় মূর্তি ভাঙা ঘটনা, আন্দোলন, নিয়ন্ত্রণ ও ভোটার তালিকা যাচাই নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। বিরোধী দলনেতার রক্ষাকবচ হাইকোর্ট তুলে নেওয়ার প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেন, এই রাজ্যে প্রতিবাদ করলে আন্দোলনকারীদের জেলেই পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু বিজেপি কর্মীরা ভয় পায় না। শুভেন্দু দা একা জেলে যাবেন না, আমরা সবাই যাব। তাঁর ভাষায়, 'এ রাজ্য আজ মুঘল শাসনের ছবিটাই তুলে ধরছে; যেখানে জনগণের কণ্ঠ রুদ্ধ করা হচ্ছে, সাংবাদিকদের হয়রানি করা হচ্ছে, আর বিরোধীদের দমন করা হচ্ছে।' ভোটার তালিকা যাচাই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সহ কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী দাবি করেন, এসআইআর কমিশনেরই উদ্যোগ, বিজেপির নয়। তাঁর কথায়, ২০০২ সালের তালিকার সঙ্গে নতুন তালিকা মেলাতে গিয়ে দেখা গেছে বিশাল অসঙ্গতি। অনেক নাগরিক নিজেও বুঝতে পারছেন না, তাঁদের নাম ঠিকমতো আছে কি না। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, যেহেতু ৫০ শতাংশেরও কাছাকাছি তফাৎ পাওয়া গেছে, কমিশন স্বাভাবিকভাবেই তদন্ত করবে। এতে বিজেপির কোনো বক্তব্য নেই, এটা প্রশাসনিক প্রক্রিয়া। যারা বেআইনি ভাবে নাম তুলেছেন, তাদের নিয়ে কমিশন সিদ্ধান্ত নিক, আমরা হস্তক্ষেপ করব না। তাঁর দাবি, সাধারণ মানুষ ন্যায়বিচার চায়, অথচ সরকার রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় ব্যস্ত।মন্ত্রী শেষ পর্যন্ত বলেন, রাজ্যবাসী বুঝে গিয়েছেন; এই সরকার শুধু চিত্রনাট্য সাজাতে জানে, বাস্তব সমস্যায় উদাসীন। এই রাজ্য এখন মগের মুলুকে পরিণত হয়েছে। বিজেপি জনগণের সঙ্গে থেকে আন্দোলন চালিয়ে যাবে, কারণ সত্যকে চেপে রাখা যায় না।

পুজোর সামগ্রী প্রদান বিধায়কের

■ ছট পুজো মূলতঃ সূর্যদেব এবং তাঁর বোন ছঠি মাইয়া-র আরাধনার উৎসব। কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে পালিত হয় অবাঙালি হিন্দুদের এই প্রাচীন উৎসব। প্রধানতঃ বিহার, ঝাড়খণ্ড ও উত্তরপ্রদেশে এই পুজোর ব্যাপকতা দেখা যায়। মিশ্র ভাষাভাষীর ভাটপাড়াতেও ঘটা করেই উদযাপিত হয় ছট পুজো। প্রতি বছর ছট পুজোয় শাড়ি-সহ পুজোর নানান উপকরণ ছট ব্রতীদের উপহার দেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং। শুক্রবার তাঁর নিজের ভাটপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছট ব্রতীদের হাতে নতুন শাড়ি-সহ পুজোর সামগ্রী তুলে দিলেন। এদিন তিনি ভাটপাড়াবাসীকে ছট পুজোর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

সরল শুভেন্দুর রক্ষাকবচ, কিন্তু রাজ্যের ১৫টি মামলাও খারিজ

আদালতের রায়ে আমি খুশি: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুভেন্দুর বিরুদ্ধে থাকা মোট ২০টি মামলা খারিজের আর্জি হাইকোর্টে জানানো হয়েছিল। শুক্রবার সেই আবেদনের শুনানিতেই 'রক্ষাকবচ' প্রত্যাহারের নির্দেশ আসে। পাশাপাশি ১৫টি মামলা খারিজ করে দেওয়া হয়। মানিকতলা থানার মামলায় সিবিআই ও রাজ্য পুলিশের যৌথ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সেনগুপ্ত। তদন্তের জন্য তৈরি হবে ১২ সদস্যের একটি বিশেষ তদন্তকারী দলের মধ্যে ৬ জন থাকবেন সিবিআই থেকে এবং ৬ জন রাজ্য পুলিশের আধিকারিক। উভয় দিক থেকেই একজন করে এসপি পদমর্যাদার অফিসার থাকবেন। অর্থাৎ এই চার মামলায় যৌথভাবে তদন্ত করবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ও রাজ্য পুলিশ। পাশাপাশি হাইকোর্টের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, নন্দীগ্রাম, তমলুক ও কাঁথির নির্দিষ্ট কয়েকটি মামলায় শুভেন্দু অধিকারী রক্ষাকবচের আবেদন করেননি। তিনি চাইলে সেই মামলাগুলিতেও আদালতে আবেদন বিবেচনা করতে পারেন।

প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চ শুভেন্দু অধিকারীকে এই 'রক্ষাকবচ' প্রদান করেছিল। তখন শুভেন্দুর আইনজীবীরা যুক্তি দিয়েছিলেন, প্রতিহিংসার রাজনীতি করে বিরোধী দলনেতাকে একাধিক মামলায় জড়ানো হলে তিনি নিজের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। আদালত সেই যুক্তি মেনে নিয়ে নির্দেশ দিয়েছিল, শুভেন্দুর বিরুদ্ধে নতুন এফআইআর দায়ের করতে হলে অভিযোগকারীদের আদালতের অনুমতি নিতে হবে। এই বিশেষ সুরক্ষা মঞ্জুর হওয়ার পর থেকেই রাজ্য সরকার সেই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে পাল্টা মামলা করে। বিচারপতি আইপি মুখোপাধ্যায়ের বেঞ্চে রাজাশেখর মান্থার নির্দেশ একবার খারিজও হয়। পরবর্তী সময়ে বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে গড়ায়। সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে ওই রক্ষাকবচ বহাল থাকে। কিন্তু সেই সুরক্ষা আর কার্যকর থাকল না।

এই ঘটনায় অনেকেই মনে করছেন, এই নির্দেশে স্ববিরোধিতা রয়েছে। কারণ একদিকে যেমন আইনি রক্ষাকবচ প্রত্যাহার করা হয়েছে, তেমনই ১৫টি মামলা খারিজ করেছে আদালত।

শুক্রবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী হাওড়ার শিবপুরে নৃসিংহ বালাজি মন্দিরে সনাতন সৈনিক পরিষদ আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সঙ্গে ছিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসাদ অর্জুন সিং, বরানগরের প্রাক্তন বিধায়ক তাপস রায় সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব। এছাড়া রক্ষাকবচ প্রসঙ্গে শুভেন্দু জানান, আমি হাইকোর্টের এই নির্দেশে খুশি, বিগত চার পাঁচ বছর ধরে শাসক দল তৃণমূল আমার বিরুদ্ধে যত মামলা করেছিল তার সিংহভাগ বাতিল করে দিয়েছে। সিবিআইকে নিয়ে সিট গঠনের নির্দেশ দিয়েছে। এতে প্রমাণ হল রাজ্য পুলিশ মমতার হাতের খেলনা। তিনি আরও বলেন, বিরোধী দলনেতাকে তৃণমূলের ইকো-সিস্টেম কতটা ভয় পায় সেটা দেখছি, এরা সারাদিন ধরে ঘেউ ঘেউ করে যাচ্ছে। শেষে শুভেন্দু বলেন, মমতাকে নন্দীগ্রামে হারিয়েছি, আবার ভবানীপুরে হারাব।

এসএসকেএম-এ নাবালিকার শ্লীলতাহানির ঘটনায় রিপোর্ট তলব স্বাস্থ্য ভবনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসএসকেএম হাসপাতালে নাবালিকার 'যৌন হেনস্তা'র ঘটনায় রিপোর্ট তলব স্বাস্থ্যভবনের। রাজ্যের একের পর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নারী নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। উঠে আসছে সরকারি প্রতিষ্ঠানের বেহাল পরিস্থিতির কথা। সম্প্রতি এসএসকেএম-র মধ্যরাতে যৌন হেনস্তার শিকার হয় এক নাবালিকা। অভিযোগ ওঠে এনআরএস-র এক অস্থায়ী কর্মীর বিরুদ্ধে। তারপরই নড়েচড়ে বসে স্বাস্থ্য ভবন। ট্রমা কেয়ারের মতো বিভাগে ওয়ার্ডের ভিতরে কীভাবে ঢুকল অভিযুক্ত বা কীভাবেই বা ঘটল এমন ঘটনা সে ব্যাপারে এসএসকেএমের এমএসভিপির কাছে রিপোর্ট তলব করল স্বাস্থ্য দপ্তর। পাশাপাশি প্রশ্ন, ট্রমা কেয়ার সেন্টারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের অন্দরে এই ঘটনা ঘটল কীভাবে? পুরো ঘটনার সত্যতাই বা কী তা জানতে রিপোর্ট তলব করেছে স্বাস্থ্যভবন। সঙ্গে এও জানতে চাওয়া হয়েছে, এই ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার হয়েছে কিনা, এই নিয়ে বিশদে জানতে চেয়েছে তাঁরা। এছাড়াও কর্তৃপক্ষের কোনও গাফিলতি রয়েছে কিনা সেই নিয়েও ওই রিপোর্টে জানতে চেয়েছে স্বাস্থ্য ভবন। সূত্রের খবর, স্বাস্থ্যসচিব নিজে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে চান। পুরো ঘটনার বিবরণ চেয়ে এমএসভিপিকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলেন তিনি।

বুধবার পরিবারের সঙ্গে ১৫ বছরের নাবালিকা এসএসকেএম হাসপাতালে এসেছিল। অভিযোগ, সেই সময় নাবালিকা নির্যাতিতাকে ট্রমা কেয়ারের শৌচালয়ে নিয়ে গিয়ে যৌন নিগ্রহ করে বর্তমানে এনআরএসসের অস্থায়ী কর্মী অমিত মল্লিক। নিজেকে 'ডাক্তার' বলে পরিচয় দিয়ে সেখান থেকে ওই নাবালিকাকে হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টারের শৌচাগারে নিয়ে যান তিনি। সেখানেই তাকে যৌন হেনস্তা করা হয় বলে অভিযোগ।

এরপর এই ঘটনার প্রেক্ষিতে এক চিকিৎসক এই অভিযোগ দায়ের করেন। তারই প্রেক্ষিতে অমিতকে গ্রেপ্তারও করা হয়। ধৃতের বিরুদ্ধে শিশুসুরক্ষা (পকসো) আইনের অধীনে মামলা দায়ের করা হয়।

জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত এনআরএস হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মী। অভিযুক্ত আগে এসএসকেএম হাসপাতালে কাজ করতেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁকে এসএসকেএম কার্ডিওলজি বিভাগেও দেখা যায় বলে দাবি একাংশের। অনেকেই বলছেন, অমিত দালালি করেন হাসপাতালে। কিন্তু হাসপাতালের অন্দরে এভাবে ওই প্রাক্তন কর্মী নিয়মিত যাতায়াত করেন কীভাবে তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন।

অভিযুক্তের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত পুলিশি হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসএসকেএম হাসপাতালে নাবালিকা যৌন নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্ত অমিত মল্লিককে আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত পুলিশি হেপাজতে রাখার নির্দেশ আলিপুরের বিশেষ পকসো আদালতের বিচারকের। সূত্রে খবর, শুক্রবার বিকেলে কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই অভিযুক্তকে বিশেষ আদালতে পেশ করে তদন্তকারী আধিকারিক। এদিন বিকেলে শুনানির সময় আদালত কক্ষে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। বিচারক নির্দেশ দেন, 'মামলার সংবেদনশীলতা বজায় রাখতে এবং নাবালিকার পরিচয় গোপন রাখতেই ইন-ক্যামেরা শুনানি জরুরি।' ফলে আদালতের নির্দেশে রুদ্ধদ্বার কক্ষে চলে এই শুনানি। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, বৃহস্পতিবার অভিযুক্তকে আলিপুর আদালতের ভারপ্রাপ্ত মুখ্য বিচার বিভাগীয় বিচারকের আদালতে তোলা হয়েছিল। সেদিন বিচারক একদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। এরপর শুক্রবার বিশেষ পকসো আদালতে মামলার শুনানি হয়। আদালতে পুলিশের তরফে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একাধিক তদন্তমূলক পদক্ষেপের আবেদন জানানো হয়।

সূত্রের খবর, পুলিশের পক্ষ থেকে আদালতে 'মেডিকো-লিগ্যাল পরীক্ষা', নির্যাতিতার মায়ের গোপন জবানবন্দি গ্রহণ এবং ডিএনএ পরীক্ষার জন্য অভিযুক্ত ও নির্যাতিতার রক্তের নমুনা সংগ্রহের অনুমতিও চাওয়া হয়। বিচারক সেই আবেদন মঞ্জুর করেন বলে আদালত সূত্রে খবর। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হাসপাতাল প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তর দু'টি পৃথক তদন্ত শুরু করেছে। পাশাপাশি, রাজ্য মহিলা কমিশনও বিষয়টি নিজস্বভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।

২০১২-র টেট উত্তীর্ণদের সার্টিফিকেট দেওয়ার পরিকল্পনা পর্ষদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০১২ সালে যাঁরা টেট দিয়েছেন, তাঁদের সার্টিফিকেট দেওয়ার কথা ভাবছে পর্ষদ। কারণ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বলা হয়েছে, সব প্রাথমিক শিক্ষকদের টেট দিতেই হবে। ২০১২ সালে যাঁরা টেট দিয়ে শিক্ষকতা করছেন, টেটের সার্টিফিকেট না থাকায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ নিয়ে দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়েছেন সেই সব শিক্ষকরা। এদিকে ২০১২ সালে নিয়োগ হওয়া প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের টেট পাশের সার্টিফিকেটই দেওয়া হয়নি। তখন অবশ্য শংসাপত্র দেওয়ার নিয়ম ছিল না। মেধাতালিকার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হত। তবে শিক্ষকদের দুশ্চিন্তা কাটাতে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে চলেছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ।

এই প্রসঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল জানান, 'শিক্ষকরা বিপদে পড়ুক এমন চায় না পর্ষদ। সার্টিফিকেট আমরা দেব ঠিকই। কিন্তু তার আগে সেই সময়ের নিয়মকানুন কী ছিল, কেন সে সময় সার্টিফিকেট দেওয়া হয়নি, আইনজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করব, এগুলি সব ভালো করে দেখে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেব।' এদিকে এই ঘটনায় পর্ষদের এক আধিকারিক জানান, সার্টিফিকেট পাওয়া নিয়ে কর্মরত শিক্ষকদের কাছ থেকে একাধিক ফোন আসছে। তাঁদের উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। সেসময় কী পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল, নিয়োগের নিয়ম কী ছিল, সেগুলি দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উল্লেখ্য, দেশজুড়ে শিক্ষার অধিকার আইন কার্যকর হওয়ার পর প্রাথমিকে টেট বাধ্যতামূলক হয়েছে। সরকার পোষিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রথম টেট নেওয়া হয়। ২০১২ সালে প্রাথমিক টেটে প্রায় ১২ লক্ষ চাকরিপ্রার্থী আবেদন করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, প্রাথমিকে টেট পাশ সার্টিফিকেট দেওয়ার বিষয়টি পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২০১৫ সাল থেকে টেটের সার্টিফিকেট দেওয়া শুরু করে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। তবে এটাও ঠিক যে টেট পাশ করলেই যে সকলেরই চাকরি হয়ে যাবে, এমনটা নয়। তবে টেট পাশের মেয়াদ থাকে তিন বছর। আর সেই কারণেই টেট সার্টিফিকেট দেওয়া শুরু হয়। যা চলছে এখনও।

আসন্ন ছটপুজো উপলক্ষ্যে শিয়ালদহ বাজারে চলছে কেনাকাটা। ছবি- অদিতি সাহা

ছটপুজোর প্রস্তুতি শুরু কলকাতা পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ছট পুজোর প্রস্তুতি শুরু কলকাতা পুরসভার। মূলত বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশের হিন্দিভাষীদের উৎসব হলেও কলকাতাতেও এর আয়োজন কম কিছু নয়। পুরসভা সূত্রে খবর, গঙ্গার ঘাটগুলির পাশাপাশি শহরের বিভিন্ন পুকুর ও কৃত্রিমভাবে তৈরি জলাশয় মিলিয়ে মোট ১৮৮টি জায়গায় ছটের জন্য প্রস্তুতি রাখা হচ্ছে। আগামী সোম এবং মঙ্গলবার ছট পুজো। তাই কালীপুজোর মধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় পুকুর বা জলাশয়ে অস্থায়ী ঘাট সহ অন্যান্য পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ শুরুও করে দিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ। শহরের সব থেকে বড় ছট পুজোর আয়োজন হয় দইঘাটে। ছটের যে বিপুল মানুষের সমাগম হয় হুগলি নদীর ঘাটে ঘাটে এবং শহরের বিভিন্ন পুকুর থেকে কৃত্রিম জলাশয়ে তা সামাল দিতে কোন কোন আধিকারিক কোথায় কোথায় দায়িত্ব পালন করবেন, তা ইতিমধ্যে ঠিক করে ফেলেছে পুরসভা। তাঁদের ফোন নম্বর সহ নামের একটি তালিকা নির্দেশিকা আকারে প্রকাশ করেছেন পুর কমিশনার। পুরসভা সূত্রে খবর, গঙ্গা এবং বিভিন্ন পুকুর সহ স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে মোট ১৫৩টি ঘাট প্রস্তুত রাখা হচ্ছে। পাশাপাশি কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটির পক্ষ থেকে শহরের ১৩টি লোকেশনে ২৯টি ঘাটে ছটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব জায়গায় ঘাটের কাছে মহিলাদের জন্য চেঞ্জিং রুম, বায়ো টয়লেটের ব্যবস্থা থাকছে। এর বাইরে শহরে ছ'টি কৃত্রিম পুকুর তৈরি করা হচ্ছে। ৬৮, ৮৫, ৮৮ ও ৮৯ নম্বর ওয়ার্ড মিলিয়ে মোট ছ'জায়গায় কৃত্রিম পুকুরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরিবেশ আদালতের নির্দেশে গত কয়েক বছর ধরে রবীন্দ্র সরোবর এবং সুভাষ সরোবরে ছট আয়োজন করতে দেয় না প্রশাসন। তারপরেই শহরের বিভিন্ন জায়গায় ছটের পুণ্যার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত আয়োজন করা হয়। গঙ্গা সহ শহরের বিভিন্ন ছোট বড় পুকুর, ঝিলে ব্যবস্থা থাকে ছট পুজোর। সেই মতো এবারও কলকাতা পুরসভা এবং কেএমডিএ একযোগে সবরকম প্রস্তুতি সেরে ফেলেছে।

বাংলা-বিরোধী জমিদারদের ঔদ্ধত্যে আদালত অবমাননা

কেন্দ্রের নীরবতায় তৃণমূলের তীব্র আক্রমণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বেআইনি ভাবে বাংলাদেশে পাঠানো ছয় জনকে ভারতে ফেরানোর নির্দেশ কার্যকর না করায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিল তৃণমূল কংগ্রেস। দলীয় এক্স পোস্টে তৃণমূলের বক্তব্য, বাংলা-বিরোধী জমিদারদের ঔদ্ধত্য এখন আদালত অবমাননার পর্যায়ে পৌঁছেছে।

তৃণমূলের অভিযোগ, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, গর্ভবতী সোনালি খাতুন-সহ ছয় জনকে, যাঁদের ভুলভাবে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছিল, চার সপ্তাহের মধ্যে ভারতে ফিরিয়ে আনতে হবে। কিন্তু সেই সময়সীমা শেষ হয়েছে, তবু কেন্দ্র চুপ। তৃণমূলের ভাষায়, কেন্দ্র সরকার নীরব, নিষ্ক্রিয়, লজ্জাজনকভাবে অনুপস্থিত।

দলের আরও দাবি, প্রথমে এই অসহায় মানুষদের 'বাংলাদেশি' বলে চিহ্নিত করে সীমান্তের ওপারে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। পরে আদালত রায়ে জানায়, তাঁদের বিরুদ্ধে এমন কোনও প্রমাণ নেই এবং তাঁদের ফেরানোর নির্দেশ দেয়। এমনকী ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনকে পুনর্প্রেরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু কেন্দ্রের তরফে কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি; না মানবিকতা, না দায়বদ্ধতা, না ন্যূনতম শালীনতা; এই ভাষাতেই আক্রমণ করেছে তৃণমূল।

পোস্টে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, ক্ষমতায় থাকা কি বিজেপিকে হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করার লাইসেন্স দেয়? নারী ও শিশুর কষ্ট উপেক্ষা করার অধিকার দেয়? সাধারণ নাগরিকদের প্রতিহিংসাপরায়ণ রাজনীতির দাবার গুটি বানানোর অনুমতি দেয়? তৃণমূলের হুঁশিয়ারি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমরা আইনি, রাজনৈতিক ও নৈতিক; সব স্তরে লড়াই চালিয়ে যাব, যতক্ষণ না প্রতিটি নিরপরাধ মানুষ ভারতীয় মাটিতে ফিরে আসে। দলের বার্তা, বিজেপির ঔদ্ধত্যই তাদের পতনের কারণ হবে। ২০২৬ সালে বাংলার মানুষই দেবেন চূড়ান্ত রায়। যদিও এই বিষয়ে গেরুয়া শিবিরের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ফের তৈরি নিম্নচাপ, জগদ্ধাত্রী পুজোয় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাংলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বঙ্গোপসাগরের উপরে নতুন করে তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ অঞ্চল। যদিও তার প্রভাব আপাতত এ রাজ্যের আবহাওয়ায় পড়ছে না। সপ্তাহান্তে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গে। দক্ষিণবঙ্গে আগামী সপ্তাহে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। অর্থাৎ, জগদ্ধাত্রী পুজোয় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা বাংলায়। আগামী সপ্তাহের মাঝে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে। মঙ্গল-বুধ-বৃহস্পতিবার একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির ইঙ্গিত দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরেও রয়েছে ভারী বৃষ্টির ইঙ্গিত। বুধবারের জন্য রাজ্যের ৭ জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। বুধবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুরে। ভারী বৃষ্টি হতে পারে ঝাড়গ্রাম, হাওড়া, জলপাইগুড়িতে। এরপর বৃহস্পতিবার রাজ্যের ৯ জেলাতেই ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে। উপকূলের জেলাগুলিতে বৃষ্টির সঙ্গে বেশ ভালো মাত্রায় দমকা বাতাসও বইতে পারে। প্রতিকূল আবহাওয়া থাকায় মঙ্গলবার থেকে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধও করা হয়েছে। ২৭ তারিখের মধ্যে সকলকে উপকূলে ফিরে আসার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এর পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, একের পর এক নিম্নচাপ বঙ্গোপসাগরে! দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ শক্তি হারাচ্ছে। এই নিম্নচাপ ঘূর্ণাবর্তে পরিণত হওয়ার পরে দক্ষিণ-পূর্ব আরব সাগরের নিম্নচাপের সঙ্গে মিশে যাবে। আরব সাগরেই এই সিস্টেম শক্তিশালী হবে। এর ল্যান্ডফলের সম্ভাবনা কম। দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। আন্দামান সাগরের ঘূর্ণাবর্ত শক্তিশালী হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে অবস্থান। আগামী ২৪ ঘণ্টায় নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা। পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে এটি আরও শক্তিশালী হবে বলে অনুমান বিজ্ঞানীদের।

একইসঙ্গে আলিপুর এও জানিয়েছে, দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত ইতিমধ্যেই নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার পর শনিবার সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হবে। রবিবার তা হয়ে যাবে গভীর নিম্নচাপ। সোমবার সকালেই তা ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নেবে।

অন্যদিকে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে সপ্তাহান্তে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে উত্তরবঙ্গে। আগামী কয়েকদিন আকাশ মূলত মেঘলাই থাকবে। শুক্রবার মূলত পার্বত্য এলাকাগুলিতে বেশি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের পাহাড়ি এলাকাগুলিতে বেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। হালকা কয়েক পশলা বৃষ্টি হতে পারে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারেও। শনিবার ও রবিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশ কিছুটা বেড়ে যাবে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারের মতো পাঁচ জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকছে।

সম্পাদকীয়

ফক্সকনের হাত ধরে চিনকে চ্যালেঞ্জ জানাতে তৈরি মোদীর ভারত

তাইওয়ানের সংস্থা ফক্সকনের হাত ধরে এবার ড্রাগনের দেশ চিনকে স্মার্টফোনের জগতে চ্যালেঞ্জ জানাতে তৈরি মোদির ভারত।সাধারণ ভাবে স্মার্টফোন হাব বলতে যে দেশের নাম প্রথমেই সবার মাথায় আসে সেটা অবশ্যই চিন। কিন্তু সাম্প্রতিককালের তথ্য বলছে, গত কয়েকটা ত্রৈমাসিকে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে ভারত থেকে স্মার্টফোন রফতানির পরিমান। লাফিয়ে বাড়ছে টাকার অঙ্ক। যা চিন্তায় রেখেছে চিনকে। আর আইফোন রফতানিতে তো চিনের প্রায় ঘাড়ের উপরই নিঃশ্বাস ফেলছে ভারত। আর সেই সুযোগটাই এবার নিতে চলেছে তাইওয়ানের সংস্থা ফক্সকন। যা চিনের কপালে চিন্তার ভাঁজ আরও বাড়িয়েছে। সর্বশেষ খবর, চিন থেকে আগ্রহ ক্রমশ হারাচ্ছে ফক্সকনের মতো একাধিক সংস্থা। ফক্সকনের নজরে এখন ভারত। সেখানেই এবার বিপুল বিনিয়োগের পথে তাইওয়ানের সংস্থাটি। তবে, তারা এই পদক্ষেপ শুধু আইফোনের জন্য করছে এমন নয়। এবার থেকে গুগল পিক্সেল ফোনও তৈরি করা শুরু করেছে তারা। তাদের তামিলনাড়ুর কারখানায় ইতিমধ্যে তা শুরু হয়ে গিয়েছে। তাইওয়ানের এই সংস্থা এখন আর শুধুমাত্র অ্যাপেলের ফোন তৈরির উপর নির্ভরশীল, এমন নয়। তারা নিজেদের ব্যবসার পোর্টফোলিওকে আরও বড় করতে চলেছে। বিশেষজ্ঞদের দাবি, ভারতের বাজারে স্মার্টফোন ছাড়াও ইলেকট্রিক ভেহিকল, এআই সার্ভার ও ডিজিটাল হেলথ ডিভাইস উৎপাদনেও ফক্সকন তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করছে। এক কথায়, এই বিনিয়োগ আসলে ভূ-রাজনৈতিক কৌশলগত একটি বৃহৎ পরিবর্তন। তথ্য বলছে, ফক্সকন ইতিমধ্যেই তামিলনাড়ুতে ১৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এর ফলে সেখানে তৈরি হবে ১৪ হাজার নতুন কর্মসংস্থান। যা রাজ্যের অর্থনীতিতে বড়সড় প্রভাব ফেলবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সেই সঙ্গে স্মার্ট ফোনের আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতকেও কয়েক কদম এগিয়ে দেবে। এটাই ভয় ধরাচ্ছে প্রতিবেশী চিনকে।নিঃশব্দে ভারত যেভাবে সেই বাজারের দখলদারিতে এগিয়ে আসছে তাতে আশঙ্কা হওয়াটাই স্বাভাবিক।

শব্দবাণ-৪২৩

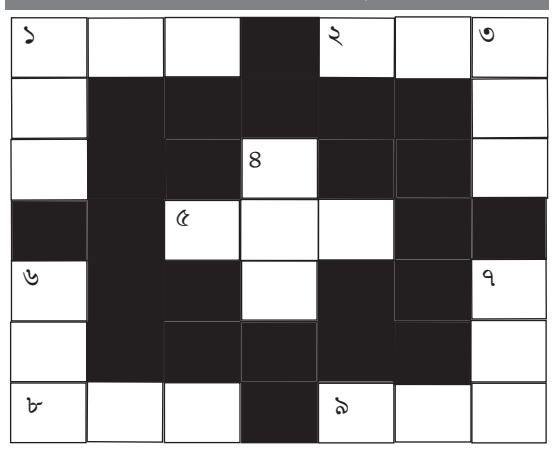

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. মেহনতি মানুষ ২. ক্লাসিকাল ৫. লুকোনো, গোপন করা ৮. পুরোনো ৯. অভিনয়াদি শিল্পকলার ভাবব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গি।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. হুঁশ, চেতনা ৩. সূর্য ৪. আড়চোখ, কটাক্ষ, ৬. সুতোর তৈরি ৭. বহিশ্চর্ম, ছাল।

সমাধান: শব্দবাণ-৪২২

পাশাপাশি: ১. সংখ্যালঘু ৪. রেট ৫. চরম ৭. রেহাই ৯. শোভা ১১. গজমগুন।

উপর-নীচ: ১. সংকোচ ২. খ্যাতি ৩. ঘুরেফিরে ৬. মহাভাগ ৮. ইরাবান ১০. ক্ষেম।

জন্মদিন

আজকের দিন

অপর্ণা সেন

১৯২৯ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা অনিল চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।
১৯৪৫ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী অপর্ণা সেনের জন্মদিন।
১৯৮৭ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় উমেশ যাদবের জন্মদিন।

কলকাতা বিজন সেতু: আনন্দমার্গী হত্যাকাণ্ড ও তার অতীত কাহিনি

হাওড়া স্টেশন থেকে বেশ কয়েকটি ট্যাক্সিও আসছিল তিলজলা আশ্রমে। তখন ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস রাস্তাটি তৈরি হয়নি। তিলজলা আশ্রমে পৌঁছতে হলে আসতে হতো বিজন সেতু বা বন্ডেল রেল গেট দিয়ে। সেই সন্ধিক্ষণের জন্য ওৎ পেতে ছিল হায়নার দল। চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে আনা হল আনন্দমার্গী সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসীনিদের। লাঠি ও লোহার রডের আঘাতে ওদের আধা-মরা করা হলো। তারপর ওদের গায়ে কেরসিন-পেট্রল ঢেলে আগুন দেওয়া হল। মৃত-অর্ধমৃত সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসীনিরা আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে গেলেন। মৃত্যু হয়েছিল ১৭ জনের। সেদিনের হত্যা ও তার পেছনের অতীত ইতিহাস লিখেছেন **নির্মল বিশ্বাস**।

৪৩ বছর পূর্ণ হয়েছে। দিনটি ছিল ১৯৮২ সালের ৩০ এপ্রিল। সময় সকাল ৭টা। ঘটনা স্থল বিজন সেতু। সেদিনের 'হাড়হিম' করা ঘটনা আমাদের নির্বাচিত জনগণের সরকারের কাছে নিতান্তই

'বিচ্ছিন্ন ঘটনা' ছিল সেদিন। তৎকালীন বামফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু যাত্রা শুরু করেছেন মরিচঝাঁপি ১৯৭৮ - ৮৯ সালে। তারপর একে একে ঘটনা বানতলা, ধানতলা, ছোট আঙারিয়া... এরপর আরও কত ঘটনা ঘটেছে বাম জমানায়...।

পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি মাত্র কিছুটা সময়ের মধ্যে দুমড়ে মুছড়ে শেষ করে দেওয়া হয়েছিল। মানুষের বীভৎসতা ও বর্বরতার উদাহরণ। সমস্ত দৃষ্টান্ত ছাপিয়ে কালিমালিপ্ত হল ১৯৮২ সালের ৩০ এপ্রিলের সকালটা। আজও বাংলার মানুষ ভোলেনি বামফ্রন্ট সরকারের এই 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা'। মরিচঝাঁপির গণ-প্রতিরোধ হীন — গণ-প্রতিবাদ হীন দানবীয় সফলতা নতুন নতুন প্ররোচনায় একের পর এক অসংলগ্ন ঘটনা ঘটিয়ে মানুষের অধিকারকে খর্ব করেছে। এভাবেই তৈরি করা 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা' ঘটিয়ে চলেছিল একটানা সাড়ে ৩৪ বছর ধরে।

৩০ এপ্রিল ১৯৮২ সাল। আনন্দমার্গীদের বার্ষিক ট্রেনিং ক্যাম্প ছিল তিলজলা আশ্রমে। সেদিন ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আনন্দমার্গীরা আসতে শুরু করেছেন। হাওড়া স্টেশন থেকে বেশ কয়েকটি ট্যাক্সিও আসছিল তিলজলা আশ্রমে। তখন ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস রাস্তাটি তৈরি হয়নি। তিলজলা আশ্রমে পৌঁছতে হলে আসতে হতো বিজন সেতু বা বন্ডেল রেল গেট দিয়ে। সেই সন্ধিক্ষণের জন্য ওৎ পেতে ছিল হায়নার দল। চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে আনা হল আনন্দমার্গী সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসীনিদের। লাঠি ও লোহার রডের আঘাতে ওঁদেরকে আধামরা করা হল। তারপর ওঁদের গায়ে কেরসিন-পেট্রোল ঢেলে আগুন দেওয়া হল। মৃত-অর্ধমৃত সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসীনিরা আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে গেলেন। মৃত্যু হয়েছিল ১৭ জনের। বিজন সেতু ও বন্ডেল রেল গেটে সিপিএমের উন্মত্ত উল্লাসে জ্বলে পুড়েও বেঁচে রইলেন আরও ১৮ জন।

ঘটনার আকস্মিকতায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল সেদিন সারা বিশ্বের মানুষ। এই ভয়াবহ ঘটনার প্রত্যক্ষ মদতেও সক্রিয় ভূমিকায় অংশগ্রহণের অভিযোগ উঠেছিল শাসক দলের স্থানীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। সেদিন পুলিশ মন্ত্রী জ্যোতি বসুর পুলিশের ভূমিকাও ছিল সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। শাসকদলের অনুগতদের আড়াল করতে তারা ছিল অতি সক্রিয়।

সেদিন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর উক্তি ছিল, 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা'। এরপর বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান প্রমোদ দাশগুপ্ত বললেন, 'এই সামান্য ঘটনাকে রাজজনৈতিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলেছে এবং কুৎসা রটনার চেষ্টা করেছে।' এর ফলে পুলিশ প্রশাসন আর এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেনি। তবুও পুলিশকে তো কাজ করে দেখাতেই হবে। পুলিশ অনেকেই গ্রেফতার করেছিল, তাঁরা ছিলেন নিতান্তই গরিব রিকশাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, পথচারী বা ছোটখাট গুমটিঘর দোকানদার। প্রকৃত যারা এই বীভৎস হত্যাকান্ডে জড়িত ছিল তাদের কাউকেই ধরা হল না। তবে এই ঘটনায় পরপর ৫টি মামলা করা হয়েছিল। বালিগঞ্জ জিআরপি-তে ২টি, কসবা থানায় ২টি আর একটি তিলজলা থানায়।

তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সেদিন কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও তদন্ত সংস্থা দিয়ে তদন্ত করতে রাজি ছিলেন না। কারণ তদন্ত করলে প্রকৃত ঘটনা ফাঁস হয়ে যেতে পারে। সেই ভয়ে তিনি নিজেই এস এন দেব তদন্ত কমিশন বসালেন। তদন্তের বিষয় ও কারণ — কসবা বিজন সেতুতে একজন বিদেশিনী সহ ১৬ জন আনন্দমার্গী সন্ন্যাসীকে পুড়িয়ে মারার তদন্তের নির্দেশ। স্থান ও শর্তাবলী — ১৯৮২ সালের ৩০ এপ্রিল বিজন সেতুতে আনন্দমার্গীদের মেরে ফেলার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি ওঠে। ঘটনার জেরে পুলিশ প্রকৃত আসামিদের গ্রেফতার করতে পারেনি। সেদিন এই হত্যালীলার পেছনে প্রকৃত কাদের হাত ছিল আজও তা অজানাই রয়ে গেছে।

এরপর ১৯৯৬ সালে দেশব্যাপী জনমতের চাপে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এই ঘটনার তদন্ত করে। এরও কোনও ফল মেলেনি। এরপর ১৯৯৯ সালে পুনরায় বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি ওঠে। তবে তদন্ত হয়েছে, কি হয়নি বলা যাবে না। কেন না, তদন্ত কমিশন কোনও রিপোর্ট পেশ করেননি। তবে সবচেয়ে আশ্চর্য হতে হয় এই কারণে, এই নারকীয় হত্যাকান্ডে শাস্তি পেল না কেউ। এই ঘটনার ১৮ বছর পর মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ২০০০ সালের নভেম্বরে মহাকরণ থেকে স্বেচ্ছায় মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরে গেলেন বা অবসর নিলেন।

বিজন সেতুতে ১৭ জন আনন্দমার্গী হত্যার ঘটনায় কলকাতার বুদ্ধিজীবীরা একটা মৌন মিছিল করেছিলেন দেশপ্রিয় পার্ক থেকে বিজন সেতু পর্যন্ত। সেদিন জ্যোতি বসু সরকার অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে অনীহা থাকলেও আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনও কার্পণ্য দেখাননি। চটজলদি বিজন সেতুতে ১৪৪ ধারা জারি করে দিলেন। এমন কি, বুদ্ধিজীবীরা অনুমতি পেলেন না মাইক বাজিয়ে শোকসভা করবার। বুদ্ধিজীবীরা সেদিন ফুল দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারেননি। সেদিন গৌরী আইয়ুব বলেছিলেন, 'রাজ্যে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছ থেকে কোনও সংবেদনশীল ধ্বনি এখনও শুনতে পাইনি'।

সেদিন নিহত আনন্দমার্গীদের জন্য মৌন মিছিলে পা মিলিয়ে ছিলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে ছিলেন কবি অন্নদাশঙ্কর রায়, ড. প্রতুল গুপ্ত, মৈত্রেয়ী দেবী, শৈবাল গুপ্ত, সোমেন বসু, অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য, বিনয় দাশগুপ্ত সহ প্রায় চারশো প্রতিবাদী মানুষ। সেদিন অসুস্থতার কারণে উপস্থিত থাকতে পারননি চিত্র পরিচালক সত্যজিত রায়। তবে সরকার পক্ষের বুদ্ধিজীবীরা (বামপন্থীরা) সেদিন মুখে কুলুপ এঁটে

সেদিন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর উক্তি ছিল, 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা'। এরপর বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান প্রমোদ দাশগুপ্ত বললেন, 'এই সামান্য ঘটনাকে রাজজনৈতিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলেছে এবং কুৎসা রটনার চেষ্টা করেছে।' এর ফলে পুলিশ প্রশাসন আর এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেনি। তবুও পুলিশকে তো কাজ করে দেখাতেই হবে। পুলিশ অনেককেই গ্রেফতার করেছিল, তাঁরা ছিলেন নিতান্তই গরিব রিকশাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, পথচারী বা ছোটখাট গুমটিঘর দোকানদার। প্রকৃত যারা এই বীভৎস হত্যাকান্ডে জড়িত ছিল তাদের কাউকেই ধরা হল না। তবে এই ঘটনায় পরপর ৫টি মামলা করা হয়েছিল। বালিগঞ্জ জিআরপি-তে ২টি, কসবা থানায় ২টি আর একটি তিলজলা থানায়।

থেকেছেন। এতেই বোঝা গিয়েছিল কারা এত বড় হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে।

আনন্দমার্গী সংগঠন তৈরি হয়ে গেলে তাঁরা পুরুলিয়াতে প্রথম আশ্রম গড়ার সময় থেকেই শাসকদল তাঁদের প্রতি ক্ষিপ্ত ছিল। বামপন্থী শাসকদলের নেতারা আনন্দমার্গীরা সি আই এ-র চর হিসেবে প্রচার চালায়। অথচ আনন্দমার্গীদের বিশ্বের ১৮২টা দেশে ছড়িয়ে আছে এঁদের সংগঠনের নানাবিধ কাজকর্ম। অতএব বিদেশি টাকার ছড়াছড়ি। তবে এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতর অনুসন্ধান চালিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, 'এ অভিযোগ সত্য নয়।' তখন বামপন্থীরা প্রচারের রাস্তা বদল করে বলে, এরা 'ছেলেধরা'। এবার 'ছেলেধরা' বলে প্রচার শুরু করে, মিছিল করে, মিটিং এবং দেওয়াল লিখন করে। সেই সঙ্গে প্রচার শুরু হল এরা 'খুনি'। এদের কাছে 'মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র' রয়েছে এদের হেফাজতে। ইত্যাদি।

কিন্তু, এখানেই আমাদের প্রশ্ন জাগছে — যাঁরা মারাত্মক অস্ত্র কারবারি। তাহলে এরাজ্যের বামপন্থী সরকার তাঁদেরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করছেন না কেন? যেখানে এক কলমের খোঁচাতে একদা বাংলাদেশের কবি ও সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিনের বই নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর আনন্দমার্গীরা যখন এত বড় অপরাধী তখন তাঁরা নিষিদ্ধ হচ্ছে না কেন? আজকে পাঠকদের জন্য এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করছি।

বিজন সেতুতে ১৭ জন আনন্দমার্গীকে প্রকাশ্য দিবালোকে নৃশংসভাবে হত্যার অভিযোগ উঠল শাসক দলের বিরুদ্ধে। তাঁরা এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, 'ঘটনা ঘটেছে জনরোষের কারণে। ঠিক যে সময় বামপন্থীরা 'ছেলেধরা' প্রচার চালায়। সে সময় সারা বাংলায় একটি ছেলে বা মেয়ে নিখোঁজ বা গুম হওয়ার কোনও খবর পাওয়া যায়নি। তাহলে 'ছেলেধরা' খবরটা সামনে এলো কেন?

সুপ্রিম কোর্ট একটি ক্রিশ্চিয়ান মিশনারি সংস্থার সঙ্গে আনন্দমার্গীদের ধর্মীয় সংস্থা স্বীকৃতি পায়। কোনও সংস্থার কার্যকলাপকে যদি আক্রমণ বা বিরুদ্ধে প্রচার করতে হয়, তবে তাঁদের দর্শনকে আক্রমণ করতেই হয়। সেদিন কিন্তু বামপন্থী শাসকদল সে পথে হাঁটেননি। তাঁরা যদি রাজনৈতিকভাবে আনন্দমার্গীদের দর্শনের বিরোধিতার রাস্তায় গেলে তবে হাতিয়ার করতে হবে মার্কসবাদের দর্শনকে। সেটা করতে গেলে নিজেদের বিপদ ডেকে আনা। নেতা কর্মীরা মার্কবাদে দীক্ষিত হলেও যদি নেতারা মার্কবাদের ঝান্ডা নিয়ে ধান্দাবাজি করলে ধরা পড়ে যাবেন। সেই কারণেই সাড়ে চার দশক ধরে কর্মীদের মার্কসবাদী নামে পুঁজিবাদের দাবি শুনতে হয় পার্টির মুখপত্র 'গণশক্তি'-তে।

ক্রিশ্চিয়ান মিশনারি যেমন কাজ করেন, অনাথ শিশুদের আশ্রয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য নিয়ে তাঁদের কাজ। ঠিক তেমনই আনন্দমার্গীরাও অসংখ্য প্রথমিক বিদ্যালয় গড়েছেন। সেই সঙ্গে গড়েছেন অগনিত অনাথ আশ্রম, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শিশু-নারী ও প্রতিবন্ধীদের জন্য। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কলেজ, হাসপাতাল, ভেষজ ওষুধ তৈরির কারখানা আর চাষ-আবাদের নানা ধরনের উপকরণ। এভাবেই চলছে তাঁদের সংগঠন।

বামপন্থী শাসকদল আনন্দমার্গীদের বিরুদ্ধে প্রচারে এটাও এনেছিল গরিব মানুষের জমি বেশি দাম দিয়ে কিনে তাঁদেরকে উৎখাত করছে। তাহলে আবারও প্রশ্ন উঠছে, এইসব মানুষ কেন তাঁদের জমি বেঁচে দিচ্ছে? নিশ্চয়ই অভাবের তাড়নায়। সর্বহারা বামপন্থী সরকারের রাজত্ব এঁদেরকে কেন অভাবে থাকতে হয়?

এই বামপন্থীরাই প্রথম খুন করে ৫ জন আনন্দমার্গীকে পুরুলিয়ার দধিচি হিলে। তারিখটা ছিল ১৯৬৭ সালের ৫ মার্চ। মৃত ৫ জনের মধ্যে একজন ছিলেন স্বর্ণপদক প্রাপ্ত কৃষি বিজ্ঞানী। এই আনন্দমার্গীদের ভয় দেখিয়ে, খুন করে, আতঙ্ক সৃষ্টি করে ওদের অস্তিত্বকে উৎখাত করাই ছিল তৎকালীন শাসক দলের প্রধান উদ্দেশ্য। আইনের রাস্তায় বা রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে গেলে নিজেদের বিপদ ডেকে আনার মত অবস্থা। তাই পার্টিকে মজবুত ও শক্তিশালী করতে গেলে এই কাজগুলিকেই প্রাধান্য দিতে হবে।

তিলজলায় আনন্দমার্গীদের আশ্রম তৈরি হওয়ার পরই শাসকদল প্রথমে ভাঙচুরের রাস্তায় চলা শুরু করেছিল। আনন্দমার্গীরা এতেও দমছে না দেখে 'পলিটিক্যাল কর্মীরা' গোয়েবলস-এর নীতি অনুসরণ করে। বামপন্থী সরকার আজ পর্যন্ত আনন্দমার্গীদের বিরুদ্ধে যতগুলি মামলা করেছে সেই অর্থে কোনটিও ধোঁপে টেকেনি। তখন সরকারি প্রচারযন্ত্র ব্যবহার করে সুকৌশলে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলতে চেয়েছিল — আনন্দমার্গীদের 'ছেলেধরা' অপবাদ দিয়ে।

৩০ এপ্রিল, ১৯৮২ সাল। যখন আনন্দমার্গীদের হত্যার সংবাদ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর জ্যোতি বসু বিদেশ ভ্রমণে গেলে সেখানে তাঁকে বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা' বলে চালিয়ে দিলেও বিদেশিরা শুনবেন কেন? বিচলিত জ্যোতি বসু তখন তাঁর প্রতিনিধি কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে জানালেন, তিনি তখন তাঁর দফতর থেকে দুটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। 'আনন্দমার্গী ভায়োলেন্স ইজ দ্য কি' এবং 'আনন্দমার্গীদের কার্যক্রম ও হিংসার ইতিহাস' গোলা, বারুদ ও বন্দুকের ছবি দিয়ে নানাভাবে গল্প সাজিয়ে বই দুটি প্রকাশ করেন। বই দুটিতে 'আমরা বাঙালি' কার্যকলাপের স্থান পেয়েছে আনন্দমার্গীদের নামে। এই বই দুটি বিনামূল্যে বিলির জন্য হলেও কোথাও বিলি বন্টন করা হয়নি। বিলি করা হয়েছিল কেবল বিদেশি দূতবাসে ও অন্যান্য রাজ্য সরকারি দফতরে। কারণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষয়িষ্ণু ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করতে। প্রচারের ওপর নির্ভর করেই বামপন্থী দলগুলির অগ্রগতি হয়েছে। কমরেডরা! বোধহয় আব্রাহাম লিঙ্কনের সেই বিখ্যাত উক্তিটি বোধহয় ভুলে গিয়েছেন, — 'কিছুকাল পর্যন্ত মানুষকে বোকা বানিয়ে রাখা যায়, কিন্তু চিরকাল কখনই নয়।' তাই বাংলার মানুষ আপনাদের দিয়েছে চিরতরে বিদায় সংম্বর্ধনা।

আনন্দকথা

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পিতাহসি লোকস্য চরাচরস্য, ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুগরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্যো, লোকত্রয়েহপ্যপ্রতিমপ্রভাব।।
(গীতা—১১/৪৩)

কেশবকে শিক্ষা— গুরুগিরি ও ব্রাহ্মসমাজে — গুরু এক সচ্চিদানন্দ

সকলে আনন্দ করিতেছেন। ঠাকুর কেশবকে বলিতেছেন, ''তুমি প্রকৃতি দেখে শিষ্য কর না, তাই এইরূপ ভেঙে ভেঙে যায়।

''মানুষগুলি দেখতে সব একরকম, কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতি। কারু ভিতর সত্ত্বগুণ বেশি, কারু রজোগুণ বেশি, কারু তমোগুণ। পুলিগুলি দেখতে সব একরকম। কিন্তু কারু ভিতর ক্ষীরের পোর, কারু ভিতর নারিকেলের ছাঁই, কারু ভিতর কলায়ের পোর। (সকলের হাস্য)

''আমার কি ভাব জানো? আমি খাই-দাই থাকি, আর সব মা জানে। আমার তিনি কথাতে গাছে কাঁটা বেঁধে। গুরু, কর্তা আর বাবা।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বন্যাপ্রবণ রাজহাটির জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রস্তুতি তুঙ্গে খানাকুলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রাজ্যে চন্দননগরের পর বিখ্যাত জগদ্ধাত্রী পুজো দেখা যায় হুগলির খানাকুলের রাজহাটিতে। বন্যাপ্রবণ রাজহাটি শারদোৎসব পালন করে জগদ্ধাত্রী পুজোয়। কেননা প্রায় প্রত্যেক বছরই খানাকুলের ২৪টা পঞ্চায়েতে এলাকা বন্যার জলে প্লাবিত হয়। এই বছরও ভয়াবহ বন্যার শিকার খানাকুল। তাই খানাকুলের মানুষ দুর্গা পুজোর বদলে জগদ্ধাত্রী পুজোকে শারদ উৎসব হিসাবে বরণ করে নেয়। তাই বন্যার ধাক্কা কাটিয়ে খানাকুলের মা জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রস্তুতি তুঙ্গে। শুরু হয়ে গেছে খুঁটি পুজো। হুগলি জেলার চন্দননগর, রিষড়া, ব্যান্ডেল, ভদ্রেশ্বরের মতো অত চাকচিক্য ও আলোর কায়দা না থাকলেও হুগলির খানাকুলের রাজহাটির মানুষের কাছে জগদ্ধাত্রী পুজোই বছরের প্রধান উৎসব। তবে মণ্ডপ সজ্জা ও আলোর রোশনাইয়ে খুব একটা চন্দননগরের থেকে পিছিয়ে নেই খানাকুলের রাজহাটির জগদ্ধাত্রী পুজো। এলাকা জুড়ে দুই কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে অসংখ্য পুজো নজর কাড়ে। বন্যাকবলিত খানাকুলের পুজোকে ঘিরে এই অঞ্চলের মানুষের উম্মাদনায় ভাটা পড়েনি। আর্থিক অনটনের মধ্যেও বড় বড় বিগ বাজেটের পুজো হচ্ছে খানাকুলের রাজহাটিতে। মণ্ডপ, আলোয় বহু ক্ষেত্রেই এবার চোখে পড়ছে চন্দননগরের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার চেষ্টা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজহাটির প্রায় ৩১৫ বছরের প্রাচীন পাড়িয়াল বাড়ির পুজো এবং প্রায় ৬৩ বছরে পা দেওয়া 'আমরা সবাই' ক্লাবের পুজো বাদ দিলে গত ১৫ থেকে ২০ বছরে সৃষ্টি হয়েছে রয়াল বুলেট, দিশারী, নান্দনিক, অঙ্কুর, কল্পতরু, সৃষ্টি, উদয়ন, অভিনন্দন, নতুন দিগন্ত-সহ নানা ক্লাবের বিগ বাজেটের জগদ্ধাত্রী পুজো। রাজহাটির এই সমস্ত ক্লাবগুলি জগদ্ধাত্রী পুজোর মণ্ডপ সজ্জায় নানা থিমের উপর জোর দেয়। এই বছরও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না বলে জানা যায়। কোনও মণ্ডপে পরিবেশ দূষণ, কোথাও স্বাস্থ্য, কন্যাশ্রী, বৃক্ষরোপণ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, আদিবাসী পল্লি-সহ নানা সামাজিক থিম দেখা যাবে। এই বিষয়ে রাজহাটি জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির এক সদস্য জানান, খানাকুলের দু'টি ব্লকের ২৪টি পঞ্চায়েতে এলাকাই বন্যা প্লাবিত। তাই দুর্গাপুজা বদলে জগদ্ধাত্রী পুজোকেই এই এলাকার মানুষ বড়ো উৎসব হিসাবে পালন করে। প্রতি ঘরে আত্মীয়স্বজন আসেন। পুজোর চারটে দিন সারা রাত জেগে মানুষ মণ্ডপ পরিক্রমা করেন। পুজো কমিটিগুলির পক্ষে দিশারী ক্লাবের সম্পাদক তথা রামনগর অতুল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অমিত আঢ্য বলেন, বন্যাপ্রবণ খানাকুলে দুর্গাপুজো উপভোগ সম্ভব হয় না। তাই জগদ্ধাত্রী পুজোকে বছরের সেরা উৎসব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে রাজহাটিবাসী। এই বছর দিশারী ক্লাব শান্তির মিলন মঞ্চে পরিণত হবে। সবমিলিয়ে জগদ্ধাত্রী পুজো আয়োজনে রাজ্যের মিনি চন্দননগর হল হুগলি জেলার রাজহাটি।

বিজেপি কর্মী সোমনাথ পালের কুকীর্তি-বিতর্ক

জামালপুরে মুখ লুকোচ্ছে গেরুয়া শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: বাংলায় নারীদের কোনও নিরাপত্তা নেই বলে বারবার দাবি করে তৃণমূল সরকারকে বিঁধে চলেছে বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্ব। ঠিক সেই সময় পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের বিজেপি কর্মী সোমনাথ পালের কুকীর্তি প্রকাশ্যে আসার পর থেকে বিজেপি নেতারা এখন কার্যত মুখ লুকাচ্ছেন। ফোন করে এক যুবতীকে কুপ্রস্তাব দেওয়া থেকে শুরু করে প্রকাশ্যে অশ্লীল আচরণ করার অভিযোগ উঠেছে ওই বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত বিজেপি কর্মী সোমনাথ পালকে হন্যে হয়ে খুঁজছে জামালপুর থানার পুলিশ। এই ঘটনা নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে আঙুল ওঠা শুরু হতেই বিজেপিকে তুলোধোনা করা শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। জামালপুর ব্লকের জ্যোৎশ্রীরাম পঞ্চায়েতে এলাকার একটি গ্রাম হল জাঙ্গিরপুর। বিজেপি কর্মী সোমনাথ পাল এই জাঙ্গিরপুর গ্রামেরই বাসিন্দা।

জামালপুর থানার সন্নিকটে থাকা বিজেপি পার্টি অফিসেও সোমনাথের অবাধ যাতায়াত ছিল। অতি সম্প্রতি বিজেপির কাটোয়া সাংগঠনিক জেলা সভাপতি স্মৃতিকণা বসুর উপস্থিতে জামালপুরের বিজেপি পার্টি অফিসে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা জানানোর একটি অনুষ্ঠান হয়। সেই অনুষ্ঠানে দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে সোমনাথ পালকেও উপস্থিত থাকতে দেখা গিয়েছে। এছাড়াও বিজেপির ডাকে জামালপুরে মিটিং, মিছিল বা পথ অবরোধ কর্মসূচি যাই থাকনা কেন, সে সবেতেও সোমনাথকে প্রথম সারিতে উপস্থিত থাকতে দেখা যেত। জাঙ্গিরপুর গ্রামে বিজেপির হয়ে কর্তৃত্ব তিনিই করতেন।

স্বামী পরিত্যক্তা এক মহিলা জামালপুর থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন যে, তিনি রোজগারের জন্য জামালপুর থানা থেকে প্রায় ২০০ মিটার দূরে একটি মোমো দোকান চালান। মাঝে মধ্যেই বিজেপি নেতা সোমনাথ পাল তাঁকে ফোন করে নানান কু-প্রস্তাব দিতেন। রাস্তায় তাঁকে দেখতে পেলে জোর করে তাঁর সাথে আলাপ করার চেষ্টা করতেন। বিষয়টি তাঁর কাছে খুব বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। তিনি বারবার সোমনাথ পালকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করলে ১৬ অক্টোবর সন্ধ্যায় তাঁর দোকানে ক্রেতা সেজে এসে তাঁকে অশালীন ইঙ্গিত করেন। ওই সময় তিনি দোকান ছেড়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলে, তাঁর হাত ও মুখ চেপে ধরে তাঁকে বাধা দেয়। সেই সময় অন্য ক্রেতা দোকানে চলে আসায় তাঁকে ছেড়ে দিয়ে অশালীন ইঙ্গিত করেন সোমনাথ পাল। সোমনাথ পালের এই আচরণে তিনি অপমানিত এবং লজ্জিত বোধ করছেন। বর্তমানে সোমনাথ পালের এই আচরণের জন্য তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। সোমনাথ পালের ভয়ে যদি তিনি দোকান না খোলেন তবে আগামী দিনে কিভাবে তিনি নিজের সংসার চালাবেন সেই চিন্তায় পড়েছেন। এই বিষয়ে তিনি প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়ে সোমনাথ পাল এর যথাযথ শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। জামালপুর থানার পুলিশ লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পরই নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এবং অভিযোগকারী মহিলাকে সবরকম সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছে জামালপুর থানার পুলিশ।

যদিও এই বিষয়ে বিজেপি নেতার মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্রের দাবি, 'বিষয়টি জানার পরই তিনি খোঁজ নেন। এবং তিনি যেটা জানতে পারেন সোমনাথ পাল আগে তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, বর্তমানে তিনি বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন। বাংলায় এসআইআর শুরু হওয়ার আগেই বিভিন্ন দল থেকে বহু কর্মীরা দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করছেন। এই সোমনাথ পাল তৃণমূলে থাকাকালীন তাঁর চরিত্রে অনেক কলঙ্ক রয়েছে। বর্তমানে তিনি বিজেপিতে আসার চেষ্টা করছে। বিজেপির নানান মিটিং মিছিলে তাঁকে দেখা যায়। তবে দলের কোন পদে তাঁকে রাখা হয়নি। সোমনাথ পাল যা-কাণ্ড করেছে তা বিজেপি কখনোই সমর্থন করে না। উত্তরপ্রদেশে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে সেখানকার প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা নেয় কিন্তু বাংলায় কোন ঘটনা ঘটলে তার কোন ব্যবস্থা নেয় না বাংলার প্রশাসন। এই ঘটনায় সোমনাথ পাল যা অন্যায় করেছেন তার শাস্তি তিনি পাবেন। তবে এই ঘটনায় বিজেপির সাথে কোন যোগ নেই। দলের কর্মীদের কাছে তিনি আবেদন করবেন যাতে এই ধরনের মানুষেরা দলে কোন জায়গা না পায়।' অন্যদিকে, তৃণমূল নেতা দেবু টুডু জানিয়েছেন, 'এটাই বিজেপির চরিত্র। সিপিএমের পচা মাল আর তৃণমূলের কিছু পচা মাল গিয়ে এখন বিজেপিতে যোগদান করেছে। এখন এদের চরিত্রগুলো প্রকাশ পাচ্ছে।'

কাকদ্বীপ-কাণ্ডে মা কালীর 'জামিন' হাইকোর্টের আইনজীবীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: প্রিজন ভ্যানে মা কালীকে তোলার প্রতিবাদে শুক্রবার সন্ধ্যায় দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্যদের অফিসের সামনে প্রতিবাদ গড়ল সনাতনী ঐক্য মঞ্চ। নেতৃত্বে ছিলেন বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘড়ুই, যুবনেতা পারিজাত গঙ্গোপাধ্যায়, বিজেপি নেতা সুমন্ত মণ্ডল প্রমুখ।

দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘড়ুই বলেন, 'সনাতন ধর্মের ওপর যারা ধারাবাহিকভাবে আঘাত হানছে, তাদের বিরুদ্ধে আমরা পথে নেমেছি। হিন্দু দেবদেবীদের অপমান বরদাস্ত করা হবে না। আন্দোলন চলবে, যতদিন না ন্যায় মেলে।' অন্যদিকে হাইকোর্টের আইনজীবী পার্থ ঘোষ বলেন, 'কাকদ্বীপে মা কালীর মূর্তি ভাঙচুরের পর পুলিশ যেভাবে মা কালীর প্রতিমাকে প্রিজন ভ্যানে তুলে নিয়ে গেল, তা আমাদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হেনেছে। তাই প্রতিবাদের ভাষায় আমরা মা কালীর জামিন করালাম এটাই আমাদের প্রতীকী ন্যায়।'

প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে প্রহার, আহত প্রেমিক

শ্রীরামপুরে নামল পুলিশ-র‍্যাফ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ঘোরামারা মল্লিকপাড়ার এক তরুণীর সঙ্গে দু'মাস ধরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল তাঁর। কিন্তু সেই সম্পর্কের মাঝে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিয়ে। মেয়ের বাড়ি থেকে বিয়ের ব্যবস্থা করেছে পরিবার। আগামী ডিসেম্বরেই নির্ধারিত হয়েছে বিয়ের দিন। তার আগে যুবককে গভীর রাতে নিজের বাড়িতে ডাকেন তরুণী। কিন্তু গভীর রাতে প্রেমিকার বাড়িতে গিয়ে আক্রান্ত হতে হল যুবক প্রেমিককে। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে গুরুতর অবস্থায় স্থানান্তর করা হয় তাঁকে। থমথমে এলাকা। নামল র‍্যাফ। মুহূর্তে উত্তেজনা ছড়ায় হুগলির শ্রীরামপুরে। ঘটনা শ্রীরামপুরের প্রভাসনগরের চাকলাপাড়া এলাকার। সেখানেই বাড়ি আক্রান্ত যুবকের। নাম বৈদ্যরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জানা গিয়েছে, বুধবার রাত ১টা ১৫মিনিট নাগাদ তরুণীর সঙ্গে তাঁর বাড়িতে চুপিসারে দেখা করতে যায় ওই যুবক। কিন্তু গোটা ব্যাপারটাই টের পেয়ে যান তরুণীর দাদা ও বাবা। এরপরই যুবককে হাতেনাতে ধরেন তাঁরা। চলে মারধর। ডান চোখে গুরুতর আঘাত লাগে যুবকের। তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে পরিবার। পরে চিকিৎসকরা ওই আহত যুবক কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে রেফার করা হয়। শুক্রবার সকালে তরুণীর বাড়ি ঘেরাও করে উত্তেজিত জনতা। চলে হাতাহাতি। তরুণীর দাদাকে মারধর করেন স্থানীয়রা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিরাট পুলিশ বাহিনী পাঠায় শ্রীরামপুর থানা। উদ্ধার করা হয় তরুণীর দাদাকে। ইতিমধ্যেই ওই যুবককে মারধরের ঘটনায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে শ্রীরামপুর থানার পুলিশ। এদিন আহত যুবকের দিদি সঙ্গীতা সমাদ্দার বলেন, 'ভাইয়ের সঙ্গে ওই মেয়েটার দু'মাস ধরে সম্পর্ক ছিল। ওঁর বিয়ে ঠিক হয়েছে জানতে পেরে ভাই সরে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু মেয়েটা কিছুতেই ওকে ছাড়তে রাজি নয়। খালি রাতে দেখা করতে চাইত। ভাই যেতে চাইত না। জোর করে ডেকে আনত। পরশু রাতেও দেখা করতে গিয়েছিল। কিন্তু ওই মেয়েটার দাদা ও বাবাকে ভাইয়ের উপর হামলা চালায়। শাবল দিয়ে কুপিয়েছে। চোখ উপড়ে নিয়েছে।'

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১ ৯৩৩১০৫৯০৬০

নোটিশ

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, রামদুল্লারি ক্যাসল প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক নির্মীয়মান আবাসিক কমপ্লেক্স যা প্রেমিসেস নং ঃ ৪৭ + ৪৮/২, রাজনারায়ণ রায়চৌধুরী ঘাট রোড, শিবপুর, হাওড়া মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং-৩৬, মৌজা-শিবপুর, জে.এল. নং-০১, হাওড়া - ৭১১১০২, থানা - শিবপুর, জেলা - হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত, স্টেট লেভেল এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অথরিটি পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র পাইয়াছে। EC Identification No. : EC25C3801WB5991954N, dated : 24.10.2025। উক্ত ছাড়পত্রের প্রতিলিপি পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের অফিসে এবং https://parivesh.nic.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

রামদুল্লারি ক্যাসল প্রাইভেট লিমিটেড
২৪/১/১, আলিপুর রোড,
কলকাতা-৭০০০২৭, পশ্চিমবঙ্গ

স্বত্ব দলিল হারানোর নোটিশ

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য প্রয়াত শ্রী দীপক রবসন, পিতা হ্যারি নেলশন রবসন এবং শ্রীমতি জয়ন্তী রবসন, স্বামী প্রয়াত দীপক রবসন, নিবাস ফ্ল্যাট নং এ/৩, উষশী হাউসিং সোসাইটি, ২৪৫ বিবেকান্দ রোড, থানা : মানিকতলা, কলকাতা - ৭০০০০৬, ইউকো ব্যাঙ্ক, জেএম এভিনিউ শাখা দ্বারা মঞ্জুরীকৃত ঋণ সুবিধা ২০০৫ সালে নিম্নোক্ত সম্পত্তি বন্ধক অধীনে, বর্তমানে যা তাদের দখলে এবং মালিকানাধীন। সংশ্লিষ্টগণ উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করেছেন উল্লেখ্য রেজিস্টার্ড দলিল নং ২১৯৩/৯৯ (হোল্ডিং নং ৪১, ৪র্থতল-৮২০ বর্গফুট এর সুপার বিল্ট আপ এরিয়া)। ঋণ সুবিধা বন্ধ করা হয় ২০১৫ সালে। সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত সম্পত্তির দলিল ইউকো ব্যাঙ্ক জেএম এভিনিউ শাখা থেকে এবং শ্রীমতি জয়ন্তী রবসন এর কাছ থেকেও, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শ্যামপুকুর থানায় এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডি এন্ট্রি নং ২১২৫ তারিখ ১৮.১০.২০২৫ দায়ের করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কারও সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট সম্পত্তি সম্পর্কে কোনও আপত্তি থাকলে, অবিলম্বে ব্যাঙ্কের নিকট জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যাঙ্ক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিন পর সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি দায়বদ্ধহীন হিসেবে গণ্য করবে।

অনুমোদিত অফিসার
ম্যানেজার
ইউকো ব্যাঙ্ক, জেএম এভিনিউ শাখা,
ফোন : ৭২৭৮৪৫৩৪৯৮

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया / Central Bank of India

রিজিওনাল অফিস : বাঁকুড়া
মাচানতলা, ফ্যান্সি মার্কেটের নিকট, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২২১০১
ইমেল : recvbankro@centralbank.co.in

লিজে প্রেমিসেসের জন্য টেন্ডার/প্রস্তাব আহ্বান

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া নিম্নোক্ত শাখা/অফিসের জন্য বাজার এলাকায় পর্যাপ্ত পার্কিং স্পেস সহ একতলায় নিম্নোক্ত এলাকায় একমাসের মধ্যে দখল দিতে প্রস্তুত/তৈরি প্রেমিসেস পরিমাপ (১০০০-১৫০০ বর্গফুট) আবশ্যক।

শাখা/অফিস	পিন নং	জেলা	আবশ্যক কার্পেট এরিয়া	বায়না জমা
বিষ্ণুপুর	৭২২১২২	বাঁকুড়া	১০০০-১৫০০ বর্গফুট	৫,০০০.০০ টাকা
ঝালদা	৭২৩২০১	পুরুলিয়া	১০০০-১৫০০ বর্গফুট	৫,০০০.০০ টাকা

কোনও দালাল বা মধ্যস্থকারী প্রয়োজন নেই। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বা আধা সরকারি সংস্থা/সরকারি সংস্থাকে অগ্রাধিকা দেওয়া হবে। অনুগ্রহ করে বয়ান/নিয়ম এবং শর্তাদি ওয়েবসাইট **http://www.centralbankofindia.co.in** থেকে বা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, রিজিওনাল অফিস, মাচানতলা, বাঁকুড়া কাজের সময় সংগ্রহ করা যাবে। প্রস্তাব দাখিলের শেষ তারিখ **২২.১১.২০২৫** বিকেল ৫ টা পর্যন্ত । মধ্যস্থতাকারী/দালালদের কাছ থেকে কোনও আবেদন গ্রাহ্য করা হবে না।

তারিখ : ২৫.১০.২০২৫
স্থান : বাঁকুড়া
রিজিওনাল হেড,সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
রিজিওনাল অফিস, বাঁকুড়া

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০ ০৭১ ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট ৪ (রুল ৮(১)

যেহেতু -
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ এবং ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা সংস্থান অধীনে **১৮.১২.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স শ্রী কৃষ্ণ এন্টারপ্রাইজ** ঠিকানা গ্রাম - সাঁকোটি, কালীয়ারা নং ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো - হাট সুলতানপুর, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর ৭২১১৪৯ এবং **শ্রীমতী কাকলি ঘোষ, অংশীদার শ্রী কৃষ্ণ এন্টারপ্রাইজ এবং শ্রী অর্ঘ্য ঘোষ, প্রয়াত শৈলেন্দ্র নাথ ঘোষ এর ছেলে এবং আইনি উত্তরাধিকারী** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৭২,৩৩,৬০৮.০৫ (বাহাত্তর লাখ তেত্রিশ হাজার ছশো আট টাকা এবং পাঁচ পয়সা)** ১৮.১২.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের আহ্বান করা হচ্ছে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/অংশীদার/আইনি উত্তরাধিকারী উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা /জামিনদাতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারী এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২২ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/অংশীদার/আইনি উত্তরাধিকারীকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া **৭২,৩৩,৬০৮.০৫ (বাহাত্তর লাখ তেত্রিশ হাজার ছশো আট টাকা এবং পাঁচ পয়সা) ১৮.১২.২০২৪** অনুযায়ী চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/আইনি উত্তরাধিকারীর অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্যাক্টরি জমি এবং ভবন জেএল নং ৫০৫, খতিয়ান নং ৭৬, ১৩৫, প্লট নং ৪৮৯, ৪৫৮ এবং ৪৫৭/৫৫২ অবস্থিত মৌজা সানকোটি, এনএইচ-৬, কালিয়ারা নং ০২, গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো অফিস : হাট সুলতানপুর, থানা : খড়গপুর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, -৭২১১৪৯, পরিমাপ মোট এরিয়া ২.১৫ একর (পরিবর্তিত ২.১৪ একর), নথিভুক্ত এবং রেজিস্ট্রিকৃত **মেসার্স শ্রীকৃষ্ণ এন্টারপ্রাইজ, দলিল নং ১-৩০৯৫-১৯৮২ সালের এবং ১-৩০৯৮-১৯৮২ সালের।**

তারিখ - ২২.১০.২০২৫
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI এসবিআই বহরমপুর শাখা (০০০৩৪)
১৫ স্কোয়ার ইস্ট রোড, পোস্ট-বহরমপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২১০১।
ই-মেল-sbi.00034@sbi.co.in

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
অনুমোদিত আধিকারিকের বিস্তারিত
ই-মেল : sbi.00034@sbi.co.in
[illegible]
মোবা : [illegible]

[illegible]

ই-নিলামের তারিখ ও সময় ঃ ৩১.১০.২০২৫
সকাল ১১.০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত প্রতি দরের ক্ষেত্রে বর্ধিত সীমাহীন ১০ মিনিট সহকারে।

[illegible]

[illegible]	পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না মূল্য জমা / দর বৃদ্ধি ১০% হারে
[illegible] Tata Altroz XE+1.5 RTQ BS6PH2 Regn. No.:WB58CD9179, Regn. Date.: 04.08.2024, Engine No.: 1.5CR11EWXW15204, Chassis No.: MAT652200PPE79793, [illegible]	২৬.১০.২০২৫ ও ২৯.১০.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা	টাকা. ৪,৫৫,০০০/- [illegible]	ইএমডি টাকা. ৪৫,৫০০/- [illegible] ১০০০/-

ই-নিলামের বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী, অনুগ্রহ করে লিংক দেখুন https://baanknet.com

তারিখ : ২৫.১০.২০২৫ স্থান : বহরমপুর
অনুমোদিত আধিকারিক, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI এসবিআই হোম লোন সেন্টার কল্যানী শাখা (৬৪২২০)
বি-৯/ ১৩৯ সিভিক সেন্টার, সেন্ট্রাল পার্ক, পোস্ট ও থানা-কল্যানী, জেলা-নদীয়া-৭৪১২৩৫, ই-মেল-sbi.64220@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত আধিকারিকের বিস্তারিত ঃ- নাম ঃ শ্রীমতী মন্দিরা ভট্টাচার্য্য, মোবা ঃ ৬২৯৬৯৩০২৬৪, ই-মেল ঃ sbi.64220@sbi.co.in

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর স্থাবর সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য বিধি ৯(১) এর সাথে পঠিত বিধি ৮(৬) এর শর্তাবলী অনুসারে প্রযোজ্য। সাধারণভাবে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক রাখা নিম্নে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পদ, যার **শারিরীক অধিগ্রহণ** (যথাক্রমে সম্পত্তির বিবরণের বিপরীতে) **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক, সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, তা **''যেখানে যা আছে'', ''যেমন যা আছে'' এবং ''যাকিছু আছে''** ভিত্তিতে নীচে উল্লিখিত তারিখগুলিতে বিক্রয় করা হবে।

ই-নিলামের তারিখ ও সময় ঃ ১২.১১.২০২৫, সময় ঃ ৩০০ মিনিট, সকাল ১১.০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত প্রতি দরের ক্ষেত্রে বর্ধিত সীমাহীন ১০ মিনিট সহকারে।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতার নাম	স্বত্ব দলিল জমা দিয়ে বন্ধককৃত সম্পত্তির বিবরণ	বকেয়ার পরিমান	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ % / বর্ধিত দর রাশি
১	**শ্রী সঞ্জীব বিশ্বাস,** পিতা- সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাস ও **শ্রী সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাস,** পিতা- প্রয়াত নীলকান্ত বিশ্বাস, নিবাস-শ্যামনগর নবপল্লী, পোস্ট-পূর্ব বিধাননগর, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩১২৬ ও **ব্যক্তিগত জামিনদার শ্রী দীপেন সরকার,** পিতা-প্রয়াত আশানন্দ সরকার, সাহিরপাড়া, দক্ষিণ পল্লী মোড়, পোস্ট-অবন্তীপুর, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩১২৬।	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী সহকারে জমির পরিমাপ প্রায় কম বা বেশি ২ কাঠা ৮ ছটাক অধীন জে.এল. নং. ১৫, মৌজা-চকমুলাজোড়, তৌজি নং-৬৬৫, আরএস খতিয়ান নং-২৯, আরএস দাগ নং-২২৪, ওয়ার্ড নং-২৯, অধীন ভাটপাড়া পৌরসভা, এ.ডি.এস.আর.ও.- নৈহাটি, থানা-জগদ্দল, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, বুক নং. ১, ভলিউম নং. ৬১, পাতা ১৫৭ থেকে ১৬৬, বিয়িং সেল ডিড নং. ৩০৩৫, সাল ১৯৯৭। **সম্পত্তি (জমির প্লট) চারপাশের সীমানা ঃ- উত্তরে ঃ** যোগেশ চন্দ্র বিশ্বাসের জমি, **দক্ষিণে ঃ** অবনী বিশ্বাস ও বাদল বিশ্বাসের সম্পত্তি, **পূর্বে ঃ** ৬ ফুট চওড়া কমন প্যাসেড, **পশ্চিমে ঃ** মতিলাল বিশ্বাসের সম্পত্তি। সম্পত্তি রয়েছে শ্রী সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাসের নামে।	২৪.১০.২০২৫ তারিখে ১৪,৫৩,৮২৭.০০ টাকা (চৌদ্দ লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার আটশত সাতাশ টাকা মাত্র) আরও সুদ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় খরচ ইত্যাদি সহ।	টাকা. ২০,২১,৪০০ /- টাকা. ২,০২,১৪০ /- টাকা. ১০,০৪০ /- **পরিদর্শনের তারিখ ০৭.১১.২০২৫**

অধিগ্রহণ ধরণ ঃ শারিরীক

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন- https://BAANKNET.com
খ) আগ্রহী দরদাতাদের নিলামের তারিখের আগে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষিত তাদের দরদাতার অ্যাকাউন্টে তৈরি চালানের মাধ্যমে তাদের ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে এনইএফটি/ আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন-support.baanknet@psballiance.com
নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে আগ্রহী দরদাতাকে বিস্তারিত শর্তাবলী পরীক্ষা করে দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ ঃ ২৫.১০.২০২৫
স্থান ঃ কল্যানী
অনুমোদিত আধিকারিক
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

নেক্সোম ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড
(পূর্বতন এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড)
রেজি. অফিস : 'বৈভব' ৪এফ, ৪, লি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২০
CIN NO : L74300WB1983PLC036342
টেলি নং : ০৩৩-২২৯০-৭৪০০/৭৪০১/ ৭৪০২
ইমেল : ncml@nexomegroup.com, cs.smifs@gmail.com ওয়েবসাইট : www.nexomecap.com

এতদ্বারা বিজ্ঞপিত হচ্ছে যে, ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজারস রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৪৭ এবং রেগুলেশন ২৯ সংস্থান অধীনে পূর্বের ২৪ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত নোটিশ অনুযায়ী অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তিন মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অনুমোদনের জন্য কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে বৃহস্পতিবার ৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪.৩০টায় কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডের এক সভা অনুষ্ঠিত হবে।
সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত নোটিশ পাওয়া যাবে কোম্পানির www.nexomecap.com এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com যেখানে কোম্পানির শেয়ারসমূহ তালিকাভুক্ত রয়েছে ।

বোর্ডের আদেশক্রমে
নেক্সোম ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেডের পক্ষে
(পূর্বতন এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড)
স্বা/-
(কিশোর শাহ)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৫.১০.২০২৫

Bank of India BOI Relationship beyond banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
সিআইটি নিউ রোড শাখা
পি-১২, স্কিম ৫২, সিআইটি নিউ রোড
কলকাতা - ৭০০ ০১৪

দখল নোটিশ
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীনে বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার** হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৪.০৭.২০২৫ তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী বিজয় শ্রীবাস্তব** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৭,৭৯,৪৩০.০৬ টাকা (সতের লাখ উনআশি হাজার চারশ তিরিশ টাকা এবং ছয় পয়সা) (০৩.০৭.২০২৫ পর্যন্ত চুক্তি অনুযায়ী বকেয়া) পরবর্তী সুদ -০.৭৫ শতাংশ আরবিএলআর নিচে, বর্তমানে বার্ষিক ৯.১০ শতাংশ হারে ০৪.০৭.২০২৫ থেকে মাস অন্তর গৃহ ঋণ** সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **২২ অক্টোবর ২০২৫** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, নিকট বকেয়া ১৬,২২,১৬২.৫০ টাকা (ষোলো লাখ বাইশ হাজার একশ বাষট্টি টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা) (২০.১০.২০২৫ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক বকেয়া) পরবর্তী সুদ ০.৭৫ শতাংশ আরবিএলআর এর উপরে, বর্তমানে ৯.১০ শতাংশ বার্ষিক হারে ২১.১০.২০২৫ থেকে** সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী মাস অন্তর গৃহ ঋণ সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩০৭, ৪র্থতলে, আরসিসি গঠনের বসবাসের জন্য, জি-৪ তলা ভবন পরিমাপ ৭৮১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ অবস্থিত মৌজা : বালি, জেএল নং ১৪, আরএস দাগ নং ৭৫৬৬, সিএস খতিয়ান নং ৪১৭১, আরএস খতিয়ান নং ৮৭১১, এলআর দাগ নং ২৪৪৭৬, এলআর খতিয়ান নং ৫৪৯৪৭, ৫৪৯৪৮ এবং ৫৪৯৪৯, থানা : নিশ্চিন্দা, জেলা : হাওড়া, সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ বালি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এডিএসআর -হাওড়া, ২ বেড রুম, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, এবং ১ ব্যালকনি সকল মেঝে মার্বেলের তৈরি এবং লিফট সুবিধা সহ এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ।

ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি		জমি এবং সম্পত্তির চৌহদ্দি	
উত্তরে	চাতাল, সিঁড়ি এবং লিফট	উত্তরে	৩ ফুট চওড়া নিকাশি এবং জমি দাগ নং ৭৫৬২
দক্ষিণে	ফ্ল্যাট নং ৩০৬	দক্ষিণে	সন্ধ্যা রানি দে এর সম্পত্তি
পূর্বে	সকলের জন্য করিডর	পূর্বে	জমি দাগ নং ৭৫৬৫ এবং দাগ নং ৭৫৬৪
পশ্চিমে	খোলা জায়গা	পশ্চিমে	৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং জমি দাগ নং ৭৫৬৬

তারিখ : ২২.১০.২০২৫
স্থান : কলকাতা
স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কলকাতা জোন

WEBSOL

ওয়েবসল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেড
CIN : L29307WB1990PLC048350
রেজিস্টার্ড অফিস : ৫২/১, শেক্সপিয়ার সরণি, ইউনিমার্ক এশিয়ান, ৯ম তল, কলকাতা-৭০০ ০১৭, টেলিফোন ০৩৩ ৪০০৯ ২১০০
ওয়েবসাইট : www.websolenergy.com; ইমেল আইডি : investors@websolenergy.com

[২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১১০ ধারা সহিত পঠিত ২০১৪ সালের (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২২ এবং এমসিএ সার্কুলার (নীচে বিস্তারিত) অনুসারে]

প্রতি,
শেয়ারহোল্ডারগণ
ওয়েবসল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেড
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এবং ১১০ এর বিধান অনুসারে, কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধি, ২০১৪ এর বিধি ২০ এবং বিধি ২২ এর সাথে পঠিত, ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সাধারণ সভা সম্পর্কিত সচিবালয় মান-২, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) বিধি, ২০১৫ এর বিধি ৪৪, আপাতত বলবৎ থাকা যেকোনো বিধিবদ্ধ পরিবর্তন, স্পষ্টীকরণ, প্রতিস্থাপন (গুলি) বা পুনর্প্রণয়ন (গুলি), ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সাধারণ সভা আয়োজন/দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ডাক ব্যালট প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য নির্ধারিত নির্দেশিকা, ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০ এবং ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৭/২০২০, প্রাসঙ্গিক সার্কুলার সহ পঠিত, সাধারণ সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন, নিয়ম এবং প্রবিধান অনুসারে, নীচে বর্ণিত রেজোলিউশনটি ওয়েবসল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেড (''কোম্পানি'') এর সদস্যদের অনুমোদনের জন্য ইলেকট্রনিক মাধ্যমে (''রিমোট ই-ভোটিং'') ভোটদানের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে জমা দেওয়া হচ্ছে।

প্রস্তাবের বর্ণনা	প্রস্তাবের ধরণ
কোম্পানির সার্বিক পরিচালক (নির্বাহী পরিচালক) হিসেবে শ্রীমতী সঞ্জনা খৈতানের পুনঃনিয়োগ	সাধারণ

১৭ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশ এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.websolenergy.com, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড (''বিএসই'') এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (''এনএসই'') যথাক্রমে www.bseindia.com এবং www.nseindia.com এবং এনএসডিএল এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com এ পাওয়া যাবে।
পোস্টাল ব্যালট নোটিশটি কেবলমাত্র সেইসব যোগ্য সদস্যদের কাছে ইমেলের মাধ্যমে পাঠানো হচ্ছে যাদের নাম সদস্যদের নিবন্ধন/সুবিধাভোগী মালিকদের তালিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং যাদের ইমেল আইডি কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট অর্থাৎ আর অ্যান্ড ডি ইনফোটেক প্রা. লি. (''আরটিএ'') / ডিপোজিটরি যেমন ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (''এনএসডিএল'') / সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের সাথে শুক্রবার, ১০ অক্টোবর, ২০২৫ (''কাট-অফ ডেট'') হিসাবে নিবন্ধিত। সদস্যরা কেবলমাত্র নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা অনুসারে দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে সাধারণ রেজোলিউশনে তাদের ভোট দিতে পারবেন। কাট-অফ তারিখে সদস্য নন এমন যেকোনো ব্যক্তিকে কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে পোস্টাল ব্যালট নোটিশ বিবেচনা করা উচিত। কোম্পানির সদস্যদের দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (''এনএসডিএল'') এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে।
রিমোট ই-ভোটিং সুবিধাটি নিম্নলিখিত সময়কালে উপলব্ধ থাকবে :

ইভিইএন নং	**১৩৭৪৮১**
রিমোট ই-ভোটিং শুরু	শুক্রবার, ২৪ অক্টোবর, ২০২৫ সকাল ৯টা (আইএসটি)
রিমোট ই-ভোটিং শেষ	শনিবার, ২২ নভেম্বর, ২০২৫ বিকেল ৫টা (আইএসটি)

এই সময়কালে, ১০ অক্টোবর, ২০২৫ ('কাট-অফ ডেট') শুক্রবার পর্যন্ত ভৌত আকারে অথবা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ারধারী সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন। সদস্য কর্তৃক কোনও প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার পরে, তিনি পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে পারবেন না। সদস্যদের ভোটাধিকার কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের শেয়ারহোল্ডিংয়ের অনুপাতে হবে, যা কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ শুক্রবার, ১০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে প্রযোজ্য।
আপনার কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ শ্রী অভিজিৎ মজুমদার, (এফসিএস নং : এ৯৮০৪/সিওপি নং : ১৮৯৯৫), অনুশীলনকারী কোম্পানি সচিবদেরকে একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট যাচাই-বাছাই করার জন্য নিযুক্ত করেছেন।
রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে প্রদত্ত ভোটের যাচাই-বাছাই সম্পন্ন হওয়ার পর স্ক্রুটিনাইজার কোম্পানির চেয়ারম্যান বা তার দ্বারা অনুমোদিত যেকোনো ব্যক্তির কাছে তার প্রতিবেদন জমা দেবেন এবং পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল সোমবার, ২৪ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে বা তার আগে ঘোষণা করা হবে। প্রদত্ত ভোটের বৈধতার বিষয়ে স্ক্রুটিনাইজারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে।
২২ নভেম্বর, ২০২৫, শনিবার, ভারতীয় সময় বিকেল ৫টার পরপরই এনএসডিএল কর্তৃক ই-ভোটিং সুবিধা বন্ধ করে দেওয়া হবে।
যেসব সদস্য তাদের ই-মেইল ঠিকানা আপডেট করেননি, তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর মাধ্যমে ডিপোজিটরিতে ইলেকট্রনিক আকারে থাকা শেয়ারের ক্ষেত্রে এবং ভৌত আকারে থাকা শেয়ারের ক্ষেত্রে কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, আর এন্ড ডি ইনফোটেক প্রা লি. বা info@rdinfotech.net ইমেল ঠিকানায় অথবা ১৫সি, নরেশ মিত্র সরণি, কলকাতা-৭০০০২৬ ঠিকানায় ডাকযোগে নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
ই-ভোটিংয়ের ফলাফল, স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সহ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.websolenergy.com-এ এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এ প্রকাশ করা হবে এবং বিএসই এবং এনএসই-তে জানানো হবে, যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি সোমবার, ২৪ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে বা তার আগে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
যেকোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা ০২২- ৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন অথবা evoting@nsdl.com-এ অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

ধন্যবাদান্তে
আপনাদের বিশ্বস্ত
ওয়েবসল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেড
স্বা/-
রাজু শর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৭.১০.২০২৫

ছটপুজো উপলক্ষে কাঁকসা থানায় সমন্বয় সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: আসন্ন ছটপুজো উপলক্ষে কাঁকসা থানায় বিভিন্ন ছট পুজো কমিটির সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করেন কাঁকসার এসিপি আয়ুষ পাণ্ডে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা থানার আইসি প্রসূন খাঁ, কাঁকসা ট্রাফিক গার্ডের ওসি অনুপ কুমার হাতি, পানাগড় ফায়ার ব্রিগেডের আধিকারিকরা, পানাগড় আরপিএফ পোস্টের আধিকারিকরা। ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সমীর বিশ্বাস, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নব কুমার সামন্ত-সহ রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীরা।

আগামী ২৭ অক্টোবর সন্ধ্যায় এবং ২৮ অক্টোবর ভোর বেলায় ছট পুজো উপলক্ষে কাঁকসার বিভিন্ন প্রান্তে জলাশয়গুলিতে ভিড় জমাবেন ছট ব্রতীরা। এবছর যাতে ছট পুজো নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, সেই বিষয়ে ছট পুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে বৈঠক করেন কাঁকসার এসিপি। কাঁকসার অন্যান্য জায়গার তুলনায় পানাগড় স্টেশনের পাশে রেল পুকুরে সবথেকে বেশি ভিড় হয়। এছাড়াও বহু মানুষ রেলগেট পারাপার করে ছটঘাটে পৌঁছায়। যাতে রাস্তায় কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে এবং মানুষ নির্বিঘ্নে ছট পুজো সম্পন্ন করতে পারে সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এদিন। তবে ছট পুজো কমিটিগুলির পক্ষ থেকে সমস্ত ছট ঘাটে মহিলা পুলিশের দাবি জানিয়েছেন তারা। এছাড়াও সমস্ত ছট ঘটে পুলিশের কড়া নজরদারির পাশাপাশি যাতে স্বাস্থ্যকর্মীরা মজুদ থাকে সেই বিষয়েও আবেদন করেছেন ছট পুজো কমিটির সদস্যরা। সমীর বিশ্বাস জানিয়েছেন, দুর্গাপুজো কালীপুজোর পাশাপাশি

কাঁকসা ব্লকের ছট পুজো মহাধুমধামে পালিত হয়। কোন কোন ছট ঘাটে কেমন মানুষের ভিড় জমে এবং যাতে ছট পুজো নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় সেই বিষয়ে প্রশাসনের সঙ্গে সমস্ত ছট পুজো কমিটি গুলিকে নিয়ে আলোচনা করা হয়। যাতে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্য আগে থেকেই আগাম প্রস্তুতি নিয়ে রাখবে ট্রাফিক পুলিশ। ছট পুজোর দুই দিন যাতে কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তাই সমস্ত ঘাটে পুলিশের কড়া নজরদারি থাকবে। তবে কাঁকসা ব্লকের মধ্যে পানাগড় স্টেশনের পাশে রেল পুকুরে বহু মানুষের সমাগম হয়। সেই সময় যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তাই গোটা এলাকায় সিসিটিভি ক্যামেরায় নজরদারি রাখা হবে। কাঁকসা থানার পুলিশের সঙ্গে রেল পুলিশের কর্মীরাও নজরদারি চালাবেন। পানাগড় স্টেশন ও রেলগেটগুলিতে রেল পুলিশের কর্মীরা মোতায়েন থাকবেন। তবে ছট ঘাটগুলিতে মহিলা পুলিশ কর্মীরা যাতে মোতায়ন থাকে সেই বিষয়ে আবেদন জানানো হয়েছে।'

অভিযুক্ত ও ধর্ষিত চিকিৎসক ছাত্রীকে নিয়ে টিআই প্যারেড

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসক ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনায় তদন্তে আরও গতি আনতে তৎপর পুলিশ। সহপাঠী-অভিযুক্ত ছাড়া বাকি পাঁচজনের মুখোমুখি টিআই (টেস্ট আইডেন্টিফিকেশন) প্যারেড করা হয় দুর্গাপুর মহকুমা উপ-সংশোধনাগারে।

এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় বিচারকের উপস্থিতিতে, যাতে ধর্ষিতার বয়ান ও শনাক্তকরণ আইনি দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বৈধতা পায়। দুপুরের দিকে ধর্ষিতা চিকিৎসক ছাত্রীকে দুর্গাপুর মহকুমা উপ-সংশোধনাগারে নিয়ে আসা হয় টিআই প্যারেডের জন্য। সঙ্গে ছিলেন তাঁর মা। নিরাপত্তা ছিল কড়া। পৌঁছেছিলেন অতিরিক্ত জেলা বিচারক রাজীব সরকার এবং এই মামলার তদন্তকারী অফিসার (আইও)। সূত্রের খবর, বিচারকের তত্ত্বাবধানেই শুরু হয় টিআই প্যারেডের প্রক্রিয়া। অভিযুক্তদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে ধর্ষিতা চিকিৎসক ছাত্রী কাদের চিহ্নিত করেছেন, সেটিই এখন তদন্তের মূল চাবিকাঠি বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

SBI

এসবিআই আরএসিপিসি দক্ষিণ কলকাতা (১৬২৮৬)

[illegible] E-mail: sbi.16286@sbi.co.in

সারফেইসি আইন, ২০০২ এর ১৩(২) ধারা অধীন বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল

জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১

ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি -sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং -০৮০০১২০৭৮১১

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) এবং রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নলিখিত তারিখে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ১১.১১.২০২৫

নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ডিরেক্টর এবং জামিনদাতার নাম	বিক্রয়কৃত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**ঋণগ্রহীতা : সাকেত ইনফ্রা ডেভেলপারস প্রা লি.** **ঠিকানা :** ৪৬, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট,২য়তল, রুম নং ৪, কলকাতা : ৭০০০১২। **ব্যক্তিগত জামিনদাতাগণ : ১) শ্রী সাকেত খৈতান,** পিতা শশী কান্ত খৈতান। **ঠিকানা :** ফোর্ট রেসিডেন্সি, ব্লক ১ এ ৩৮, এস এন রায় রোড, সাহাপুর পোস্ট অফিসের নিকট,সার্কাস এভিনিউ,কলকাতা - ৭০০০৩৮। **২) শ্রী সৌরভ খৈতান,** পিতা বিজয় কুমার খৈতান, ঠিকানা : ৫০৩, গঙ্গা অ্যাপার্টমেন্ট, শান্তি ভবন, ব্যাঙ্ক মোড়, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড- ৮২৬০০১। **৩) শ্রীমতি কিরণ খৈতান,** পিতা মাতাদিন টিবরেওয়াল, **ঠিকানা :** ৩৮, এস এন রায় রোড, সাহাপুর,কলকাতা - ৭০০০৩৮। **৪) শ্রী অভিষেক টিবরেওয়াল,** পিতা লক্ষ্মণ প্রসাদ টিবরেওয়াল, ঠিকানা : ফোর্ট রেসিডেন্সি, ব্লক ১ এ ৩৮, এস এন রায় রোড, সাহাপুর পোস্ট অফিসের নিকট, সাহাপুর, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০৩৮। **৫) শ্রী অরবিন্দ কুমার মিশ্র,** পিতা প্রথম নারায়ণ মিশ্র, ঠিকানা : রানিয়া এ, প্রগতি পার্ক, রাজপুর সোনারপুর (এম), বোরাল, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৫৪ এবং **কর্পোরেট জামিনদাতা:** সাকেত প্রমোটার্স লিমিটেড। **ঠিকানা** : ৪৬, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, ২য়তল,কলকাতা-৭০০০১২।	ফ্ল্যাট নং ৪বি (২বিএইচকে) ৫মতলে, পরিমাপ এরিয়া ১১০৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া। অবস্থিত ভবনের নাম সাকেত সদন, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির জমির বা চাতালের যেখানে ভবন নির্মিত এরিয়া ১১ কাঠা ২ ছটাক কমবেশি অবস্থিত প্রেমিসেস নং ২৩১এ, রায় বাহাদুর রোড, থানা : বেহালা, ওয়ার্ড নং ১১৮, বরো নং ১৩, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, কলকাতা : ৭০০০৩৪, আরএস প্লট দাগ নং৭২৫/১৫১৯, অংশ আরএস প্লট দাগ নং ৭২৫/১৫২৫,নথিভুক্ত আরএস খতিয়ান নং ১১৭৯, মৌজা : পাঁজা সাহাপুর, জেএল নং ৯, তৌজি নং ১৫৯, ২০৬, ২১০, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,। উক্ত প্রেমিসেস বন্ধকদত্ত রেজিস্টার্ড দলিল নং ১৯০২০০৪২৬ -২০১৯ সালের অনুযায়ী, সাকেত প্রমোটার্স লি দ্বারা। প্রেমিসেস বসবাসের ভবন সাকেত সদন,নির্মিত এর চৌহদ্দি :উত্তরে : সুনীল ঘোষের ভবন, পূর্বে : জমি প্রেমিসেস নং ২৩১, রায়বাহাদুর রোড, পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে : রায় বাহাদুর রোড। **(সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত)।** **দ্রষ্টব্য : ডিআরটি-১ সমীপে এসএ দাখিল করা হয়েছে উল্লেখ্য এসএ/২৭৫/২০২৩, কিন্তু সম্পত্তি বিক্রির ক্ষেত্রে কোনও স্থগিতাদেশ নেই।**	**২,২০,৭৪,৮৭৬.০০ টাকা (দুই কোটি কুড়ি লাখ চুয়াত্তর হাজার আটশ ছিয়াত্তর টাকা) (মূল এবং সুদ সহ ১৪.০৭.২০২৫ অনুযায়ী)** উপরোক্ত পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি সহ পরবর্তী সুদ চুক্তি হারে উক্ত পরিমানের সঙ্গে এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি ১ ফ্ল্যাট এর বিক্রয় প্রক্রিয়া ব্যতীত ৫০.৪০ লাখ টাকা, নিলাম তারিখ ১৩.১২.২০২৪। **যোগাযোগ ব্যক্তি** **৮০০১২০৭৮১১** **৯৬৭৪৭১৯৬৮৪**	৩৮,৫০,০০০.০০ টাকা ৩,৮৫,০০০.০০ টাকা ২৫,০০০.০০ টাকা পর্যবেক্ষণের তারিখ - ০৪.১১.২০২৫

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com

খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ২৫.১০.২০২৫
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল

জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১

ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি -sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল - ০৮০০১২০৭৮১১

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ১১.১১.২০২৫ (ক্রম নং ১ এবং ২)

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৫.১১.২০২৫ (ক্রম নং ৩)

নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ ডিরেক্টর এবং জামিনদাতার নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**ঋণগ্রহীতা :** **শ্রী সৌমেন সামন্ত** পিতা হরিসাধন সামন্ত **শ্রী গজেন সামন্ত** পিতা হরিসাধন সামন্ত **শ্রী কার্তিক সামন্ত** পিতা দীপেন সামন্ত **শ্রীমতি সুমনা সামন্ত** প্রয়াত রথীন সামন্তর স্ত্রী এবং আইনি উত্তরাধিকারী, **শ্রীমতি সুমনা সামন্ত** প্রমীলা সামন্তর অভিভাবক , প্রয়াত রথীন সামন্তর কন্যা এবং আইনি উত্তরাধিকারী, **সকলের ঠিকানা :** গ্রাম ভগীরথপুর,পো : রাজগঞ্জ, পশ্চিম মেদিনীপুর- ৭২১২০১।	জমির পরিমাপ আনুমানিক ৬০ ডেসিমেল এবং তদস্থিত নির্মাণ মৌজা : ভগীরথপুর, জেএল নং ২৫৬, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৪৫৫, এলআর খতিয়ান নং ৯৮১, ৬৫৬, ৪৭৫, ১৩৪, বন্দিপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : চন্দ্রকোনা,জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, **দলিল নং ১-৬২২৯-২০১০** সালের তারিখ ২৮.১২.২০১০, সম্পত্তি ১) **সৌমেন সামন্ত** পিতা হরিসাধন সামন্ত, ২) **কার্তিক সামন্ত** পিতা দীপেন সামন্ত, ৩) **গজেন সামন্ত** পিতা হরিসাধন সামন্ত, ৪) **রথীন সামন্ত** পিতা হরিসাধন সামন্ত। **(সম্পত্তি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলীকৃত)**	**৩৩,৭৪,৫৬১.০১ টাকা (তেত্রিশ লাখ চুয়াত্তর হাজার পাঁচশ একষট্টি টাকা এবং এক পয়সা) ১৮.০৪.২০২২ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৯৬৮৪	৩০,১৯,০০০.০০ টাকা ৩,০১,৯০০.০০ টাকা ২৫,০০০.০০ টাকা পর্যবেক্ষণের তারিখ ০৪.১১.২০২৫
২	**ঋণগ্রহীতা :** **এস পি এম ব্রিক ফিল্ড প্রোডাক্ট** **শ্রী শান্তিপদ মজুমদার (স্বত্বাধিকারী)** **ঠিকানা :** গ্রাম এবং পো : শিলদা, ঝাড়গ্রাম, পিন : ৭২১৫১৫।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা : ভানরারু, জেএল নং ২২৩, এলআর খতিয়ান নং ১৫৪, প্লট নং ১৬৩, থানা : বেলপাহাড়ি,জমির এরিয়া ১.৫৮ একর, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য **দলিল নং ১-৪৬-২০১১** সালের। সম্পত্তি রেজিস্ট্রিকৃত **শ্রী শান্তিপদ মজুমদার এর নামে। চৌহদ্দি** দলিল অনুযায়ী : উত্তরে : কালীপদ মুর্মুর নামে, দক্ষিণে : কন্দ এবং নন্দ এর জমি, পূর্বে : গোবর্ধন শবর এর জমি, পশ্চিমে : সড়ক এবং ক্যানাল। **(সম্পত্তি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলীকৃত)।**	**২০,৯২,৯৭৭.০০ টাকা (কুড়ি লাখ বিরানব্বই হাজার নশো সাতাত্তর টাকা) ০৯.০৭.২০২১ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৯৬৮৪	৩০,১০,০০০.০০ টাকা ৩,০১,০০০.০০ টাকা ২৫,০০০.০০ টাকা পর্যবেক্ষণের তারিখ ০৪.১১.২০২৫
৩	**ঋণগ্রহীতা :** **সুনীতা কন্থ** পিতা শ্রী রতন লাল কন্থ, **শ্রীমতি শান্তি দেবী কন্থ,** স্বামী শ্রী রতন লাল কন্থ, **সকলের ঠিকানা :** ২৩, রাজে শিবপুর রোড, থানা : শিবপুর, হাওড়া, পিন : ৭১১১০১, **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ২সি, ৩য়তল, প্রেমিসেস নং ৬০, বাজে শিবপুর রোড, পো শিবপুর, হাওড়া, পিন : ৭১১১০১।	বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২সি, ৩য়তলে, এরিয়া ১০৬০ বর্গফুট টাইলস মেঝে ভবনে, মৌজা : শিবপুর, আরএস খতিয়ান নং ৬১, প্রেমিসেস নং ৬০, ওয়ার্ড নং ৩৪, বাজে শিবপুর রোড, থানা : শিবপুর, হাওড়া পৌর সংস্থা অধীন, জেলা : হাওড়া। সম্পত্তি **শ্রীমতি সুনীতা কন্থ এবং শ্রীমতি শশী দেবী কন্থ, উল্লেখ্য দলিল নং ৫৯৫৬-২০১৭** সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১,ভলুম নং ১৯০১-২০১৭, পৃষ্ঠা ১৯৮৪৪৭ থেকে ১৯৮৪৭৮, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স-১ এর অফিস, কলকাতা সমীপে। **(সম্পত্তি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলীকৃত)।**	**৪৩,৪২,৫৭৫.০০ টাকা (তেতাল্লিশ লাখ বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশ পঁচাত্তর টাকা) ০৯.১১.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৯৬৮৪	২৯,৮৪,০০০.০০ টাকা ২,৯৮,৪০০.০০ টাকা ২৫,০০০.০০ টাকা পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৮.১১.২০২৫

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com

খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা যোগাযোগ করুন ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ২৫.১০.২০২৫
স্থান : কলকাতা

কোনও অসুবিধার ক্ষেত্রে ইংরাজি মাধ্যম প্রাধান্য পাবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

বেঁক অফ় ইংডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

জোনাল অফিস- হাওড়া জোন

৫ বিটিএম সরণি, চতুর্থ ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য সারফায়েসি এ্যাক্ট, ২০০২ অধীন)

যেহেতু ব্যাঙ্ক, সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (সারফায়েসি) এর সেকশন ১৩(৪) অনুযায়ী তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত আধিকারিকের মাধ্যমে ঋণ আদায়ের জন্য নিম্নলিখিত সম্পত্তিগুলির ই-নিলাম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

শাখা / অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতা / জামিনদারদের নাম ও ঠিকানা	সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণ / বকেয়া পরিমাণ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও দখলের তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য এবং ইএমডি
শাখা: শিবপুর **অ্যাকাউন্ট- শ্রী তাপস কুমার চন্দ্র (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- গোবিন্দলাল চন্দ্র **অ্যাকাউন্ট নং- ৪০৩৪৬২৬১০০০০০০৯** **সহ-আবেদনকারী: শ্রীমতী শুভ্রা চন্দ্র** **ঠিকানা:** ২৩/১/১, লোকনাথ চ্যাটার্জি লেন, শিবপুর, হাওড়া-৭১১১০২।	আবাসিক ফ্ল্যাট (ফ্ল্যাট নং- জি-১), এসবিইউএ-৫৯৮ বর্গফুট, জি+৩ ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে (সম্পূর্ণ গ্রাউন্ড ফ্লোর) অবস্থিত যা হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অন্তর্গত ওয়ার্ড নং-৩৪, প্রেমিসেস নং ৫৭/১১, ধর্মতলা লেন, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১১০২, পশ্চিমবঙ্গ এ অবস্থিত শ্রী তাপস কুমার চন্দ্র এবং শ্রীমতী শুভ্রা চন্দ্র-এর নামে নথিভুক্ত। **ফ্ল্যাটের সীমানা: উত্তর**- করিডোর ও সিঁড়ি দ্বারা। **দক্ষিণ**- বিল্ডিংয়ের সাধারণ পথ দ্বারা। **পূর্ব**- বিল্ডিংয়ের সাধারণ পথ দ্বারা। **পশ্চিম**- বিল্ডিংয়ের সাধারণ পথ দ্বারা। **সম্পত্তির সীমানা: উত্তর**- ১২ ফুট চওড়া সাধারণ পথ দ্বারা। **দক্ষিণ**- বিশ্বনাথ দাসের সম্পত্তি দ্বারা। **পূর্ব**- সুকুমার রায়ের সম্পত্তি দ্বারা। **পশ্চিম**- কার্তিক চন্দ্র দাসের সম্পত্তি দ্বারা।	**৬,২৪,০৮০.৬১/- টাকা তদুপরি ইউসিআই এবং তার উপর খরচ**	**দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ-** ১৮.১০.২০২১ **প্রতীকী দখলের তারিখ-** ০২.০২.২০২২	**সংরক্ষিত মূল্য-** ২০,৪৮,৫০০/- টাকা **ইএমডি-** ২,০৪,৮৫০/- টাকা
শাখা: ডবসন লেন **অ্যাকাউন্ট- শ্রী রামকৃষ্ণ দে (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- সুভাষ দে **অ্যাকাউন্ট নং- ৪০৩১৭৫১১০০০০১০১** **ঠিকানা:** গ্রাম ও পোস্ট-আনুর, থানা- গোগাট, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৬১২। **ফ্ল্যাটের ঠিকানা:** ফ্ল্যাট নং-৩০১, তৃতীয় ফ্লোর, শিবম অ্যাপার্টমেন্ট, ৩৮/৯ এস.এন.এন গাঙ্গুলী রোড, পোস্ট-সাঁতরাগাছি, থানা-শিবপুর, জেলা-হাওড়া, পিন-৭১১১১০। **জামিনদার: শ্রী শ্যামল কুমার দাস** **ঠিকানা:** পিতা- প্রয়াত শিবু কুমার দাস, ৪১/৭, তাঁতি পাড়া লেন, সাঁতরাগাছি, হাওড়া-৭১১১০৪।	আবাসিক ফ্ল্যাট (ফ্ল্যাট নং- ৩০১), এসবিইউএ-৩৬০ বর্গফুট, এটি শিবম অ্যাপার্টমেন্ট নামে একটি গ্রাউন্ড ফ্লোর সহ ৩-তলা ভবনের তৃতীয় ফ্লোরে অবস্থিত। মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং-৩৮/৯, শাস্ত্রী নরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী রোড, মৌজা-শিবপুর, জে.এল. নং-১, দাগ নং-১৫৭, ২২৪, খতিয়ান নং-২০১, থানা- শিবপুর, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অন্তর্গত, ওয়ার্ড নং-৪৪, জেলা-হাওড়া, পিন-৭১১১১০, শ্রী রামকৃষ্ণ দে-এর নামে ডিড নং-আই-৫৩০৪/২০১৭ অনুযায়ী নথিভুক্ত। **ফ্ল্যাটের সীমানা: উত্তর**- উন্মুক্ত আকাশ দ্বারা। **দক্ষিণ**- ফ্ল্যাট নং-৩০২ দ্বারা। **পূর্ব**- লবি, সিঁড়ি ও অন্য ফ্ল্যাট দ্বারা। **পশ্চিম**- উন্মুক্ত আকাশ দ্বারা। **সম্পত্তির সীমানা: উত্তর**- ৩৮(পি) এস.এন.এন গাঙ্গুলী রোড ও মহেশ পাল লেন দ্বারা। **দক্ষিণ**- ৩৮(পি) এস.এন.এন গাঙ্গুলী রোড দ্বারা। **পূর্ব**- ৩৮(পি) এস.এন.এন গাঙ্গুলী রোড দ্বারা। **পশ্চিম**- এস.এন.এন গাঙ্গুলী রোড দ্বারা।	**৬,৫৮,৪৪১.৮৯/- টাকা তদুপরি ইউসিআই এবং তার উপর খরচ**	**দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ-** ৩০.০১.২০২৪ **প্রতীকী দখলের তারিখ-** ০৭.০৫.২০২৪	**সংরক্ষিত মূল্য-** ১০,৯৪,০০০/- টাকা **ইএমডি-** ১,০৯,৪০০/- টাকা
শাখা: সালকিয়া **অ্যাকাউন্ট: সুপার অক্সিটেক প্রাইভেট লিমিটেড অ্যাকাউন্ট নং-৪০৫৩৩০০০০০০১৯, ৪০১৬৭০২১২০০০০০০৮** **ডিরেক্টর/জামিনদার/বন্ধকদাতা- শ্রী শিও শঙ্কর শ' ও শ্রীমতী বিভা শ'** **ঠিকানা:** শ্রী শিও শঙ্কর শ', পিতা শ্রী বিশ্বনাথ প্রসাদ শ', বাসস্থান-১৪৪/১৪৫, জে.এন. মুখার্জি রোড, ঘুসুরি, জেলা- হাওড়া, পিন কোড- ৭১১১০২, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	শিল্প সম্পত্তি/জমি, ফ্যাক্টরি বিল্ডিং, কাঠামো, শেড, প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি যা সুপার অক্সিটেক প্রাইভেট লিমিটেড-এর নামে নথিভুক্ত, পূর্বতন হোল্ডিং নং-১৪৭/১ এর অংশ এবং বর্তমানে ১৪৭/১/২০, ১৪৭/১/২১ এবং ১৪৭/১/২২, জে.এন. মুখার্জি রোড-এ অবস্থিত, যা হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অন্তর্গত, ওয়ার্ড নং- ৪, ঘুসুরি, থানা- মালীপাঁচঘড়া, জেলা- হাওড়া, পিনকোড- ৭১১১০২, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, **মেসার্স সুপার অক্সিটেক প্রাইভেট লিমিটেড-এর নামে নথিভুক্ত।** **সম্পত্তির সীমানা: উত্তর**- ২০ ফুট চওড়া সাধারণ পথ দ্বারা। **দক্ষিণ**- অন্যের ফ্যাক্টরি দ্বারা। **পূর্ব**- ২৩ ফুট চওড়া সাধারণ পথ দ্বারা। **পশ্চিম**- সিতারা ভবন ও অন্যের ফ্যাক্টরি দ্বারা।	**২,১৩,০৩,৪২৩.৮৭ টাকা তদুপরি ইউসিআই এবং তার উপর খরচ**	**দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ-** ০৩.০৮.২০১৩ **প্রতীকী দখলের তারিখ-** ২২.০১.২০১৪ **বাস্তবিক দখলের তারিখ-** ১৭.০৪.২০২৩	**সংরক্ষিত মূল্য-** ২,৪৫,০০,০০০/- টাকা **ইএমডি-** ২৪,৫০,০০০/- টাকা

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: ২৫.১১.২০২৫ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত। পরিদর্শনের জন্য সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগ করুন।

নিয়ম ও শর্তাবলী:

(১) অকশন বিক্রয়/বিডিং শুধুমাত্র **'অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং'** প্রক্রিয়ার মাধ্যমে **https://BAANKNET.com ওয়েবসাইটের** মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

(২) **নিলামের তারিখ ও সময়- ২৫.১১.২০২৫ সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা পর্যন্ত সমস্ত সম্পত্তির জন্য, যার পরে প্রতিটির ১০ মিনিটের জন্য সীমাহীন সম্প্রসারণ থাকবে, অর্থাৎ শেষ ১০ মিনিটের মধ্যে কোনো বৈধ বিড পাওয়া গেলে, নিলামটি আরও ১০ মিনিটের জন্য বাড়ানো হবে।** শেষ ১০ মিনিটের মধ্যে কোনো বৈধ বিড না পাওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। নিলামটি উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের এক ধাপ উপরে শুরু হবে। **বিডাররা তাদের প্রস্তাবগুলি ১০,০০০/- টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র)-র গুণিতকে বৃদ্ধি করবেন। আগ্রহী পক্ষগুলি ২৫.১০.২০২৫ থেকে ২৪.১১.২০২৫ পর্যন্ত সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টার মধ্যে সম্পত্তিগুলি পরিদর্শন করতে পারেন।**

(৩) **আগ্রহী বিডারদের https://BAANKNET.com পোর্টালে তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে এবং তাদের ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড নিতে হবে।** সম্ভাব্য বিডাররা নিলামের জন্য কীভাবে নিবন্ধন করতে হয়, নিলামের পদ্ধতি এবং অনুসরণযোগ্য অন্যান্য প্রক্রিয়া উপরে উল্লিখিত লিঙ্কে দেখতে পারেন। যেকোনো অনুসন্ধানের জন্য আগ্রহী বিডাররা **ঋষভ বর্মণ - মো- ৭৯৮০৩৩ ৭৭২১ অথবা শ্রী জ্ঞান কমল, মো -৯৪০৮৮ ৪৩৩৮৬ (ব্রাঞ্চ ম্যানেজার- শিবপুর) / শ্রী চন্দন কুমার, মো- ৭৭৮১০ ১৩৪১৪ (ব্রাঞ্চ ম্যানেজার - ডবসন লেন) / শ্রী প্রভাত রঞ্জন, মোঃ ৭৯০৩৭৩০৫২১ (ব্রাঞ্চ ম্যানেজার - সালকিয়া) -এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।**

(৪) বিডারদেরকে কিছু আনুষ্ঠানিকতা আগে থেকেই সম্পন্ন করতে হবে যেমন:
ক) বিডার/ক্রেতা নিবন্ধন- বিডারকে মোবাইল নম্বর এবং ইমেল আইডি ব্যবহার করে ই-নিলাম পোর্টালে **https://BAANKNET.com** -এ নিবন্ধন করতে হবে।
খ) কেওয়াইসি যাচাইকরণ- বিডারকে প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি আপলোড করতে হবে। কেওয়াইসি নথিগুলি ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী দ্বারা যাচাই করা হবে (২ দিন পর্যন্ত সময় লাগতে পারে)।
গ) ইএমডি পরিমাণ গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে স্থানান্তর- ই-নিলাম পোর্টালে তৈরি চালান ব্যবহার করে এনইএফটি/স্থানান্তর এর মাধ্যমে অনলাইন/অফলাইন তহবিল স্থানান্তর। সম্ভাব্য বিডাররা বিশদ বিবরণের জন্য **https://BAANKNET.com** দেখতে পারেন।

(৫) অনলাইনে জমা দেওয়া বিড ফর্মের একটি অনুলিপি, সংযুক্ত কাগজপত্র সহ, **অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হাওড়া জোনাল অফিস, ৫, বি.টি.এম. সরণি, চতুর্থ ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১ -এর কাছে ফরোয়ার্ড করতে হবে অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে ARD.Howrah@bankofindia.co.in -এ পাঠাতে হবে যাতে তা ২৫.১১.২০২৫ এর আগে পৌঁছায়।**

(৬) উপরের সম্পত্তি/সম্পদগুলি 'যেখানে যেমন আছে **ভিত্তিতে', 'যে অবস্থায় যেমন আছে ভিত্তিতে' এবং 'কোনো দাবি ছাড়াই ভিত্তিতে'** বিক্রি করা হবে। আগ্রহী বিডারদের তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে নিলামে রাখা সম্পত্তির দায়বদ্ধতা, টাইটেল এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার/বকেয়া, এবং বাস্তবিক দখল নিতে জড়িত সময় ও খরচ (প্রতীকী দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তির জন্য) সম্পর্কে নিজেদের অনুসন্ধান করে নেওয়া উচিত। সম্পত্তি কর, বিদ্যুৎ চার্জ ইত্যাদি সহ সমস্ত বকেয়া বিধিবদ্ধ চার্জ সফল বিডারকে বহন করতে হবে। অনুমোদিত অফিসার/সুরক্ষিত ঋণদাতা কোনোভাবেই কোনো তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়া/দায়বদ্ধতার জন্য এবং বাস্তবিক দখল নিতে জড়িত কোনো বিলম্ব, খরচ এবং/অথবা আইনি সমস্যার জন্য (প্রতীকী দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তির ক্ষেত্রে) দায়ী থাকবেন না।

(৭) উপরে তালিকাভুক্ত বিবরণগুলি অনুমোদিত অফিসার/ব্যাংকের সেরা তথ্য অনুযায়ী বলা হয়েছে। এই জনবিজ্ঞপ্তিতে কোনো ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য অনুমোদিত অফিসার এবং/অথবা ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।

(৮) উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি উপরে বর্ণিত সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না। আগ্রহী বিডারদেরকে অবশ্যই **https://BAANKNET.com** -এ প্রদত্ত ওয়ালেটে উপরে বর্ণিত ইএমডি পরিমাণ জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা দেওয়ার প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ উপরে উল্লিখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।

(৯) **আগ্রহী বিডারদেরকে নিলামের তারিখের আগেই, কোনো অবস্থাতেই ২৫.১১.২০২৫ বিকাল ০৫.০০ টার পরে নয়, উল্লিখিত পোর্টালে নিজেদের নিবন্ধন করতে হবে এবং ইএমডি-এর পরিমাণ জমা দিতে হবে।**

(১০) **সর্বোচ্চ/সফল বিডারকে বিডের পরিমাণের ২৫%, যার মধ্যে ইতিমধ্যে পরিশোধিত ইএমডি অন্তর্ভুক্ত, অবিলম্বে অর্থাৎ অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় গ্রহণের দিনেই বা পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে জমা দিতে হবে, অন্যথায় ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে।** এখানে উল্লিখিত সম্পত্তির সফল বিডার/ক্রেতা হিসাবে সর্বোচ্চ বিডারকে ঘোষণা করা হবে যদি বিডার আইনত বিড করার যোগ্য হন।

(১১) **বিড/ক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫% অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় বিড গ্রহণ/নিশ্চিতকরণের ১৫ দিনের মধ্যে বা তার আগে (ব্যাঙ্কিং সময়ের মধ্যে) পরিশোধ করতে হবে। সফল বিডার অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে, বিডার কর্তৃক ইতিমধ্যেই জমা দেওয়া অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে। অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক সম্পত্তির নতুন নিলাম পরিচালনার জন্য স্বাধীন থাকবেন এবং খেলাপি ক্রেতা/বিডারের সম্পত্তি বা পরিশোধিত যেকোনো অর্থের উপর বা পরবর্তীতে যে দামে সম্পত্তি বিক্রি হতে পারে তার কোনো অংশের উপর যেকোনো দাবি বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।**

(১২) সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্য প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার বিডারের নামে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন এবং তার পরে বিক্রয়টি সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাঙ্ক কোনো দাবি গ্রহণ করবে না।

(১৩) ব্যর্থ বিডারের ইএমডি কোনো সুদ/খরচ/চার্জ ছাড়াই ফেরত দেওয়া হবে।

(১৪) অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ বিড বা যেকোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কারণ না দর্শিয়ে যেকোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার এবং কোনো কারণ না দর্শিয়ে তাঁর সম্পূর্ণ বিবেচনার ভিত্তিতে বিক্রয় স্থগিত/পেছানো/বাতিল করার বা বিক্রয়ের যেকোনো শর্তাবলী পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

(১৫) সফল বিডার/ক্রেতাকেই কনভেন্স ডিড, কর সহ, প্রযোজ্য হলে পরিষেবা কর/টিডিএস সহ সমস্ত চার্জ/ফি বহন করতে হবে।

(১৬) এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) অনুসারে উপরের ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতাদের অগ্রিম ৩০ দিনের নোটিশ হিসাবেও গণ্য হবে।

(১৭) আরও বিস্তারিত বিবরণ, প্রক্রিয়া সম্মতি ও শর্তাবলী ডাউনলোডের জন্য, অনুগ্রহ করে **https://www.bankofindia.co.in** দেখুন।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৫.১০.২০২৫

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া - হাওড়া জোন

জিএসটি সংস্কার দেশের অর্থনীতিকে নতুন গতি দিয়েছে: প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর: জিএসটি সংস্কারের সুফল তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, জিএসটি সংস্কার দেশের অর্থনীতিকে নতুন গতি দিয়েছে। ১৭তম রোজগার মেলার অধীনে প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন ৫১ হাজারের বেশি চাকরিপ্রার্থীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন। ভার্চুয়ালি এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সম্প্রতি ধনতেরাস এবং দীপাবলিতে আমরা রেকর্ড বিক্রি দেখেছি, নতুন রেকর্ড তৈরি হয়েছে এবং পুরনো রেকর্ড ভেঙে গেছে। এটি দেখায় যে জিএসটি সংস্কার কী ভাবে দেশের অর্থনীতিকে নতুন গতি দিয়েছে। আমরা এমএসএমই সেক্টর এবং খুচরো বাণিজ্যেও এই সংস্কারের ইতিবাচক প্রভাব দেখতে পাচ্ছি। এটি উৎপাদন, সরবরাহ, প্যাকেজিং এবং বিতরণের মতো ক্ষেত্রে অসংখ্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করছে।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'এখন ভারত বিশ্বের সবচেয়ে তরুণ দেশ। আমরা ভারতের যুব সম্ভাবনাকে একটি বড় শক্তি হিসেবে বিবেচনা করি। আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গি এবং আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। এমনকী, আমাদের বিদেশনীতিও ভারতের যুবদের স্বার্থের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। আমাদের কূটনৈতিক আলোচনা এবং বিশ্বব্যাপী সমঝোতা স্মারকগুলিতে যুব প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সম্প্রতি, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ভারত সফর করেছেন। তাঁর সফরের সময়, ভারত এবং ব্রিটেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ফিনটেক এবং সবুজ শক্তির মতো ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়াতে সম্মত হয়েছে। কয়েক মাস আগে ভারত এবং ব্রিটেনের মধ্যে স্বাক্ষরিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিও নতুন সুযোগ তৈরি করবে। একইভাবে, বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় দেশের সঙ্গে বিনিয়োগ অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে হাজার-হাজার নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ব্রাজিল, সিঙ্গাপুর, কোরিয়া এবং কানাডা-সহ অনেক দেশের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। স্টার্টআপ এবং এমএসএমই সমর্থন পাবে। রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে এবং তরুণরা বিশ্বব্যাপী প্রকল্পগুলিতে কাজ করার নতুন সুযোগ পাবে। অনেক সুযোগ তৈরি হবে।'

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, তরুণ প্রজন্মের সাফল্যই দেশের সাফল্যের চাবিকাঠি। তিনি বলেছেন, 'বিকশিত ভারতের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রম করে যেতে হবে।' চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগপত্র তুলে দিতে গিয়ে এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আপনাদের মতো তরুণ কর্মযোগীরাই বিকশিত ভারতের সংকল্পকে বাস্তবে রূপান্তরিত করবেন। এই যাত্রায়, আইজিওটি কর্মযোগী ভারত প্ল্যাটফর্মটি অনেক সাহায্য করতে পারে। প্রায় ১.৫ কোটি সরকারি কর্মচারী ইতিমধ্যেই তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এই প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করছেন। এতে যোগদানের মাধ্যমে, আপনিও সুশাসন সম্পর্কে আপনার ধারণাকে শক্তিশালী করতে পারেন এবং জাতি গঠনে আরও কার্যকরভাবে অবদান রাখতে পারেন।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'গত ১১ বছর ধরে, দেশ একটি বিকশিত ভারত গড়ার সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছে, এই যাত্রায় যুবসমাজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।'

রাষ্ট্রসঙ্ঘে সব কিছু ঠিকঠাক চলছে না, উদ্বিগ্ন জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর: রাষ্ট্রসঙ্ঘে সব কিছু ঠিকঠাক চলছে না, এটা স্বীকার করতে হবে। এমনই উদ্বেগের কথা বললেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। বিদেশমন্ত্রী বলেন, 'রাষ্ট্রসঙ্ঘের সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিজস্ব সদস্যপদ প্রতিফলিত করে না বা বৈশ্বিক অগ্রাধিকারগুলিকেও সম্বোধন করে না। এর বিতর্কগুলি ক্রমশ মেরুকৃত হয়ে উঠেছে এবং এর কাজ দৃশ্যত অচল হয়ে পড়েছে। সংস্কার প্রক্রিয়া ব্যবহার করেই যে কোনও অর্থবহ সংস্কার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এখন আর্থিক সীমাবদ্ধতা একটি অতিরিক্ত উদ্বেগ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের পুনর্গঠনের চেষ্টা করার সময়ও কী ভাবে তাকে টিকিয়ে রাখা যায়, তা স্পষ্টতই আমাদের সকলের সামনে একটি বড় চ্যালেঞ্জ।'

বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর শুক্রবার নতুন দিল্লিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ৮০তম বার্ষিকী উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করেন। পরে তিনি বলেন, 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিক্রিয়ার চেয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সামনে যে চ্যালেঞ্জগুলো রয়েছে, তার সম্পর্কে খুব কম উদাহরণই বেশি দেখা যায়। যখন নিরাপত্তা পরিষদের একজন বর্তমান সদস্য খোলাখুলি ভাবে সেই সংস্থাটিকেই রক্ষা করেন, যেটি পহেলগাঁওয়ের মতো বর্বরোচিত সন্ত্রাসী হামলার দায় স্বীকার করেছে, তখন বহুপাক্ষিকতার বিশ্বাসযোগ্যতার উপর এর কী প্রভাব পড়ে? একইভাবে, যদি বিশ্বব্যাপী কৌশলের নামে সন্ত্রাসবাদের শিকার এবং অপরাধীদের সমান করা হয়, তা হলে বিশ্ব কতটা নিন্দনীয় হতে পারে। যখন স্বঘোষিত সন্ত্রাসীদের নিষেধাজ্ঞার প্রক্রিয়া থেকে রক্ষা করা হয়, তখন এর সঙ্গে জড়িতদের আন্তরিকতার কী প্রমাণ পাওয়া যায়?'

পীযূষ পাণ্ডের প্রয়াণে ব্যথিত প্রধানমন্ত্রী

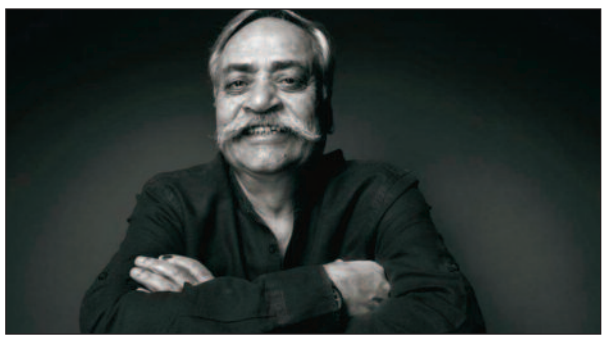

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর: 'আব কি বার, মোদী সরকার' স্লোগানের জনক তথা দেশের একাধিক বিখ্যাত বিজ্ঞাপনের স্রষ্টা পীযূষ পাণ্ডের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শোকাহত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলও। শুক্রবার এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শোকবার্তায় জানিয়েছেন, 'শ্রী পীযূষ পাণ্ডেজি তাঁর সৃজনশীলতার জন্য প্রশংসিত ছিলেন। বিজ্ঞাপন এবং কমিউনিকেশনের জগতে তিনি এক অসামান্য অবদান রেখেছেন। বছরের পর বছর ধরে আমাদের মধ্যে যে কমিউনিকেশন ছিল, তা আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। তাঁর মৃত্যুতে আমি শোকাহত। তাঁর পরিবার এবং ভক্তদের প্রতি আমার সমবেদনা। ওম শান্তি।'

শোকবার্তায় পীযূষ গোয়েল জানিয়েছেন, 'পদ্মশ্রী পীযূষ পাণ্ডের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করার জন্য সত্যিই আমার ভাষা নেই। তাঁর সৃজনশীল প্রতিভা গল্প বলার ধরনকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেছিল, আমাদের অবিস্মরণীয় এবং কালজয়ী আখ্যান দিয়েছিল। আমার কাছে, তিনি এমন একজন বন্ধু ছিলেন যাঁর প্রতিভা তাঁর সত্যতা, উষ্ণতা এবং বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে উজ্জ্বল ছিল। আমি সর্বদা আমাদের আকর্ষণীয় মিথস্ক্রিয়াকে লালন করব। তিনি একটি গভীর শূন্যতা রেখে গেছেন, যা পূরণ করা কঠিন। তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং ভক্তদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা। ওম শান্তি!'

ডিজিটাল প্রশাসনে জোর যোগী সরকারের

লখনউ, ২৪ অক্টোবর: যোগী আদিত্যনাথ সরকার ডিজিটাল শাসনব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করছে, যা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কর্মযোগী মিশনের উপর ভিত্তি করে প্রশাসনে দক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করবে। এই উদ্যোগের আওতায়, রাজ্যজুড়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আইজিওটি কর্মযোগী ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, জনসেবা প্রদান উন্নত করার জন্য তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা দিয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে। সমাজকল্যাণ বিভাগ এই রূপান্তরের একটি মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে, যা নাগরিকদের দ্রুত এবং আরও স্বচ্ছ পরিষেবা থেকে উপকৃত করা নিশ্চিত করবে।

২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৩,৯০০ কর্মকর্তা, নিয়মিত এবং চুক্তিভিত্তিক কর্মী এবং শিক্ষক পোর্টালে নিবন্ধিত হয়েছেন। সম্মিলিতভাবে তারা ২১,১৫০টি অনলাইন কোর্স সম্পন্ন করেছেন, যার মধ্যে মোট ১৫,৮৯৩ ঘণ্টা ডিজিটাল প্রশিক্ষণ। এর মধ্যে ২,৭৫৯ জন কর্মচারী কমপক্ষে একটি কোর্স সম্পন্ন করেছেন, ২,২৮৯ জন তিন বা তার বেশি কোর্স সম্পন্ন করেছেন, যেখানে ১,৬১১ জন তিনটিরও কম কোর্স সম্পন্ন করেছেন। ১,১৪১ জন কর্মচারী এখনও তাদের প্রশিক্ষণ শেষ করেননি।

এই কোর্সগুলিতে প্রশাসনিক সংস্কারের সঙ্গে প্রযুক্তিগত দক্ষতার সমন্বয়ে বিস্তৃত বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কর্মচারীরা সরকারি ই-মার্কেটের মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়া, জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০, তথ্য অধিকার আইন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মূল বিষয়গুলি সম্পর্কে শিখছেন, পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে সুস্থতার মডিউল যেমন 'কর্মক্ষেত্রে যোগ বিরতি' এবং পশ আইন, ২০১৩-এর অধীনে নারীর সুরক্ষা সম্পর্কেও শিখছেন। এই ডিজিটাল উদ্যোগগুলি প্রশাসনকে কাগজবিহীন, ফলাফল-ভিত্তিক এবং দায়বদ্ধ করার জন্য গড়ে তোলা হয়েছে। পাশাপাশি সরকারি কর্মীদের মধ্যে দায়িত্ববোধ এবং সংবেদনশীলতার একটি শক্তিশালী অনুভূতি জাগিয়ে তোলার চেষ্টাও করা হয়েছে।

ময়দান

আজ হোয়াইটওয়াশ বাঁচানোর চ্যালেঞ্জ গিল-বাহিনীর সামনে

সিডনি, ২৪ অক্টোবর: অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে শুভমান গিলের নেতৃত্বে ওয়ানডে সিরিজের শেষ ম্যাচে নামতে চলেছে ভারতীয় দল। পা রথে বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম একদিনের ম্যাচে ভারত হারে। গত বৃহস্পতিবার অ্যাডিলেডে আবহাওয়া ছিল একেবারে অনুকূল। কিন্তু অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যেও ভারতের ব্যাটিং লাইনআপ আবারও ব্যর্থ হয়, যার ফলে সিরিজ ইতিমধ্যেই অস্ট্রেলিয়ার দখলে। শনিবার সিডনিতে তৃতীয় ও শেষ ম্যাচটি যদিও নিয়মরক্ষার, তবু মর্যাদার লড়াই হিসাবে দেখছে ভারতীয় শিবির। তাই দলের প্রত্যেকে চাইছেন সম্মানজনক ভাবে সিরিজ শেষ করতে।

সিডনির আবহাওয়া ক্রিকেটের পক্ষে কেমন থাকবে, সেই দিকেই এখন সকলের নজর। অস্ট্রেলিয়ার আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, শনিবার সিডনিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা একেবারেই নেই। দিনের শুরুতে কিছুটা মেঘ থাকতে পারে আকাশে, তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে মেঘ কেটে যাবে এবং রোদ উঠবে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে প্রায় ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি, আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা প্রায় ১৬ ডিগ্রির আশপাশে। সকালের দিকে হাওয়ার গতিবেগ কিছুটা বেশি থাকলেও, তা ম্যাচে বড় প্রভাব ফেলবে না। ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার গতিবেগে হাওয়া বইবে বলে অনুমান করা হয়েছে। আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণও খুব একটা বেশি নয়; ৫৬ থেকে ৬৯ শতাংশের মধ্যে থাকার সম্ভাবনা। সব মিলিয়ে সিডনির আবহাওয়া ক্রিকেটের জন্য একেবারেই অনুকূল বলেই মনে করছেন অস্ট্রেলিয়ার আবহবিদরা।

ভারতের লক্ষ্য এখন শুধুমাত্র ব্যবধান কমানো। ইতিমধ্যেই তিন ম্যাচের সিরিজ হাতছাড়া হয়েছে, তাই সিডনিতে অন্তত জয় ছিনিয়ে নিয়ে সম্মানরক্ষা করতে মরিয়া শুভমান গিলরা। বিশেষ করে দলের সিনিয়র ব্যাটার বিরাট কোহলির দিকে থাকছে বাড়তি নজর। প্রথম দুই ম্যাচেই তিনি শূন্য রানে আউট হয়েছেন, ফলে তৃতীয় ম্যাচে তাঁর কাছ থেকে বড় ইনিংসের প্রত্যাশা করছে পুরো দল এবং ক্রিকেটপ্রেমীরা। পাশাপাশি, দলের ব্যাটিং অর্ডারে পরিবর্তন, মিডল অর্ডারের দায়িত্ববোধ এবং বোলারদের ধার; সবকিছুই থাকবে আতসকাচের নীচে। শনিবারের ম্যাচটি তাই নিয়মরক্ষার হলেও, ভারতের কাছে আত্মসম্মান এবং আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ।

সুপার কাপ জিতে এএফসি লক্ষ্য অস্কারের, ফিটনেসের উন্নতি নিয়ে স্বস্তিতে মোলিনাও

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইএফএ শিল্ড ফাইনালে হারের পর সুপার কাপের জন্য গোয়াতে নিজেদের সেরা দিতে মরিয়া ইস্টবেঙ্গল। অনুশীলনের মাঠ নিয়ে সমস্যার মাঝেই অস্কার ব্রুঁজো ডেম্পো ম্যাচের ছক কষছেন। ভার্চুয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন, সুপার কাপ জিতে এএফসির টুর্নামেন্টে খেলতে চান তিনি। এদিকে ডেম্পো গোয়ার স্থানীয় ক্লাব। সেক্ষেত্রে তাদের একটা সুবিধা থাকবে, তবে বহুদিন পর দেশের বড় মঞ্চে খেলবে ডেম্পো। ফলত ইস্টবেঙ্গলের মতো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলতে চাপ থাকবে তাদের উপরই।

এরই মধ্যে গোয়া নিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন অস্কার। ২০১২ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত স্পোর্টিং ক্লুব দ্য গোয়ার কোচ ছিলেন তিনি। সেই সময়ই তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে গোয়াতে আলাপ হয়। অস্কার জানালেন, 'সুপার কাপ জিতলে এএফসির টুর্নামেন্টে সরাসরি খেলা যায়। আমরা প্রমাণ করতে চাই, ভারতের সেরা ক্লাবগুলির মধ্যে ইস্টবেঙ্গল অন্যতম। সুপার কাপে কোনও ম্যাচ হালকাভাবে নেওয়া যাবে না। গত মরশুমে আমরা খুব ভালো পারফর্ম করতে পারিনি। এই বছর সমর্থকদের জন্য ভালো কিছু করতে চাই। ফুটবলাররা তৈরি, তারা চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত।' পাশাপাশি অস্কার জানিয়ে দেন, সুপার কাপের প্রথম ম্যাচে দেবজিৎ খেলতে পারবেন না। তিনি বলেন, 'ডেম্পোর বিরুদ্ধে দেবজিৎকে খেলানোর কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু এদিন অনুশীলনেও চোট পেয়েছে।' সুতরাং, গোলকিপারের জায়গায় প্রভুসুখান গিলকেই দেখা যাবে।

অন্য দিকে, একই দিনে সন্ধ্যায় মোহনবাগান নামতে চলেছে চেন্নাইয়িন এফসির বিরুদ্ধে। আইএফএ শিল্ড জিতে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী বাগান শিবির। সুপার কাপেও জেতার লক্ষ্য নিয়ে নামবে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। সুপার কাপের প্রথম ম্যাচে নামার আগে ভার্চুয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে মোলিনা বলেন, 'আমাদের প্রস্তুতি ভালো হয়েছে। গত সপ্তাহে আইএফএ শিল্ডে আমরা বেশ কয়েকটি ম্যাচ খেলেছি। মরশুমের শুরুটা আমাদের ভালো না হলেও আইএফএ শিল্ড জিতেছি। এই জয় দলের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। সুপার কাপের মতো টুর্নামেন্টের জন্য আমরা তৈরি। আইএফএ শিল্ডে খেলার পর দলের ফুটবলারদের ফিটনেসে উন্নতি হয়েছে।'

সিড্রেলা-দিব্যাংশীকে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর: বাংলার মুকুটে যুক্ত হয়েছে আরও এক নতুন পালক। বিশ্ব টেবিল টেনিসের অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলাদের ডাবলস র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান অর্জন করেছেন দুই বঙ্গকন্যা সিড্রেলা দাস এবং দিব্যাংশী ভৌমিক। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সিড্রেলা এবং মুম্বইবাসী দিব্যাংশীর এই যুগলবন্দির সাফল্যে উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি দুই খেলোয়াড়কে শুভেচ্ছা জানিয়ে ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা জানিয়েছেন।

সম্প্রতি প্রকাশিত বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী, সিড্রেলা-দিব্যাংশী জুটি ৩৯১০ পয়েন্ট নিয়ে এক নম্বরে উঠে এসেছে। তাঁরা দ্বিতীয় স্থানে থাকা চিনের জুটিকে (৩১৯৫ পয়েন্ট) এবং তৃতীয় স্থানে থাকা ফরাসি জুটিকে (৩১৭০ পয়েন্ট) পিছনে ফেলে দিয়েছেন।

The West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
ICMARD Building, 6th Floor, 14/2, C.I.T. Scheme-VIII (M), Uttadanga, Kolkata-700 067

NOTICE

Expression of Interest (EOI) has been invited by The WBSCARD Bank Ltd. under **Memo No. 2137/Admn./1316 dated October 16, 2025** & uploaded in the e-Tender Portal under **Tender ID 2025_SCARD_ 927690_1** from registered Firms/Vendors for selection of **Consultant** for its ICMARD Building situated at Block - 14/2, CIT Scheme - VIII (M), Uttadanga, Kolkata - 700 067 for: -

1. Building Survey for exploring and understanding the Scope of Work for installation of Fire Sprinkler System at remaining areas of ICMARD Building as per prevailing rules and regulations and submission of that Report both in soft and hard mode;
2. Preparation of Drawing of Automatic Fire Sprinkler System (Existing + to be Installed) of ICMARD Building and submission of the said Drawing both in soft and hard mode;
3. Preparation of Estimate (Scope of Work including approximate cost) for Installation of Automatic Fire Sprinkler System as required at remaining areas of ICMARD Building and submission of the said Estimate both in soft and hard mode.

The last date for submission/uploading of Bid through online is **November 07, 2025.**
For details, please visit **www.wbtenders.gov.in/www.wbscardb.com/ www.icmard.org**

Sd/-
October 17, 2025 **Managing Director**

OFFICE OF THE SAINTHIA MUNICIPALITY
P.O.:- SAINTHIA,DIST.:- BIRBHUM
NOTICE INVITING TENDER NO-
e-NIT NO:
WBMAD/SM/Engg.Sec/APAS/11 of 2025-26
The Chairman of Sainthia Municipality invited tenders for the work of - Sinking of 100 mm X 100 mm dia Submersible Tube well along with Mini O.H.R 2000 lit. capacity (PVC tank) different ward under Sainthia Municipality.
Tenders Submission closing date: - 1) 17.11.2025 at 11.00 A.M
For further details please contact the mentioned office.
Sd/-Chairman
Sainthia Municipality, Sainthia,Birbhum

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/934/25-26 Dated 18.10.2025	Repair and Upgradation of Concrete Road with Drain from Subir House towards Asik Halder at Halder Para in Ward No.– 08 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S.,Booth No.-316,(Proposal Serial No.-1) Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs:2,58,690.08
WBMAD/ULB/ RSM/1027/25-26 Dated 18.10.2025	The Construction of Proposed Concrete Slab over existing surface drain (marked as Sl. 2/195) from H/o BanshiSardar to H/o Madhusudan Mukherjee at Booth No.-195 of Ward No.-28 Under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs: 1,05, 048.05
WBMAD/ULB/ RSM/1028/25-26 Dated 18.10.2025	The Construction of Proposed Concrete Slab over existing surface drain (marked as Sl. 4/195) from H/o SubrataBasu to H/o Uttam Nandi at Booth No.-195 of Ward No.-28 Under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs: 1,03, 000.94
WBMAD/ULB/ RSM/1029/25-26 Dated 18.10.2025	The Construction of Proposed Surface Drain with Slab (marked as Sl. 5/202) beside Samrat'sGoli at Booth No.-202 of Ward No.-28 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs: 1,26, 536.69
WBMAD/ULB/ RSM/1030/25-26 Dated 18.10.2025	Repair & Upgradation work of Concrete Road from Bharat Naskar towards Bijay Raw at Buribattala in Ward No.- 15 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name - A.P.A.S., Booth No - 102 (Proposal Serial No - 02), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs: 2,03,460.53
WBMAD/ULB/ RSM/1032/25-26 Dated 18.10.2025	Repair and Upgradation work of Concrete Road from Bholanath Mondal towards Panchu Mondal at Buribattala in Ward No.- 15 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name - A.P.A.S., Booth No - 102 (Proposal Serial No - 03), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs: 2,30, 588.61

Bid Submission end date: **20.11.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে জীবনকৃতী সম্মান প্রদান করা হল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, লিয়েন্ডার পেজ এবং দিলীপ তিরকেকে।

২০২৮ পর্যন্ত ইন্টার মিয়ামিতে মেসি: লিওনেল মেসি অবশেষে ইন্টার মিয়ামির সঙ্গে তিন বছরের নতুন চুক্তিতে সম্মত হয়েছেন , যার ফলে তিনি ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের পরেও মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) থাকবেন। মেসির মিয়ামিতে থাকার সিদ্ধান্ত ক্লাব এবং এমএলএস উভয়ের জন্যই বড়। গত মরসুমে তিনি লিগের এমভিপি ছিলেন এবং এই বছর আবারও এই পুরস্কার জেতার জন্য তিনিই সবচেয়ে বড় পছন্দ, যা তাঁকে লিগের ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো দুইবারের বিজয়ী এবং পরপর দুই বছরে প্রথম ব্যক্তি হিসেবে এই পুরস্কার জিতে নেওয়ার সুযোগ করে দেবে। প্রেকি ১৯৯৭ এবং ২০০৩ সালে এমভিপি পুরস্কার জিতেছিলেন।

ইডেনে চার পেসারে বাংলা, দলে ফিরতে পারেন শাহবাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে জয় দিয়ে এবারের রনজি ট্রফি অভিযান শুরু করেছে বাংলা দল। এবার সামনে আরও বড় চ্যালেঞ্জ- গুজরাত। শনিবার থেকে ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হতে চলেছে দ্বিতীয় ম্যাচ। বাংলা শিবির ভালো করেই জানে, প্রতিপক্ষের দিক থেকে গুজরাত অনেক বেশি শক্তিশালী ও অভিজ্ঞ দল। তবুও প্রতিপক্ষ নিয়ে খুব বেশি ভাবছে না তারা। দলের লক্ষ্য একটাই- নিজেদের পারফরম্যান্স আরও উন্নত করা এবং জয়রথ বজায় রাখা। এই ম্যাচে বাংলার জন্য সবচেয়ে বড় খবর হল, দলে ফিরতে পারেন অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ। হার্নিয়ার অস্ত্রোপচারের কারণে দীর্ঘদিন ধরে মাঠের বাইরে ছিলেন তিনি। জার্মানিতে সফল অস্ত্রোপচারের পর মুম্বইয়ে তাঁর রিহ্যাব চলছিল। সেই কারণেই রনজির প্রথম ম্যাচে খেলা হয়নি তাঁর।

বৃহস্পতিবারই বাংলার অনুশীলনে যোগ দেন শাহবাজ এবং নেটে দীর্ঘক্ষণ ব্যাটিং করেন। যদিও বোলিং কম করেছেন, কিন্তু তাঁর ফিটনেস নিয়ে এখন আর কোনও প্রশ্ন নেই। বাংলা দলের সূত্রে জানা গিয়েছে, শাহবাজের ফিটনেস টেস্ট ইতিমধ্যেই মুম্বইয়ে হয়ে গিয়েছে। তাই নতুন করে কলকাতায় আর কোনও ফিটনেস পরীক্ষা করানোর প্রয়োজন হয়নি। তিনি নিজেও গুজরাতের বিরুদ্ধে মাঠে নামতে প্রবলভাবে আগ্রহী। বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট জানিয়ে দিয়েছে, এমন একজন ক্রিকেটার যখন নিজেই খেলার জন্য এতটা উদগ্রীব, তখন তাঁকে মাঠে না নামানো ঠিক হবে না। তাই শাহবাজের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত মিলেছে।

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/935/25-26 Dated 18.10.2025	Estimate for The Construction of Proposed concrete slab over existing surface drain (marked as Sl 2/203) from H/o Anwara Samaddar to NityaMondal via AsutoshHazra & H/o Ashim Roy Chowdhury to Partha Roy Chowdhury at Booth No-203 of Ward No-28 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs: 5,11, 472.55
WBMAD/ULB/ RSM/1031/ 25-26 Dated 18.10.2025	Repair and Upgradation work of Concrete Road from Fani Mondal Garage towards Gobinda Mondal V/A Sukdeb Gari at Buribattala in Ward No- 15 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name - A.P.A.S Booth No - 102 (Proposal Serial No-01), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs: 5,42, 561.42

Bid Submission end date: **20.11.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

শরীর যখন শিকার, সেই শরীরই ‘সেনাদুর্গ’!

অনিন্দ্য কিশোর

ঘরনির ঘোমটা থেকে প্রতিরোধের বিকিনি

একবিংশ শতকে সারা দেশ-সহ পশ্চিমবঙ্গে নারীদেহ যখন সহজলভ্য এক পণ্য, এক অসহায় শিকার মাত্র। যখন হাথরস থেকে আরজি করের অন্ধকার করিডোর বা কসবার ল কলেজের ইউনিয়ন রুম; সর্বত্র মেয়েদের শরীরটাকেই খুবলে খাওয়ার জন্য ওঁৎ পেতে আছে অন্ধকার। এমনই সময়ে, ঝাড়গ্রাম জেলার বলরামডিহির এক বামা, পায়েল মল্লিক সেই শরীরকেই গড়ে তুলছেন এক দুর্ভেদ্য সেনাদুর্গ হিসাবে।

অরণ্যসুন্দরী, শাল-পিয়ালের জঙ্গল আর আদিবাসী সংস্কৃতির দেশে এই নামের সঙ্গে যে শান্ত, মেঠো ছবিটা ভেসে ওঠে, এই গল্প তার নয়। গোপীবল্লভপুর-২ ব্লকের খামার জুনিয়র হাইস্কুলের ইংরেজির ক্লাসরুমে যিনি শেক্সপিয়র বা ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের পাঠ দেন, সেই চল্লিশ বর্ষীয়া শিক্ষিকারই রূপে নেই কোনও কবিতা, আছে পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে চোখরাঙানি। কৃত্রিম আলোয় ভাস্বর মঞ্চে, গোটা গায়ে মাখানো ধাতব বাদামি রং, বিকিনি-পরিহিতা পেশিবহুল শরীরের প্রতিটি বিভঙ্গ; যৌনতার নয়, শক্তির প্রদর্শনে চমকে দেয় উপস্থিত জনতাকে।

তিনি একাধারে ইংরেজির শিক্ষিকা, এক মেয়ের মা এবং ঝাড়গ্রাম জেলার প্রথম পেশাদার মহিলা বডিবিল্ডার। যে সমাজে ‘মেয়েদের চেহারা হবে কমনীয়’, যে সমাজে শরীর মানেই হয় ভোগের বস্তু অথবা নির্যাতনের শিকার, সেই সমাজের গালে এটা একটি আড়াই সেরের সপাট চড়। পায়েলের এই উত্থান শুধু স্থূলতার বিরুদ্ধে নয়, নারীদেহের প্রতি সমাজের সেই পাশবিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধেও এক আমূল বিদ্রোহ।

জিমে আসা ‘স্বপ্ন’ নয়, ‘প্রয়োজন’ ছিল

এই সফরের শুরুটা কিন্তু কোনও স্বপ্নপূরণের তাগিদ থেকে নয়, বরং এক প্রকার বাধ্য হয়ে। বত্রিশ বছর বয়সে মাতৃত্বের পর পায়েলের ওজন দাঁড়িয়েছিল ৮৯ কেজি। কন্যার বয়স যখন তিন, ডাক্তারের পরামর্শে জিমে যাওয়া শুরু করেন তিনি। উদ্দেশ্য ‘বডিবিল্ডার’ হওয়া নয়, লক্ষ্য ছিল একটাই; রোগা হওয়া। তজিমে আমি ভর্তি হয়েছিলাম জাস্ট একটু রোগা হব, এইটুকুর জন্য। স্থূলতা থেকে মুক্তির সেই ‘প্রয়োজন’, কখন যে পেশাদার ‘প্যাশন’-এ পরিণত হল, তা তিনি নিজেও ঠাহর করতে পারেননি।

সমাজের চশমা ও ‘কুরুচিকর’ মন্তব্য

ঝাড়গ্রামের মতো মফস্বলে, একজন স্কুলশিক্ষিকার এই নয়া ভূমিকায় সমাজ কী বলবে? পায়েল অকপট। ‘প্রথম যখন সহকর্মীরা স্কুলে দেখেছেন, হাঁ করে তাকিয়ে থাকতেন। ভাবতেন, দিদি কী করছে! কিন্তু এখন তাঁরাই ভীষণ সাপোর্টিভ।’

তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় ‘প্রচুর পরিমাণে নেগেটিভিটি রয়েছে,’; সোজাসাপটা স্বীকারোক্তি পায়েলের। ‘ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামে যখন আমি আমার

প্র্যাকটিসের বা প্রতিযোগিতার ছবি দিই, কুরুচিকর মন্তব্য আসে। কেউ লেখেন, ‘এটা ফিটনেস নয়, অর্ধনগ্ন শরীর দেখানো’, কেউ বা লেখেন, ‘নিজেকে পুরুষ বানানো বন্ধ করুন’।’

এই ট্রোলিং তিনি সামলান কী ভাবে? উত্তরটা চমকপ্রদ। ‘আমি যখন স্টেজে উঠি, আমি ওটাই আমার কাজ ভাবি। কে দেখছে, কে কী ভাবছে, তা ভাবি না। আমার ফোকাস থাকে, আমি আমার বডি ফিজিক-কে কী ভাবে রিপ্রেজেন্ট করছি। বোরখা পরে তো আর দেহ দেখাতে পারব না!’

‘যেখানে যেমন, সেখানে তেমন’

পায়েল মল্লিকের জীবনের সম্ভবত সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হল তাঁর এই ডবল রোলের ব্যালান্স। তিনি যেমন স্টেজে প্রফেশনাল বডিবিল্ডার, তেমনই ক্লাসরুমে দায়িত্বশীল টিচার, আবার পরিবারে আদর্শ বাঙালি বউ। তাঁর দর্শন খুব সাফ; যেখানে যেমন, সেখানে তেমন ‘আমি যখন স্টেজে পারফর্ম করি, আমি বিকিনি আউটফিট পরি। ইটস ওকে। ওটা আমার প্রফেশন। স্টেজ শেষ, ওই আউটফিটের গল্পও শেষ। আমি যখন শ্বশুরবাড়ি যাই, আমাকে শাড়ি পরতে হয়, মাথায় ঘোমটা দিতে হয়। আমি এমন কিছু করব না যাতে আমাকে নিয়ে সমালোচনা হয়। আলোচনা হোক। লোকে আমার কাজ দেখুক।’

মেয়েদের পেশিগঠন, ‘সাংঘাতিক কঠিন’ এক লড়াই

মহিলাদের ফ্যাট ঝরিয়ে মাসল বানানো কতটা কঠিন? ‘সাংঘাতিক কঠিন,’; উত্তরে এক মুহূর্তও ভাবেন না পায়েল। ‘ওয়ার্কআউট করলেই যে একটা মেয়ের মাসল গ্রো হবে, তা জরুরি নয়। মেয়েদের ব্রেস্ট পুরোটাই ফ্যাট টিস্যু, ওটা গ্রো হয় না। মেইন গেমচেঞ্জার হচ্ছে ডায়েট।’

পায়েলের রুটিন শুনলে অবাক হতে হয়। তিনি বারো মাস ‘কড়া’ ডায়েটে থাকেন। কোনও জাঙ্ক ফুড, চিনি বা অতিরিক্ত তেল নয়। ‘প্রেপ’ (প্রস্তুতি) চলার সময় সব খাবার সেদ্ধ; চিকেন, মাছ, ডিমের সাদা অংশ, বাদাম, সেদ্ধ-সবজি।’ পুরস্কার? ‘খেলা শেষ হলেই বিরিয়ানি খাই,’; হাসেন পায়েল। এই তপস্যার পরেও ট্রোলড হতে হয়েছে। মেয়েলি কমনীয়তা হারানোর আফসোস? ‘এককেফোঁটাও না। এই দেহটা আমার স্বপ্ন পূরণের মাধ্যম।’

বাসের ‘আনওয়ান্টেড টাচ’ ও শরীরচর্চার ‘গাটস’

নারী সুরক্ষা যখন জ্বলন্ত প্রশ্ন, তখন পায়েলের অভিজ্ঞতাও ভিন্ন নয়। ‘চাকরি জীবনে বাসে-ট্রেনে যাতায়াত করতে হয়। আগে, যখন আমি ৮৯ কেজির সাধারণ মেয়ে ছিলাম, বাসে অনেক ‘আনওয়ান্টেড টাচ’-এর শিকার হতাম। ভয়ে জানলার ধারের সিট খুঁজতাম।’

আর এখন?; পায়েল হাসেন। আমার সঙ্গে কেহ ওরকম করতে ভয় পায়। আমি এমন একটা পার্সোনালিটি, অ্যাটিটিউড তৈরি করেছি যে সে দু’বার ভাববে। আর দ্বিতীয়ত, যদি কেহ ভুল করে ফেলেও, আমার মধ্যে সেই ‘গাটস’ তৈরি হয়ে গেছে যে আমি আর ভয় পাব না। আমি উঠে দাঁড়িয়ে একটা জোর থাপ্পড় মারতে পারব।’ তাঁর মতে, শরীরচর্চা শুধু মাসল বানায় না, ‘মেন্টাল স্ট্রেংথ দেয়।’

ক্লাসরুমের দিদিমণি, ভরসার ‘পায়েল দি’

পায়েলের এই শক্তি শুধু জিমে আটকে নেই, তা ছড়িয়ে পড়ছে তাঁর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও। ইংরেজির দিদিমণি শুধু ব্যাকরণ শেখাচ্ছেন না। ‘আমি ১৫-২০ দিন অন্তর মেয়েদের সঙ্গে আলাদা করে বসি। অ্যাডোলেসেন্ট পিরিয়ডে আবেগ নিয়ন্ত্রণের পাঠ দিই। পিরিয়ডস্ নিয়ে যে লুকোচুরি, তা দূর করি। ‘গুড টাচ ও ব্যাড টাচ’ নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করি। আমি ওদের সেই বিশ্বাসের জায়গাটা দিয়েছি যে, বাবা-মাকে যা বলতে পারিস না, আমাকে বল।’

চোখ এবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে

মাত্র গত বছর থেকে প্রতিযোগিতায় নামা শুরু। ‘হলদিয়া ক্লাসিক’-এ তৃতীয় স্থান, ‘ফ্লেক্স ফিট ন্যাচারাল কম্পিটিশন’-এ দ্বিতীয় স্থান, এবং আইবিবিএফ রাজ্য স্তরের বডিবিল্ডিং প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করেন। এ বছর (২০২৫) হায়দ্রাবাদে আইসিএন ইন্ডিয়া প্রতিযোগিতায় তিনি একাই চারটি পুরস্কার ছিনিয়ে আনেন; দু’টি বিভাগে (ফিটনেস মডেল ও স্পোর্টস মডেল) প্রথম স্থান ও ওভারঅল চ্যাম্পিয়ন এবং উইমেন্স ফিগার বিভাগে প্রথম স্থান। পায়েলের পরবর্তী লক্ষ্য আইবিবিএফ মিস ইন্ডিয়া বা আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করা। এই সফরে তাঁর আইকন কোচ সঙ্গীত নাথ। পায়েল মল্লিকের এই গল্প শুধু ওজন ঝরানোর নয়, এটা সমাজের বেঁধে দেওয়া কমনীয়তার সংজ্ঞা ভাঙার গল্প। এটা এক শিক্ষিকার গল্প, যিনি ক্লাসরুমে ও জিমে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মানসিক ও শারীরিক শক্তির পাঠ দিচ্ছেন। তাঁর বার্তা সাফ; প্রত্যেকটা মেয়ের মধ্যেই দেবী শক্তি রয়েছে। নিজেকে ভালবাসতে শিখুক। একটাই জীবন, সুস্থ ভাবে মর্যাদার সঙ্গে বাঁচুক।’

বিহার বিধানসভা নির্বাচন ২০২৫ নিয়ে গর্জে উঠলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

শুক্রবার সিওয়ানের বড়হরিয়া অঞ্চলের কৈলগড় উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন। তিনি জনতার উদ্দেশে বলেন, আরজেডি ও লালু-তেজস্বীর রাজনীতি বিহারকে একসময় অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছিল, কিন্তু সেই দিন শেষ। এখন বিহারে আইনশৃঙ্খলা বজায় আছে এবং এনডিএ উন্নয়নের প্রতীক হয়ে উঠেছে।তিনি লালু-রাবড়ীর শাসনকালকে ক্ষুজঙ্গলের রাজক্ষ্ম বলে উল্লেখ করে দাবি করেন, সেই সময়ে ভয়, অপরাধ আর দুর্নীতি চরমে উঠেছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে বিহার আজ শান্তি ও উন্নতির পথে এগোচ্ছে।অমিত শাহ স্পষ্ট করে বলেন, তশহাবুদ্দিনের মতো শত অপরাধী এলেও বিহারের মানুষ এখন আর ভয় পাবে না।ক্ষ্ম তিনি রাজ্যের ভোটারদের আহ্বান জানান, যাতে এনডিএ প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করে জঙ্গলরাজের পুনরাবৃত্তি রোধ করা যায়।

সভায় শাহ আরও বলেন, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন আগের সরকার সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে নরম মনোভাব দেখিয়েছিল, কিন্তু বর্তমান সরকার কঠোর পদক্ষেপ নিতে দ্বিধা করেনি। তিনি মহাগঠবন্ধন এবং রাহুল গান্ধীকেও কটাক্ষ করেন, উল্লেখ করেন যে ভারতকে অনুপ্রবেশকারীদের থেকে রক্ষা করা এখন সরকারের নীতি।জনসভায় উপস্থিত ছিল জেডিইউ প্রার্থী ইন্দ্রদেব সিং প্যাটেলসহ সিওয়ানের আটটি বিধানসভা কেন্দ্রের এনডিএ প্রার্থীরা।

লোকসমাগমে উত্তেজনা ছিল তুঙ্গে, সমর্থকরা স্লোগান ও করতালিতে সভাস্থল মুখরিত করে তোলেন।

বেগুসরাইয়ে মোদীর মহাসভায় ভিড়ে উচ্ছ্বসিত জনতা, উন্নয়নকাজের হিসাব পেশ প্রধানমন্ত্রীর

বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে শুক্রবার বেগুসরাইয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্বাচনী সভা ঘিরে উৎসবমুখর পরিবেশ। জেলার উলাও বিমানবন্দর ময়দানে আয়োজিত বিশাল জনসভায় উপস্থিত ছিলেন এনডিএ-র সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী-সহ মোট বারোটি কেন্দ্রের প্রার্থী। দুপুরে সভাস্থলে ভিড়ের চাপে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ছিল নজিরবিহীনভাবে কড়া। জনতার উত্তেজনা চোখে পড়ার মতো। বহু দূর থেকে মানুষ এসে ভিড় জমিয়েছেন মোদীকে সরাসরি শোনার জন্য। দলের পতাকা, স্লোগান ও ঢাক-ঢোলের শব্দে ময়দান মুহূর্তে রূপ নেয় নির্বাচনী উৎসবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন এনডিএ সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প, অবকাঠামো উন্নয়ন, এবং কৃষক-কল্যাণ কর্মসূচির সাফল্য তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘বিহারের প্রতিটি জেলা আজ উন্নয়নের পথে এগোচ্ছে;এটাই নতুন বিহারের চেহারা।’

রাজ্যে আগামী ৬ ও ১১ নভেম্বর দুটি পর্যায়ে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী আজ বেগুসরাই ও সমস্তীপুর জেলায় দুটি সভা করার কর্মসূচি নিয়েছেন। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আগামী দিনে সিওয়ান ও বক্সারে নির্বাচনী জনসভা করবেন।

বেগুসরাইয়ের সভার জনসমাগম দেখে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এনডিএ-র প্রচারে এদিন কার্যত ‘মোদি ম্যাজিক’-এর ছাপ স্পষ্ট।

‘উন্নয়ন ও ধ্বংসের লড়াই চলছে বিহারে’, মহাগঠবন্ধনকে জেপি নাড্ডার আক্রমণ

বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফা ভোটের আগে বৈশালী জেলার পাতোপুরে এক বিশাল নির্বাচনী সভায় বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি ও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী জগৎপ্রকাশ নাড্ডা বৃহস্পতিবার কার্যত ঝড় তুললেন এনডিএ শিবিরে। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট; এই নির্বাচন কেবল ভোট নয়, এটি উন্নয়ন আর ধ্বংসের মধ্যে এক নির্ণায়ক লড়াই। জনতার উদ্দেশে নাড্ডা বলেন, ‘বিহারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সঠিক পথ বেছে নেওয়ার ওপর। এনডিএ মানেই উন্নয়ন, আর মহাগঠবন্ধন মানেই ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলা। বিজেপি ও জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর যুগল নেতৃত্বই বিহারকে নতুন দিশা দিয়েছে।’

মহাগঠবন্ধনের বিরুদ্ধে তোপ: সভায় দাঁড়িয়ে কংগ্রেস ও আরজেডি; উভয়ের দিকেই কঠোর আক্রমণ শানান নাড্ডা। তাঁর কথায়, ‘এই দলগুলোর হাতেই একসময় বিহার নিমজ্জিত হয়েছিল অরাজকতা ও দুর্নীতিতে। আজ নরেন্দ্র মোদী ও নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে রাজ্য এগিয়ে চলেছে উন্নয়নের পথে। যাঁরা একসময় জঙ্গলের শাসন এনেছিলেন, তাঁরা আবার ফিরে আসতে চাইছেন;কিন্তু জনগণ তা আর হতে দেবে না।’

‘ডবল ইঞ্জিন’ সরকারের প্রশংসা: নাড্ডা দাবি

করেন, কেন্দ্র ও রাজ্যের মিলিত উদ্যোগেই বিহারের পরিকাঠামোয় বিপুল পরিবর্তন এসেছে। ‘গত দু’দশকে নীতীশ কুমার যে ভাবে রাজ্যকে পিছিয়ে পড়া অবস্থা থেকে উন্নয়নের দিকে টেনে এনেছেন, তা ঐতিহাসিক। রেল, সড়ক, শিল্প, শিক্ষা;সবক্ষেত্রেই মোদী সরকারের সহযোগিতা বিহারকে এগিয়ে দিয়েছে,’ বলেন বিজেপি সভাপতি। তিনি জানান, ‘বিহারের রেল বাজেট দশগুণ বেড়েছে। সম্প্রতি চালু হওয়া ৪৪টি বন্দে ভারত ট্রেনের মধ্যে ২৬টি এই রাজ্যের জন্য বরাদ্দ। ছটপুজোয় যাত্রীদের সুবিধার জন্য ১২ হাজার বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এগুলোই প্রমাণ করে বিহারকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে কেন্দ্র।’

নীতীশ কুমারের ভূয়সী প্রশংসা করে নাড্ডা বলেন, ‘লালুপ্রসাদের সময় মানুষ ঘরছাড়া হয়েছিল, কিন্তু আজ নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে বিহার আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। একসময় যেখানে ভয় আর দুর্নীতিই ছিল নিত্যসঙ্গী, আজ সেখানে আইনের শাসন ও উন্নয়ন;এই পরিবর্তনই এনডিএ-র সাফল্য।’ নিজের বিহার-সংযোগের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। ‘আমার জন্ম পাটনায়, শৈশব কেটেছে এই রাজ্যে। আমি জানি অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরার মানে কী,’ বলেন নাড্ডা।

জনতার উদ্দেশে আহ্বান করে বিজেপি সভাপতি বলেন, ‘মহাগঠবন্ধন মানে ধ্বংস, এনডিএ মানে উন্নয়ন। বিহারের জনগণকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে; তাঁরা আবার অরাজকতা চান, না সুস্থ প্রশাসন ও অগ্রগতি।’ তিনি ভোটারদের অনুরোধ করেন পাতোপুরের বিজেপি প্রার্থী লখেন্দ্র রৌশন-সহ এনডিএ-র প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করতে, যাতে রাজ্যে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। সভা শেষে নাড্ডা বলেন, ‘জনতার মন জয় করে নিয়েছে উন্নয়ন। বিহারে এনডিএ-র জোয়ার বইছে। এই ভোটে মানুষ দেখিয়ে দেবে; তারা অন্ধকার নয়, আলোকিত বিহার চায়।’